প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক :
অশোক রায়/প্রযত্নে এ পি পি
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
ও'নিল অফসেট
১২ বি, বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৫

বর্ণ স্থাপন :
কম্প্যুটার গ্রাফিক্স
৩১/১ এফ, বিডন রো কলিকাতা-৭০০০০৬

নাইট ওয়াচ

দীর্ঘ আলোচনার পর আমস্টারডামের রিজস মিউজিয়াম রাজী হয়ে যায় তাদের অমূল্য পেইন্টিং "নাইট ওয়াচের" ঐতিহাসিক সফরে। পাঁচটি প্রধান দেশের ভ্রমণ পথে সেটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর করা সত্ত্বেও নিউইয়র্কে পেইন্টিংটা পৌঁছোনর পর দেখা যায় যে, সেটা নকল পেইন্টিং।

ইউনাইটেড অ্যান্টি-ক্রাইম অরগনাইজেসন UNACO সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে আসল পেইন্টিংটা উদ্ধার করার জন্য। তাদের এজেন্ট মাইক গ্রাহাম, মিঃ ডাব্লু হুইটলক এবং সাবরিনা কারভারের ওপর ভার পড়ে সেটা উদ্ধারের। আর তাদের প্রধান কাজ হলো সেই জালিয়াতির জন্য কে বা কারা দায়ী, এবং সেটা কার প্রাইভেট গ্যালারিতে শোভা পাচ্ছে ; সেটা দেখা।

এ কাজে দ্রুত তৎপরতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য। আসল পেইন্টিং'র সন্ধান করতে গিয়ে তারা এসে পৌঁছয় রিও ডি জেনেরিওয় কার্নিভাল উৎসবের সময়, সেখানে একটা পাহাড়ের ওপর সুরক্ষিত দুর্গে সেই পেইন্টিংটা লুকানো ছিলো।....শেষ পর্যন্ত তারা সফল হলো, নাকি ব্যর্থ হলো। সেই অভিযান কাহিনীর শুরু....

❑ এক ❑

ওয়েস্ট টোয়েন্টিসেভেন্থ স্ট্রীটের সামনেই কলকল করে বয়ে চলেছে হাডসন নদী। সেখানে একটা বিল্ডিং'র থার্ড ফ্লোরে পুরনো একটা ওয়্যারহাউজ। এখন চাটার্ড অ্যাকাউন্টে ফার্ম মেসলার এন্ড গোল্টস্টেইন। সামনেই সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির সেকশান টু অফিস। এই অফিসের কাজ হলো কর্মি নিয়োগ, বিভিন্ন জায়গায় তাদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিদেশে ডাবল এজেন্টের কাজ পরিচালনা করা।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে সেই অফিসের কমপিউটার সেকশানের প্রধান হিসেবে কাজ করে আসছে ব্রাড হোল্ডেন, সেই সঙ্গে গত আঠারো মাস থেকে সে একজন KGB'র এজেন্টও বটে। আদর্শের মূলনীতি কিংবা একজন মহান আমেরিকান হিসেবে স্বপ্নের মোহভঙ্গের সঙ্গে তার প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতার কোনো সম্পর্কই ছিলো না। আসলে এ সবের কেবল একটাই তার মূল-মন্ত্র, অর্থ। তার এখন অনেক, অনেক টাকার দরকার জুয়াখেলায় ধার মেটানোর জন্য। তার চলার পথের চিহ্নিতকারী ব্যক্তিদের সরিয়ে দিলেও এবং তার শত সতর্কতা সত্ত্বেও তার ছলনা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই CIA সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে তাদের কাজে ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য একটাই, রাশিয়ায় তার KGB প্রভুদের কাছে ভুল তথ্য পরিবেশন করা। পরের বছর কাজটা নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হলো। একদিন একটা বাদামী রঙের খাম এলো তার ডেস্কে। খামের মধ্যে ছিলো আধ-ডজন ফটোগ্রাফ, টমকিন্স স্কোয়ার পার্কে তার সঙ্গে KGB'র প্রতিনিধির তোলা সব ছবি। কভার নোটে বলা হয়েছে, ঠিক এক বছরের মধ্যে টপ সিক্রেট আলফা প্রোগ্রাম প্রকাশ করতে হবে, সেই সঙ্গে "অপারেশন কোয়ার্টারনারির" ব্যাপারে যুক্ত এজেন্টদের নাম সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে নেগেটিভগুলো 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অপর পক্ষে এর পুরস্কার হলো, নেগেটিভগুলো ফেরত দেওয়ার সঙ্গে পঁচিশ হাজার ডলার নগদ পাঠানো হবে তাকে। সেই অসাক্ষরিত নোটের শেষ বক্তব্য এই রকমঃ "পরবর্তী নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে।"

তাই ঠিক করল সে, টাকার জন্য এই প্রতারণার খেলায় খেলোয়াড় হবে সে। ভার্জিনিয়ায় CIA'র ল্যাংলে হেডকোয়ার্টার থেকে আলফা প্রোগ্রাম সংগ্রহ করাটা যে অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, সেটা মাথায় রেখেই, ছুটি নিয়ে পরবর্তী বোলো দিন সে তার বাড়ির কমপিউটারে এক নাগাড়ে প্রোগ্রাম সেট করে গেলো। শেষ পর্যন্ত সে তার ইপ্সিত প্রোগ্রামের হদিশ করতে সমর্থ হলো এবং CIA'র অত্যন্ত গোপন ও অপ্রকাশিত তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেলো। আগের নির্দেশ পাওয়ার ঠিক তিনি সপ্তাহ পরে সে একটা প্রাথমিক খাম পেলো। যার মধ্যে ছিলো কিছু টাকা, সিফোল এয়ারপোর্টে রিটার্ন টিকিট কেনার টাকা এবং আমস্টারডামের শহরতলীর সেন্ট্রাল স্টেশনের লকারের একটা চাবি, মূল টাকাটা রাখা ছিলো সেখানকার লকারে। সিফোল এয়ারপোর্ট থেকে সেন্ট্রাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ট্রেন সার্ভিস আছে।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ....' সেন্ট্রাল স্টেশনের ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র হোল্ডেনের তন্দ্রালুতা ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটটা স্পর্শ করল। হ্যাঁ, খামটা যথাস্থানেই রয়েছে। উঠে দাঁড়াল সে, চোখ রগড়াল চিন্তিতভাবে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনটা ঊনবিংশ শতাব্দীর নিও-গোথিক বিল্ডিং-এর সামনে প্লাটফর্মের পাশে এসে থেমে পড়ল। কামরা থেকে নেমে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলল সে। ইন্সপেক্টরের হাতে টিকিটটা তুলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো। ভিড় ঠেলে সারিবদ্ধ লকারের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর নম্বরগুলোর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে একটা লকার খুলল। একটা কালো রঙের এ্যাটাচি কেস বার করতে গিয়ে সতর্ক হলো, এবং তার পরিবর্তে চিহ্ন-বিহীন একটা সাদা খাম রেখে দিয়ে লকারে চাবি লাগিয়ে দিলো। তারপর এ্যাটাচি কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরে বেরুবার পথে এগিয়ে গেলো হোল্ডেন।

আর তখনি পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'এই যে শুনছেন?'

মুহূর্তের জন্য একবার তার মাথায় পাগলের খেয়াল জাগল, ছুটে পালাবে সেখান থেকে। কিন্তু ভারি দেহের জন্য পারল না। তাছাড়া পালাতে দেখলে তারা তাকে গুলি করতে পারে। CIA'র কার্যধারা সে বেশ ভাল করেই জানে। তাই ধীরে ধীরে ভয়ার্ত চোখে পিছন ফিরে তাকাল।

মধ্য-কুড়ি বয়সের যুবক একজন। কালো কোঁকড়ান চুল। ঠোঁটে বন্ধুসুলভ হাসি। খুব আগ্রহ নিয়ে হোল্ডেনকে নিরীক্ষণ করছিল সে। 'ভূতের মতোই ধবধবে সাদা আপনি।'

'কে, কে তুমি?' তোতলায় হোল্ডেন।

'আমি একজন ট্যাক্সি-চালক। ভেবেছিলাম আপনার লিফটের প্রয়োজন।' লোকটা মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, আপনি আমাকে কি ভেবেছিলেন?'

'জানি না।' হোল্ডেন তার হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'তুমি আমাকে চমকে দিয়েছিলে, ব্যস এই পর্যন্ত।'

'দুঃখিত। যাইহোক, আপনার একটা ট্যাক্সি দরকার আছে কি নেই?'

'অবশ্যই।' ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে হোল্ডেন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কোনো হলিডে ইন আছে?'

'নিশ্চয়ই', ট্যাক্সি-চালক তার সুটকেসটা বুটের মধ্যে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা আপনার হাতের এই এ্যাটাচি কেসটা কি আপনার সঙ্গেই রাখতে চান?'

'হ্যাঁ।' এই বলে পিছনের আসনে বসে এ্যাটাচি কেসটা তার জড়ো করা দু'টো পায়ের ওপর রাখল সে।

সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে আসতেই "দি টাইমস" পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলো হোল্ডেন। সামনের পাতাতে সাদা-কালোর রেমব্রান্ডট'র "নাইট ওয়াচ" ফটোটা ছাপানো হয়েছে, সঙ্গে একটা হেডলাইন : শিল্প সম্পদের ঐতিহাসিক ভ্রমণ শুরু। যদিও শিল্প কলায় তার কোনো আগ্রহ ছিলো না, তবু প্রথম কয়েকটা প্যারাগ্রাফের ওপর চোখ বুলাল সে। এই ভ্রমণসূচীর বিবরণ হলো, আগামীকাল অমূল্য সম্পদ "নাইট ওয়াচ" পেইন্টিংটা যখন রিজস মিউজিয়াম থেকে সরানো হবে, তখন আমাস্টারডামের ইতিহাসে সব থেকে কঠোর নিরাপত্তা

রক্ষা করার জন্য জায়গাটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে। প্রথম পর্যায় সেই পেইন্টিংটা পাঁচটা দেশে ভ্রমণ করবে। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারিতে পেইন্টিংটার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, লক্ষ্য করল সে। তবে তাই বলে এই নয় যে, সেই ছবিটা দেখার জন্য সে-ও দীর্ঘ লাইনে অংশগ্রহণ করবে। তাই সে তখন কাগজটা পাশে সীটের ওপর অবহেলাভাবে ফেলে রেখে ফিরে আবার সেই এ্যাটাচি কেসের ওপর চোখ রাখল। টাকা যেই তাকে পাঠাক না কেন, তার মনে হলো, লোকটার রসবোধ আছে। এই সংযোগটা ঘটল তার জন্ম তারিখেই। সমন্বয়-বিধান করতে গিয়ে নিজের মনে হাসল। সেটা তার কাছে জন্মদিন বলেই মনে হলো। আর তার উপহার হলো, কর-মুক্ত নগদ পঁচিশ হাজার ডলার। কাঁপা কাঁপা হাতে এ্যাটাচি কেসের ডালাটা ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুলল, এ্যাটাচি কেসের ভেতরে একটা প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক পদার্থ পড়ে থাকতে দেখে সেকেন্ডের একটা ভগ্নাংশ মাত্র সময় পেলো সে। আর তারপরেই প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা গেলো।

একটু আগে ট্যাক্সিটা রয়্যাল প্যালেস অতিক্রম করার পরেই সেটা বিস্ফোরণে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। হৈ-হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

বোমা বিস্ফোরণে সাত মাস বয়স্ক শিশুসহ পাঁচজন নিহত। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রগুলোর অনুমান, এ ঘটনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সবাই সম্মিলিত ভাবে যারা এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী তাদের সন্ধান করার জন্য সরকার যেন কোনো ত্রুটি না করে তার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

তবু সেদিন সকালে রিজস মিউজিয়ামে প্রচন্ড সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও সশস্ত্র ভ্যানে যখন পেইন্টিংটা তোলা হচ্ছিল তখন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীদের সেখানে উপস্থিত দেখা গেছে। অল্প দূরত্বে সিফোল এয়ারপোর্টে ভ্যানটা যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে সেই ঐতিহাসিক ভ্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিলো। ভিয়েনা থেকে চার মাসে চারটি দেশ ভ্রমণের পর শেষ ও পঞ্চম ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয় নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারিতে।

❑ দুই ❑

ছোট-খাটো চেহারার লুইস আরমন্ড তার পঞ্চাশোর্ধ বয়সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যথেষ্ট সপ্রতিভ। কালো কুচকুচে চুল, সরু গোঁফ যেন আইব্রো পেন্সিল দিয়ে আঁকা। মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ সে, বছর সাত আগে লুভ্যারে থেকে অনধিকার প্রবেশ করেছিল সে এখানে।

গ্র্যান্ড হলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা কি দেখার জন্য আশা করছে? সেই অমূল্য পেইন্টিংটা একবার এয়ারপোর্ট থেকে এখানে এসে পড়লে হয়, কষ্ট করে সেটা একটা খেলার ট্রফির মতো আঁকড়ে ধরবে সে।

'তুমি কি মনে করো ভিড় দেখে, প্রেসিডেন্ট আসছেন?' একজন গ্যালারি পরিচারক অপর একজনকে কথাটা বলার সময় কানে এলো আরমন্ডের।

চারদিকে একবার দৃষ্টি ফেলে ফরাসী লোকটি উত্তর দিলো, 'মনে হয় না, কারণ সব সময়েই অন্য কেউ প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।'

'আঃ লুইস, সুপ্রভাত। এখানে যে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি তার জন্য আমি খুব খুশি।'

এখানে তোমার প্রথম আসা উচিত ছিলো কথাটা ভাবতে অস্বস্তিবোধ করল আরমন্ড। মিউজিয়ামের মিশুকে পরিচালক ডঃ জেরাল্ড স্ট্যানহোম-এর দিকে ফিরে তাকাল সে অতঃপর এবং ঘড়ির দিকে তাকানোর আগে হাসল। 'যে কোনো মুহূর্তে পেইন্টিংটা এখানে এসে পড়তে পারে।'

'আশা করি এটা একটা মহান সপ্তাহ হয়ে উঠবে। আর আর্থিক দিক থেকে এ বছরে আর একটা প্রদর্শনী হয়ে উঠবে।'

'আর্থিক দিক থেকে?' স্ট্যানহোম সব সময় ভেবে এসেছে, আরমন্ড একজন ফিলিস্টাইন। সেটা প্রমানিতও বটে। 'নাইট ওয়াচের' উপস্থিতি কি করে সে প্রদর্শনী বলে ধরে নিলো? যদি আরমন্ড তার পথে চলে, কেউ সেটা দেখতে পাবে না। কোনো রকম প্রবেশ ফী যদি নেওয়া হয় তাহলে তুলনায় সেই অমূল্য শিল্পকলার সৌন্দর্য এবং জাঁকজমক উপহাসের খোরাক হয়ে যাবে।

ওদিকে মিউজিয়ামের উত্তর দিক থেকে ভিড়ের একটা অংশে হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল। একটা সশস্ত্র প্যাট্রল ভ্যানের আবির্ভাব ঘটতেই অন্যেরাও আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। থামল না প্যাট্রলকারটা, সশস্ত্র ভ্যানের যাত্রীদের হাত নেড়ে বন্ধুসুলভ সম্ভাষণ জানাল চালক। তারপরেই সেটা ইষ্ট এইটটি থার্ড স্ট্রীটের দিকে উধাও হয়ে গেলো। মিউজিয়ামের সামনে সশস্ত্র ভ্যানটা থামতেই ফটো তোলার জন্য উপযুক্ত জায়গার খোঁজে ফটোগ্রাফারদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। একজন নিরাপত্তা প্রহরী যাত্রী আসন থেকে বেরিয়ে এসে চারদিক জরীপ করে নিলো সতর্কতার সঙ্গে। ভ্যানের দু'পাশে জনতার ভিড় ঠেকাতে যতক্ষণ না মিউজিয়ামের নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরীরা মানব-শৃঙ্খলের একটা বেস্টনি তৈরী করল ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে। হাতে তার একগুচ্ছ চাবি, দরজা খোলবার জন্য ভ্যানের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।' ইউনিফর্ম পরিহিত আরো দু'জন প্রহরী গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দু'পাশের দরজার পাশে পজিসন নিয়ে নিলো। তাদের বুকে ঝুলতে দেখা গেলো M-16 অটোমেটিক রাইফেল।

তার দিকে ফটোগ্রাফারদের নজর দিতে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো স্ট্যানহোম। পিছন ফিরে সে ইশারা করল আরমন্ডকে তাকে অনুসরণ করার জন্য। আরমন্ড তার ঘৃণা চাপতে পারল না এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সশস্ত্র ভ্যানের সামনে মিলিত হলো স্ট্যানহোমের সঙ্গে।

'ক্যামেরাম্যানের সামনে একটু হাসো লুইস', বলতে গিয়ে খুশিতে উপচে পড়ল স্ট্যানহোম। মুখটা তার খুব একটা বিকৃত তো দেখাবে না, এই ভেবে তার কথা রাখল আরমন্ড।

ভ্যানের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো বছর চল্লিশের একটা লোক, গায়ের রঙ রক্তিমাভ, সোনালী চুল। সে তার ক্যাম্বিশে নীল রঙের পোশাকের ধুলো ঝেড়ে তার দলের দু'জন লোকের দিকে এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে, তার চোখের দৃষ্টি ঘোরাফেরা করতে থাকে

একজনের থেকে আর একজনের মুখের ওপরে। 'ডঃ স্ট্যানহোম?' তার প্রশ্নটা যেন আচমকা, অনিশ্চিত এবং তার কথায় ত্রুটিহীন ডাচের সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেলো।

'আমিই জেরাল্ড স্ট্যানহোম। আর আপনি নিশ্চয়ই ভ্যান ডেন।'

'ভ্যান ডেন, মিসেস ভ্যান ডেন। রিজস মিউজিয়ামের অ্যাসিসটেন্ট কিউরেটর।' স্ট্যানহোমের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে উত্তর দিলো লোকটি। আরমন্ডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো স্ট্যানহোম।

'টিনুস ডি জং তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকে।' বলল ভ্যান ডেন। 'আগামী বছরে রিজস মিউজিয়াম থেকে অবসর নেবেন তিনি।'

'পরে কথা বলার অনেক সময় পাবেন। আসুন, আগে পেইন্টিংটা ভেতরে রেখে আসা যাক', ভ্যানের পিছন দিকে হেঁটে চলল স্ট্যানহোম।

ভ্যান ডেন স্তব্ধ, হতবাক। 'একটা পেইন্টিং যে এত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। এ যেন একটা উৎসবের আবহাওয়া।'

'এ হলো আমেরিকা, আপনি অন্য আর কি আশা করেন?' যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান রেখে বলল আরমন্ড।

মিউজিয়ামের চারজন লোক প্ল্যাস্টিকের আবরণে ঢাকা পেইন্টিংটা ভ্যান থেকে মিউজিয়ামের ভেতরে সরানোর ব্যবস্থা করতে থাকে, আরমন্ড আর ভ্যান ডেন তাদের সেই কাজের ওপর নজর রাখতে থাকে। ওদিকে ফটোগ্রাফাররা সেই চারজন লোককে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকে, "পেইন্টিংটা ভ্যানের পিছনে একবার রাখুন, ওটার ফটো তুলতে চাই আমরা।" লোকগুলো পরস্পরের দিকে তাকাতেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্বগুলো ঝলসে উঠল। আর সেই মুহূর্তে একটা বিকট চিৎকারে সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল পিছন দিকে।

'ওটা ভেতরে নিয়ে আসুন', গলা চড়িয়ে স্ট্যানহোমকে বলতে শোনা গেলো। তারপর ফটোগ্রাফারদের দিকে তাকিয়ে শান্ত হাসি হেসে বলল সে, 'এসো বৎসরা, এখন একটু বিরতি টানা যাক। আর দেখ, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, পেইন্টিংটা মিউজিয়ামের ভেতরে একবার টাঙ্গানো হয়ে গেলেই জনসাধারণের দেখার জন্য দরজা খুলে দেওয়ার আগে আমি তোমাদের সাথে ফটোগ্রাফারদের দশ মিনিট সময় দেবো ফটো তোলার জন্য। এর থেকে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে বলে তো আমার জানা নেই।'

তা এমন একটা ভাল ব্যবস্থা করার পরেও হৈ-চৈ হলো, কিন্তু পরে সবাই এক যোগে স্ট্যানহোমের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো।

CBS এবং NBC'র রিপোর্টাররা তাদের ভ্রাম্যমান প্রচার-যন্ত্রের ইউনিট সহ অপেক্ষা করছে পেইন্টিং-র ফিলম্ তুলে তাদের সান্ধ্য বুলেটিনে প্রকাশ করার জন্য। অনেক আশা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তারা অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে তাদের প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তারা অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবে।

চারজন অপসারণকারী লোক ভ্যান থেকে নামতে শুরু করলেই ভ্যান ডেন চিন্তিত ভাবে লক্ষ্য করছিল তাদের। হাতের মুঠি দুটো সে একবার খুলছিল আর বন্ধ করছিল।

তার ভয়, জলসিক্ত কংক্রীটের ওপর রাবার সোলের জুতো সমেত পা ফেলতে গিয়ে অপসারণকারী লোকগুলো না পা ফসকে পড়ে যায়। আর সেরকম কিছু হলে পেইন্টিংটা না নষ্ট হয়ে যায়।

ভ্যান ডেন-এর হাতে হাত রেখে আরমন্ড বলল, 'আমরা ভাল লোকই পেয়েছি। আমার উপস্থিতিতে ওদের হাত থেকে কখনো কিছু পড়ে যায়নি। আমাদের এখানে লক্ষাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের স্টক আছে।'

আরমন্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ভ্যান ডেন, তার হাসিতে কেমন যেন একটা ভয়ের ছোঁয়া লক্ষ্য করা গেলো। 'আমি দুঃখিত। আপনাদের লোকজনদের আমি যে বিশ্বাস করি না তা নয়, আসলে কি জানেন, এই পেইন্টিং'য় আমি হলাম গিয়ে ইনচার্য, আর যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় '

'যদি কোনো অঘটন ঘটত, তাহলে আগের গ্যালারিগুলোর যে কোনো একটার ভাগ্যেও ঘটতে পারত।

গ্র্যান্ড হল পর্যন্ত অপসারণকারীদের অনুসরণ করল তারা। আরমন্ড তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একগুচ্ছ চাবি বার করে কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ঘরটা গ্যালারি থেকে একটা আলাদা জায়গায় ছিলো, বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার এটাই একটা বৈশিষ্ট্য। দরজায় "এল আরমন্ড-প্রাইভেট" এই নামটা চিহ্নিত ছিলো। দরজা খুলে পেইন্টিংটা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে করে দেওয়ার জন্য এক পাশে সরে দাঁড়াল সে।

ঘরে ঢুকে চারদিক তাকিয়ে দেখতে থাকল ভ্যান ডেন। ঘরটা সুসজ্জিত, মেঝেয় কার্পেট পাতা। একটা ডেস্ক, চেয়ার, দেওয়াল ঘেঁষে সেলফ, তাতে বেশ কয়েকশো বই সাজানো। বলাবাহুল্য বইগুলো সবই শিল্পকলার ওপর রচিত। মনে দাগ কাটার মতো সংগ্রহ সব, উচ্চ মানের।

'চা না কফি?' ভ্যান ডেনকে জিজ্ঞেস করল আরমন্ড।

'কফি।' উত্তর দিয়ে ভ্যান ডেন তার দেহটা একটা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিলো।

আরমন্ড তার সমকালীন ব্যক্তিদের কোনো পেইন্টিং'য় জনপ্রিয়তার কথা কখনো উল্লেখ করেনি। কিন্তু 'নাইট-ওয়াচ', এই নামটা ঠিক নয়। এরকম একটা ধারণা ছিলো তার মনে। এই ভুল বোঝাবুঝি শুরু উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে যখন বার্ণিশের টান এমনি গাঢ় পর্যায় ছিলো যে, তখনকার ঐতিহাসিক এবং শিল্প প্রেমিকরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, দৃশ্যটা রাতের হওয়া উচিত। কেবল মাত্র ১৯৪৭ সালে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন রেমব্র্যান্ডট-এর মূল ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তবু সেটা প্রকাশ করা সত্ত্বেও 'নাইট ওয়াচ' নামটা মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করে ওঠে, বিশেষ করে আরমন্ডের মতো বিশেষজ্ঞের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে আজও।

এই সময় ঘরের মধ্যে একটা ইজেল আনা হলো, একজন লোক আরমন্ডকে জিজ্ঞেস করল, সে কি পেইন্টিংটা তাতে রাখতে চায়।

উঠে দাঁড়াল আরমন্ড। 'হ্যাঁ, ওটা ইজেলের ওপর রাখ। যত তাড়াতাড়ি আমি ওটা পরীক্ষা করব, তত তাড়াতাড়ি ওটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে।'

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেনই বা আপনি ওটা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন?' লোকগুলো চলে যেতেই জিজ্ঞেস করল ভ্যান ডেন। 'তা আপনি কি ওটা আসল কিনা যাচাই করে দেখতে চাইছেন?'

'এখানে সব কিছু জনসাধারণের জন্য প্রদর্শন করার আগে এভাবে যাচাই করে দেখাটা একটা প্রচলিত রীতি।' পেইন্টিং-র সামনে গিয়ে চকিতে একবার ভ্যান ডেনের দিকে তাকাল আরমন্ড। 'এটা হলো সরকারী ব্যাখ্যা। আর বেসরকারী ভাবে, আজকের এই মুহূর্তটির জন্য আমি চল্লিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি। আমার মতে, এটা রেমব্র্যান্ডট-এর মহত্তম কীর্তি, আর এখন একটা আমার অফিসে। এজন্য এই মুহূর্তে অবশ্যই আমি অত্যন্ত গর্বিত। আর আমি এটা আসল কি নকল সে প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু আমার নিজস্ব অফিসের এই গোপন জায়গায় ঐ পেইন্টিং'র প্রশংসা করার জন্য আপনি নিশ্চয়ই কয়েক মিনিট সময় আমাকে দেবেন, দেবেন না? আসুন এটার মুখোমুখি হওয়া যাক। এরকম সুযোগ ফিরে আর কখনো পাবো না।'

'না, না, আমি আপত্তি করব না', হাসি মুখে উত্তর দিলো ভ্যান ডেন, 'যত সময় লাগুক আপনি নিন।'

'ক্যাপ্টেন ফ্রানস্ ব্যানিং কক এবং লেফটেনান্ট উইলেম ভ্যান রুইটেনবার্জের কোম্পানি স্থাপিত হয় ১৬৪৩ সালে। বিত্তবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কক যার হয়ে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল সে হলো ক্লোভেনিয়াবস ডোয়েলেন, এক কোম্পানি বন্দুকধারী সৈনিকের প্রধান। আর রেমব্র্যান্ডট যে রাস্তায় থাকত সে-ও থাকত সেখানে। পেইন্টিংটা সম্পূর্ণ করতে রেমব্র্যান্ডট-এর সময় লাগে ১৬৪২'র জুন পর্যন্ত। আর সেই মাসেই তার প্রিয়তমা স্ত্রীও আট বছর বয়স্কা মেয়ে সাসকিয়া মারা যায়। তার বয়স তখন সাঁইত্রিশ।

পেইন্টিং'র সঙ্গে আরমন্ড যে ভাবে জড়িত, তার ধারণা রেমব্র্যান্ডট দক্ষতার সঙ্গে যে ভাবে তাঁর পেইন্টিং-এ আলো ও ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, বরোকিউ চিত্রাঙ্কনে আলো-আঁধারির খেলার একটা চমৎকার উদাহরণ বলা যেতে পারে, যা সে এর আগে কখনো দেখেনি।

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পেইন্টিংটা দেখছিল আরমন্ড। সেই ভাবটা তার চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখা যায়। ভ্যান ডেন-এর দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু সে যখন কথা বলার চেষ্টা করল, আরমন্ড তখন হাতের ইশারায় তাকে নীরব করে দিলো। আরমন্ড তখন স্থির চোখে তাকিয়েছিল একটা বিন্দুর প্রতি। তার ভাবনায় একটা সন্দেহ জেগে উঠতে দেখা গেলো। গত চল্লিশ বছর ধরে সে কি তবে ভুল করে এসেছে? তবে কি সে সব সময় কালো রঙ বলে অনুমান করে এসেছে?

'কি ব্যাপার?' দীর্ঘ নীরবতার দরুন অনেকটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না সে।

'ঘুরে দাঁড়ান', রুঢ় ভাবে বলল আরমন্ড।

'কি বললেন?'

'বলছি না ঘুরে দাঁড়ান যাতে করে পেইন্টিংটার দিকে পিছন করে আপনি দাঁড়াতে পারেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যান ডেন। কিন্তু তার কথা মতো ঘুরে দাঁড়াল সে।

'এখন বলুন, বাদ্যযন্ত্রের ওপর ওই বিন্দুটা কোন রঙের বলে মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল আরমন্ড।

'আমার মনে হয় কালো', উত্তর দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল ভ্যান ডেন।

সেলফ্ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে আরমন্ড। সূচিপত্রের উপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে থাকল সে, এক সময় একটা নির্দিষ্ট পাতায় এসে থামল। সেই পাতার ওপর একটু সময়ের জন্য দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল সে, 'আমিও ভেবেছিলাম কালো। আমরা দু'জনেই ঠিক। কিন্তু ছবির ওই বাদ্যযন্ত্রের ওপর বিন্দুটার রং কালো নয় লাল।'

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ্ থেকে দেখে ভ্যান ডেন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল, 'না, ওটা শুধু লাল নয়।'

'তবে টকটকে লাল বলতে পারেন। ম্যাজেন্টা রঙও বলতে পারেন', প্রতিবাদ করে উঠল আরমন্ড। 'কিন্তু তাই বলে কোনো মতেই ওটা কালো রঙ নয়।'

এই প্রথম ভ্যান ডেনের মুখে একটা চেতনার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে ইজেলের পেইন্টিং'য় সঙ্গে তুলনা করতে যাওয়ার আগে রঙের প্লেটটা নিরীক্ষণ করল সে। ইতিমধ্যে আরো তিনটে কালার প্লেট দেখতে পেলো। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু নির্ভুল ভাবে কালো রঙের।

এখন তার মুখে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'সম্ভবত এটা কি আলোর খেলা?'

'আলোর খেলাই যদি হতো, তাহলে সেক্ষেত্রে সারা পেইন্টিং'য় ওপর সেটার প্রভাব পড়ত। উদাহরণস্বরূপ কনের ওই পোশাকটাই ধরুন না কেন। প্লেটের আর ছবির রঙ। দুটো এক, কালো রঙের। তাই এটা যে আলোর খেলা, তা হতে পারে না।'

ভ্যান ডেন বইটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে দিলো। আরমন্ড মাথা নেড়ে পেইন্টিংটার মাপ নিতে শুরু করল এবার। ১৪১×১৭২ ইঞ্চি, আসল পেইন্টিং'র সঙ্গে মাপটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ১৭১৫ সালে আমাস্টারডামের টাউন হলের ওয়ার কাউন্সিল চেম্বারে স্থানান্তরের সময় মূল পেইন্টিং'য় বাঁদিকের একটা অংশ কাটা হয়েছিল। জালিয়াতি করার জন্য পেইন্টিংটার ঠিক একই জায়গাতেও যে কাটা হয়েছে ; তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'তা আমরা এখন কি করব আরমন্ড? আমরা এখন কি করতেই বা যাচ্ছি?'

'শুরুতেই আমরা আতঙ্ক ছড়াতে চাই না। ডঃ স্ট্যানহোমকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ওটা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে তাকে।'

প্রথমে স্ট্যানহোমের অফিসে চেষ্টা করল আরমন্ড। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে তখন অপারেটরকে বলল তার লাইন দিতে। মিনিট খানেক পরে স্ট্যানহোমের উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। টেলিফোন অপারেটর বলল, একটা জরুরী ব্যাপারে আপনি নাকি আমাকে আপনার সঙ্গে এখনি দেখা করতে বলেছেন। কোনো অঘটন কিছু ঘটল নাকি....' কথাটা অসমাপ্ত রেখে দৃষ্টি ফেলল সে পেইন্টিংটার ওপর।

'এটা একটা নকল পেইন্টিং।' হঠাৎ বলে ফেলল ভ্যান ডেন। ভ্যান ডেনের অভিযোগের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আরমন্ডের দিকে তাকাল স্ট্যানহোম।

পেইন্টিং'য় দিকে আঙুল দেখিয়ে আরমন্ড জিজ্ঞেস করল, 'ছবিটার ঠিক মাঝখানে ওই বিন্দুটার কি রঙ বলতে পারেন?'

উত্তর দেওয়ার আগে ভাল করে নিরীক্ষণ করল স্ট্যানহোম। 'গাঢ় লাল। কিংবা টকটকে লালও বলতে পারেন।'

'কালো?'

'ঈশ্বরের দোহাই লুইস, আপনার খেলা বন্ধ করুন। বলুন, ভ্যান ডেন যা বললেন ঠিক? সত্যিই কি এটা নকল?'

'তার আগে বলুন ডঃ স্ট্যানহোম', পাল্টা প্রশ্ন করল আরমন্ড, 'ওটা কি কালো?'

'না, অবশ্যই নয়', কোনো রকম দ্বিধা না করেই উত্তর দিলো স্ট্যানহোম।

ডেস্কের ওপর চারটি বইয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষন করে আরমন্ড আরো বলল, 'এই সব প্লেটের কেন্দ্রবিন্দুগুলো ভাল করে লক্ষ্য করুন। লাল টকটকে, নাকি কালো রঙ?'

প্রতিটি প্লেট অতি সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করার পর স্ট্যানহোম হাতের তালু দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছে বিষণ্ণ গলায় বলে উঠল, 'হায় যীশু! এ কি করে সম্ভব হলো?'

একটা অস্বস্তির ভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য তার চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল ভ্যান ডেন। তারা দুজনেই তার ব্যাখ্যা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল। 'এ ব্যাপারে আমার যে কোনো হাত আছে, আপনারা নিশ্চয়ই তা মনে করেন না, করেন কি?'

'কিন্তু আপনার সুযোগ ছিলো—'

'সুযোগ?' আরমন্ডের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল ভ্যান ডেন। 'আপনার এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ আছে? নাকি আপনাদের এই মূল্যবান মিউজিয়ামের ওপর থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য একটা বলির পাঁঠার খোঁজ করছেন আপনি?'

'ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে আপনারা চুপ করুন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ থামান।' দৃঢ়স্বরে বলল স্ট্যানহোম। 'এতে আমাদের কারোরই লাভ হবে না। আর লুইস, আপনিও গোয়েন্দা নন। আমাদের মধ্যে কেউই গোয়েন্দা নয়। বরং ব্যাপারটা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানান যাক। এখন আমাদের আসল মাথাব্যথা হলো বাইরে সাংবাদিকদের ঠেকানো।

'তা আপনি তাদের কি কৈফিয়ত দেবেন?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল ভ্যান ডেন।

আরমন্ডের টেবিলের দিকে তাকিয়ে স্ট্যানহোম মন্তব্য করল, 'কি সুন্দর ভাবেই না ওটা জালিয়াতি করা হয়েছে।'

'এর থেকে ভাল বোধহয় ভ্যান মীগেরেনও করতে পারত না।'

'তাহলে আপনি কি মনে করেন, পরিকল্পনা মাফিক ওটা এখন প্রদর্শনীর বাইরে রেখে দেওয়াটাই নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভাবেই নিরাপদ।'

'কিন্তু ওটা যে একটা জালিয়াতির কেস, দেখছি আপনি সেটা বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন।'

'হ্যাঁ ডঃ স্ট্যানহোম, এর জন্যই আমাকে বেতন দেওয়া হয়।'

'আমি এখন কি ভাবছি জানেন লুইস, যদি আপনি জালিয়াতের ভুলটা ধরে ফেলে থাকেন, তাহলে কে বলতে পারে, অন্যেরাও উপলব্ধি করতে পারবে না?'

'না, তা পারবে না, এর তিন তিনিটি কারণ আমার হাতের কাছেই রয়েছে। প্রথম কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন্টিং'র ওপর আমি একটা গবেষণা চালিয়েছি বলেই বুঝতে পেরেছি, সাধারণ

মানুষ কিন্তু আমার মতো এত গভীর ভাবে এই জালিয়াতিটা উপলব্ধি করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, এ দেশে মাত্র পাঁচজন ব্যক্তি আছে, যারা ইউরোপিয় শিল্প-কলার ব্যাপারে আমার থেকে বেশি জানে, এখানে তাদের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আর তৃতীয়ত, শতকরা নব্বই ভাগ লোক যারা এখানে পেইন্টিংটা দেখতে আসবে, ডি. কেইজারের হলস কিংবা রেমব্র্যান্ডটেরবা ভারমীর সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই থাকতে পারে না। তাদের কাছে এটা নেহাতই একটা গিমিক মাত্র। আর বাকী দশ ভাগ লোক যারা নিজেদেরকে শিল্প-প্রেমিক বলে মনে করে থাকে, তারা এখানে পেইন্টিং'র খুঁত বার করতে আসবে না, তারা এখানে আসবে বিশ্বের একটা মহান শিল্প সৌন্দর্যের মাস্টারপীসের প্রশংসা করার জন্য। ওই কেন্দ্রবিন্দু যে কোনো রঙেরই হতে পারে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, ও ধরণের প্রশ্ন করার কথা কেউই চিন্তাও করবে না।'

স্থির চোখে পেইন্টিংটার দিকে তাকিয়ে থাকে স্ট্রানহোম। 'এটা যে একটা জালিয়াতি, এ আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে কতৃপক্ষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করার ফাঁকে ওটা আমরা গ্যালারিতে সরাবার ব্যবস্থা করব।' হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল আরমন্ড।

নেতীবাচক সাড়া পাওয়া গেলো স্ট্রানহোমের কাছ থেকে। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভ্যান ডেনের দিকে অবজ্ঞার চোখে একবার তাকিয়ে চারজন অপসারণকারী লোকদের তার অফিসে ফিরে আসার কথা বলার জন্য টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো আরমন্ড।

❑ তিন ❑

সাবরিনা কারভার-এর বন্ধুরা, লুটিস এবং প্যারিওলি রোমানিসিমো নৈশভোজ সারল ফোর সিজন্‌সে। নিউ-ইয়র্কে রীতিমতো গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা। এবং সাবরিনার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ট তারা। তবু তা সত্বেও তার দ্বৈত জীবনের কথা কেউই জানত না। তারা সবাই ভেবেছিল ইউনাইটেড নেশনের একজন অনুবাদক সে। সেটা একটা নিখুঁত কভার স্টোরি। তারা জানে তার বাবা আমেরিকার একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। আর তার ছেলেবেলা কেটেছে ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে। তারপর রোমান ভাষার ডিগ্রী লাভের জন্য সে যায় ওয়েলসলি কলেজে। তারা এও জানে যে, সরবনিতে সে তার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ক্লাশ সম্পূর্ণ করেছিল। তবে তারা জানত না, ইউনাইটেড স্টেটসে ফেরার পর তার বাবার প্রভাবে তার FBI-তে যোগ দেওয়ার কথা। সেখানে সে আশাতিরিক্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার সহকর্মীদের মতে একটা ভুল ধারণা জন্মে যায়, সে তারা বাবার নাম ভাঙিয়ে উন্নতি করছে, তাদের সেই বিরূপ মনোভাবই তাকে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এক পক্ষকাল পরে UNACO'য় যোগ দেয় সে। সেখানে দ্বিতীয় বছর কাজ করার পর আঠাশ বছর বয়সেও এখনো সে কিন্তু ফিল্ড অপারেটারদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

সে তার স্যাম্পেন রঙের মার্সিডিজ 500 SEC গাড়িটা কাঠের জেটির একেবারে শেষ প্রান্তে পার্ক করে রাখল। তারপর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে সে তার বেরেটা ৯২ হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকাল। মিনিট তিরিশ আগে সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুনোর সময় আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে এসেছিল। এখন এখানে এসে অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের দিকে সেই মেঘ সরে যেতে দেখল। এখন নির্মেঘ আকাশ, স্বভাবতই সূর্যের তাপ বাড়ছে। তার পরণে ছিলো ধূসর রঙের সোয়েটশার্ট, ব্যাগি জিনস, স্বভাবতই গরম অনুভব করছিল সে। এমনিতে রীতিমতো সুন্দরী, তার ওপর তার কাঁধ ছুঁই-ছুঁই চুলগুলো যেন তার সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তার বাঁদিকে গজ তিরিশেক দূরে একটা ওয়ারহাউস, জানালাগুলো বহুদিন আগেই চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং রং না করা লোহার ছাদে বেশ কয়েক প্রস্ত পুরু ধুলো জমে আছে। ওয়্যারহাউসের ঠিক উল্টোদিকে পঁয়তাল্লিশ ফুটের একটা ট্রয়লার নোঙর করা ছিলো। সেটাও দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত। এখানে তার কাজ ছিলো সেই ট্রয়লার থেকে একটা কালো রঙের চামড়ার ডক্যুমেন্ট-কেস পুনরুদ্ধার করা। আর সে এও জানে যে, তিনজন সশস্ত্র প্রহরীরা সেটা পাহারা দিচ্ছে। তাদের নির্দেশ অতি সহজ, যে ভাবেই হোক তাকে সেই কেসটা হস্তগত করা থেকে বিরত করা। আর যে কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে তারা।

সেখানে কি করে পৌঁছান যায় মনে মনে তার একটা পরিকল্পনা করে নেয় সাবরিনা। সে জানে কাঠের জেটি পেরিয়ে যে সেই ট্রয়লারে গিয়ে পৌঁছবে তার উপায় নেই। কারণ সেই জীর্ণ ওয়্যারহাউস থেকে সব গুলি না হলেও অন্তত একটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট নাও হতে পারে। এই সব কথা মাথায় রেখে সে ঠিক করল, সাঁতার কেটে সেখানে যাবে। কিন্তু তাতেও ভয় আছে, জলের মধ্যে কোনা না কোনো সময়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টারগেট হতে পারে সে। একমাত্র উপায় হলো, ওয়্যারহাউসের পিছন দিক থেকে যাওয়া। কিন্তু সে পথটাও কি তারা ঘিরে রেখেছে? সে জানে খুঁজে বার করার কেবল একটাই পথ খোলা আছে।

মার্সিডিজের পিছন থেকে দ্রুতবেগে ছুটে চললো সে ওয়্যারহাউসের রঙবিহীন দেওয়ালের দিকে, সেই দেওয়ালে একটাও জানালা ছিলো না। অর্থাৎ প্রহরীদের দৃষ্টি এড়ান যেতে পারে, এটা একটা বাড়তি। সাবধানে গুটিসুটি মেরে সেই দেওয়াল ধরে এগিয়ে যেতে থাকল সে। তারপর হঠাৎ একটা লোহার সিঁড়ি দেখতে পেলো, সিঁড়িটা ছিলো একটা দরজা ও জানালার ঠিক মাঝখানে। এর থেকে একটা মতলব তার মাথায় এসে গেলো। দ্রুত জানালা পেরিয়ে সেই লোহার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় এক ডজন ধাপ উঠে গেলো সে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিছুই ঘটল না। তারপর যখন সে ভাবছে, তারা তার মতলব টের পায়নি, ঠিক তখনি একটা কোল্ট ফরটিফাইভের ব্যারেল জানালার সামনে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। সাবরিনা বুঝতে পারল, সে তাদের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। হাতে ধরা রিভলবারটা এবার জানালার বাইরে প্রকাশ পেতে দেখা গেলো। সে তখন চাইল প্রহরীর দেহের কিছু অংশ জানালার বাইরে আসুক। কিন্তু হঠাৎ রিভলবার ধরে রাখা হাতটা উধাও হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে রিভলবারটাও। নিজেকে অভিশাপ দিলো সে। তবে সে জানতে পারল, ওয়্যারহাউসে দু'জন প্রহরী রয়েছে, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে ট্রয়লার এবং জেটি।

সে তার কোমরের হোলস্টারে বেরেটাটা গুঁজে রাখল। এবং সিঁড়ি বেয়ে একেবারে শেষ ধাপে উঠে ছাদের ওপর চলে এলো অতি সতর্কতার সঙ্গে যাতে শব্দ না হয়। প্রতিটি ওয়্যারহাউসে একটা ঘরে স্কাইলাইট থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। এবং এখানেও কোনো কাচের বালাই ছিলো না। তাই সূর্যের স্বচ্ছ আলোয় ওয়্যারহাউসের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেলো সে। আর তারপরেই সে দেখতে পেলো তাকে, একেবারে ওপরের জানালার সামনে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে জেটির ওপর নজর রাখছিল। একটু আগেও, কিন্তু এখন তার দৃষ্টি আর জেটির ওপরনেই। এখন দু'টি ঘরের মাঝপথে তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে অপেক্ষা করা এবং নজর রাখা। শেষ মুহূর্তে সাবরিনাকে দেখতে পেলো সে, কিন্তু সে যখন তার হাতের মাউজার SP66 স্নিপার রাইফেল সূর্যের আলোর দিকে ঘোরাল তখন তার চোখে আলো এসে পড়তে অন্ধ হয়ে যায় সে। এই সুযোগে সাবরিনা তার বুক লক্ষ্য করে দু'দুবার গুলি ছুঁড়ল তার বেরেটা থেকে।

যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে দ্বিতীয় গানম্যানকে দেখতে পেলো না সে। কিন্তু সে বেশ ভালো করেই জানে, ওয়্যারহাউসেরই কোথাও না কোথাও আছে সে। সূর্যের আলো এড়িয়ে সে তার হাতের রাইফেলটা তাক্ করে রেখেছে। তবু সে সুযোগ তার নেই। সে তার বেরেটাটা হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। দ্রুত স্কাইলাইট দিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটা প্রহরীর গায়ে গিয়ে ধাক্কা দিলো সে। লোকটা তৎপর ছিলো, দু' দু'টো গুলি ছুটে এলো তার বন্দুক থেকে। কোনো রকমে বুলেট দু'টো এড়িয়ে গেলো সাবরিনা। কিন্তু লোকটা সেখান থেকে উধাও হয়ে জেটির দিকে ছুটে পালাল। বুঝতে পারল সাবরিনা, তাকে আর পাবে না সে।

মনে হয় এরপর দু'জন গানম্যান অবশ্যই ট্রেয়লারে গিয়ে মিলিত হবে। অবশেষে তাকে বাধা দেওয়ার শেষ প্রচেষ্টা, ভাবল সাবরিনা। সে তখন এও ভাবছিল ওরা এখন গুলিবিদ্ধ জানোয়ারেব মতো আরো বেশি হিংস্র আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সে তখন সিঁড়ি থেকে ওয়্যারহাউসের মেঝেতে নেমে এলো এবং দশ গজ দূরে ট্রেয়লারটা জরীপ কবতে থাকল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে দুরু দুরু বুকে ট্রেয়লারের দিকে ছুটে গেলো সে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। তারপর ব্রীজের ওপর যে মুহূর্তে একজন গানম্যানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হলো ঠিক তখনি একটা বুলেট তীরের মতো তীব্র বেগে ছুটে এসে তার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপর আর একটা। সাবরিনা তখন মরীয়া হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে ট্রেয়লারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল যতক্ষণ না খালি প্যাকিং ক্রেটের স্তূপাকারের পাশের একটা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছয়।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্রীজের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সে। তারপর লাথি মেরে দরজাটা খুলে সে তার হাতের বেরেটাটা শক্ত করে চেপে ধরল সময় মতো সেটা কাজে লাগানর জন্য। কিন্তু নবীপত্রের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না সেখানে। ব্রীজটাও মরুভূমির মতো জনশূন্য। কোথায় সেই নবীপত্রটা থাকতে পারে? ক্যাপ্টেনের কেবিনে? দ্বিতীয় বন্ধ ঘরের দিকে তাকাল সে। তার মনে হলো, সেটা নাবিকদের কোয়ার্টার হতে পারে। কিন্তু

ভেতরে ঢোকার চেষ্টা সে করল না। হয়তো গানম্যান ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে তার জন্য সেখানে। বরং সে তখন ডেকের দিকে এগিয়ে চলল। তার চোখ দু'টো সব সময় নজর রেখে চলছিল। অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়ল না। পাটাতনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে দেখতে ভুলল না, কোথাও কোনো ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে কিনা। না, পরিষ্কার, সে রকম সম্ভাবনা নেই। পাটাতনের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো সে। এখন পিছন থেকে তাকে গুলি করা অসম্ভব হবে, যদি না তারা তার সঠিক অবস্থান কোথায় জানতে পারে। তবে সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধাও তেমনি ছিলো এখানে, জায়গাটা প্রায় অন্ধকার, তাই চোরা-ফাঁদের দিকে বাড়তি নজর রাখতে হবে তাকে। সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে রেখে সে তার বেরেটাব নল দিয়ে পরবর্তী ধাপটা পরীক্ষা করে দেখে নিলো টাইমবোমার কোনো তার রাখা আছে কিনা সেখানে। না, কোথাও তার হদিশ পেলো না সাবরিনা।

সিঁড়িব একেবাবে শেষ ধাপে নেমে এসে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে করিডরের একেবারের শেষ প্রান্তে ক্যাপ্টেনেব কেবিনের দিকে প্রতিটি-ইঞ্চি জমি এগোতে গিয়ে সেই আধা-অন্ধকারে বাড়তি নজব রাখতে ভুলল না সে। দরজাটা আংশিক খোলা ছিল। কেবিনের একেবারে শেষ প্রান্তে ডেস্কের ওপব ডকুমেন্ট কেস-ফাইলটা পড়ে থাকতে দেখল সাবরিনা। এ যেন একটা সহজ প্রাপ্তিযোগ। গুটিসুটি মেবে দবজার কাছাকাছি কোথাও ফাঁদ পাতা আছে কিনা দেখতে গিয়ে করিডবেব অপব প্রান্তে একটা নড়াচড়ার ভাব লক্ষ্য কবল সে। ইঞ্জিন-ঘরের দরজা খুলে গেলো। লোকটা নিঃশব্দে ঘব থেকে বেরিয়ে কবিডবে আসতেই সাবরিনা হাই হিল জুতোর ওপব তাব দেহেব সম্পূর্ণ ভাব দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেবেটা সমেত হাতটা তার বুক বরাবর তুলে ধরল, লক্ষ্য তাব সেই লোকটার বুক। অব্যর্থ লক্ষ্য, তার বেরেটা থেকে দু'দুটো গুলি বেরিয়ে এসে লোকটাব বুকে গিয়ে বিঁধল। এবার সে নির্ভাবনায় দরজায় লাথি মেরে কেবিনের ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে তৃতীয় প্রহরীব কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো না। এই সময় পোর্টহোলের সামনে একটা ছায়া পড়তে দেখা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু কবে সাববিনা তার হাতের বেরেটা দেখে নিলো। হাঁ, ঠিক জায়গাতেই সেটা রয়েছে। যেখানে সে গুটিসুটি মেরে বসেছিল সেখান থেকে সে দেখল, জেটির শেষ প্রান্তে ট্রয়লার থেকে তার মারসিডিজ গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল একজন লোক এবং তৃতীয় প্রহরী। এক মুহূর্তের জন্য সে তার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবে নিয়ে ডকুমেন্ট কেস ফাইলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ডেকের ওপর উঠে এলো।

নিষ্কৃতি পাওয়াব উপায় হিসেবে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কটা এখন অপ্রয়োজনীয়। একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হল্পো কৌশলে জেটির নিচে চলে যাওয়া, তারপর সেখান থেকে তেমনি কৌশলে মার্সিডিজ গাড়িব পিছনে গিয়ে হাজির হওয়া। চকিতে ডকুমেন্ট কেস-ফাইলটা সে তার ব্যাগি জিনসের পকেটে চালান করে দিয়ে জেটির দিকে এগিয়ে গেলো। তার চলার গতি অতি শ্লথ, কারণ বাদুর ঝোলার মতো পিচ্ছিল একটা কড়িকাঠ থেকে আর একটা কড়িকাঠ ধরে এগোতে হচ্ছিল তাকে। জেটির শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিঃশব্দে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সে। লোকটা গুটিসুটি মেরে মার্সিডিজ গাড়ির পিছনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন তার চোখ পড়েছিল ট্রয়লারের দিকে। তার পিছনে কেউ আছে উপলব্ধি করে ঘুরে দাঁড়াল, আর তখনি সাবরিনার

মুখোমুখি হয়ে গেলো সে। সাবরিনা প্রস্তুত হয়েই ছিলো, কাল বিলম্ব না করে সে তার বেরেটার ট্রিগার টিপল। তার ভারি দেহটা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। সে তার বুকের দু'টো হলুদ দাগের দিকে তাকাল। যেখানে রঙ করা গুলি তাকে আঘাত করেছিল।

'আমি তো জানতাম তুমি মৃত', সাবরিনার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন দেহরক্ষী ডেভ সোয়েন তার পকেট থেকে মার্লবোরোর প্যাকেট বার করে সাবরিনার দিকে এগিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ দেবো না', এই বলে সাবরিনা তার বেরেটা থেকে ক্লিপটা টেনে বার করে ফেলল।

UNACO'র দুশো ন'জন কর্মীর মধ্যে তিরিশজন ফিল্ড অপারেটিভ, এদের নিয়োগ করা হয়েছিল বিশ্বের নানান প্রান্তের পুলিশ, মিলিটারি এবং ইনটেলিজেন্স সার্ভিস থেকে। 'স্ট্রাইক ফোর্স' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে দশটি টিমকে। যেহেতু তাদের কাজ বিপজ্জনক ধরনের, প্রতিটি অপারেটিভকে প্রতি মাসে কঠোর ডাক্তারি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। তাছাড়া কুইন্সে ইন্টারবরো পার্কওয়েতে UNACO'র টেস্ট সেন্টারে সপ্তাহে পাঁচ ঘন্টা বিনা অস্ত্রে লড়াই করার ট্রেনিং নিতে হয় এবং আরো পাঁচ ঘন্টা ট্রেনিং নিতে হয় নানার ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আর সর্বাধিক নিরাপত্তার খাতিরে সেই সব ট্রেনিং চলে গোপন জায়গায়, আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেই সঙ্গে বাইরের ট্রেনিং চলে, যেমন শূন্যে ভেসে চলা, পর্বতারোহন, স্কিইং। আর এই সব ট্রেনিং চলে পেনিসিলভানিয়ার জঙ্গলে গোপন ক্যাম্পে।

বছরে একবার একটা স্ট্রাইক ফোর্স টিমের বিরুদ্ধে আর একটা স্ট্রাইক ফোর্স টিমের প্রচন্ড লড়াই'য়ের পরীক্ষা হয়ে থাকে। অপারেটিভকে তার কাজের নোটিশ দেওয়া হয় মাত্র এক ঘন্টা আগে। অপরপক্ষে স্ট্রাইক ফোর্স টিমকে তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বাহাত্তর ঘন্টা সময় দেওয়া হয়। তারপর টেস্ট সেন্টারের একজন সিনিয়র সুপারভাইজার পরীক্ষা করে দেখবে, যদি কোথায় কোনো বুবি-ট্র্যাপ কিংবা বিস্ফোরক পদার্থ ফেলে রাখা হয়েছে কিনা। যদি কোনো অপারেটিভ এই সব ডিভাইজের সন্ধান করতে পারে সেক্ষেত্রে তখনি পরীক্ষা শেষ। অপারেটিভদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা তাদের কাছে খুবই গৌরবের ব্যাপার। স্ট্রাইক ফোর্স সেভেনের অপারেটিভ সাবরিনা শুধু দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ সম্পন্ন করেনি, সেই সঙ্গে স্বল্প সময়ে সে তার কাজের রেকর্ড করেছিল। ' ' গাড়িটা যখন তার মার্সিডিজ গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল নিজের মনে হেসে উঠল সাবরিনা।

ওদিকে যাত্রী আসন থেকে বেরিয়ে আসার সময় মেজর নেভিল স্মিথ হাসছিল না। সে যে কখনো হেসেছে বলে মনে হয় না সাবরিনার। রুক্ষ মেজাজের লোক নেভিল। তাতে ইংরেজ মাথায় টাক। ১৯৮০ সালে UNACO যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় টেস্ট সেন্টারের প্রধান হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করার সময় নিজেকে সে কোরিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান এবং নর্দান আয়ারল্যান্ডের SAS বলে জাহির করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি কেউই তাকে পছন্দ করে না। কিন্তু সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে থাকে এবং তার সমালোচনার সব সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

ওয়্যারহাউসের পিছনে একটা অ্যানে ক্লোজড্-সারকিট টেলিভিশনে সাবরিনার অগ্রগতি লক্ষ্য করেছিল মেজর নেভিল এবং তার সামনে হাজির হওয়ার আগে ক্লিপবোর্ডে সে তার নোট ও মন্তব্যগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলল না।

'তোমার ম্যাগাজিন রিচার্ডের হাতে তুলে দাও', সে তার গাড়ির চালকের দিকে ইঙ্গিত করল।

ফ্লোরেসেন্ট হলুদ রঙ করা কার্তুজে ঠাসা ছিলো তার ম্যাগাজিনগুলো। সাবরিনা তার দুটো ম্যাগাজিন তুলে দিলো রিচার্ডসের হাতে। তারপর দু'জন লোককে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। তাদের জ্যাকেটে হলুদ রঙের কার্তুজের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ভিডিও ক্যামেরার টেকনিসিয়ানের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে সাবরিনার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল মেজর নেভিল, 'এটা যদি অলিম্পিক পেন্টাথেলন হত মিস কার্ভার, আমিই প্রথম তোমাকে অভিনন্দন জানাতাম, রেকর্ড ভেঙে অভূতপূর্ব কাজ তুমি করেছ। তবে তোমার কাজের মধ্যে একটা ত্রুটিও লক্ষ্য করেছি, গত বছরের ট্রেনিং-পদ্ধতি ঠিক মতো রপ্ত করতে পারনি তুমি। আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সেটা ঃ এক এক সময় অপারেটিভরা তাদের আবেগপ্রবণতা আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে থাকে, যা কাম্য নয়। আজ তোমার কাজে সেই সব চিহ্নগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।'

'স্যার, আপনার কথা অবশ্যই আমার মনে থাকবে।'

'আমিও তাই মনে করি। তোমার ভালর জন্যই এই সব দোষ-ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া উচিত। কয়েকদিনের মধ্যেই ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে তোমার আজকের অপারেশনের দৃশ্যগুলো দেখানর ব্যবস্থা করব। আর মিঃ সোয়েন, তাতে স্ট্রাইক ফোর্স সেভেন অর্ন্তভুক্ত থাকছে। তাই কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে কঠোর হতে হবে। কোনো রকম আপোষ চলতে পারে না সেখানে, বুঝলে?'

সাবরিনা তার মার্সিডিজ গাড়িব দরজা খুলে ভেতরে উঠে বসতে গেলো।

'আমি বলি কি তুমি মৃত', সাবরিনার একটু আগের কথাটাই তাকে ফিরিয়ে দিলো সোয়েন, তার কথার মধ্যে একটা খুশির আমেজ ফুটে উঠল।

সাবরিনা লক্ষ্য করল, তার গাড়ির দরজার নিচ থেকে একটা ছেঁড়া সূতোর আঁশ ঝুলছে। ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার দেহটা এলিয়ে দিলো তার আসনে। নীরবে নিজেকে এবং সোয়েনকে অভিশাপ দিতে থাকল মনে মনে, বিশেষ করে নিজেকে।

মেজর নেভিল তার ক্লিপবোর্ডে একটা নোট লিখে নেওয়ার পর মার্সিডিজের সামনে উবু হয়ে বসে সেই ছেঁড়া সূতোর আঁশটার প্রতি সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই সূতোয় দশ পাউন্ড ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ ঝোলানো ছিলো। কেনই বা তুমি সেটা যাচাই করে নিলে না? ভাবাবেগে? না কি অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসের জন্য?'

'স্রেফ বোকামোর জন্য', নিজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল সাবরিনা।

'কিন্তু আমি তা মনে করি না', এই বলে উঠে দাঁড়াল মেজর নেভিল। 'ভাল কথা, টেস্ট সেন্টার ছেড়ে আসার সময় রেঞ্জ ফোরে তোমার এক সহকর্মীকে দেখলাম।'

'কে? মাইক, নাকি সি. ডাব্লু?'

'হুইটলক।' সেই ছেঁড়া সুতোর আঁশটার দিকে তাকিয়েছিল মেজর নেভিল। তারপর এক সময় মাথা নেড়ে সে তার জীপে ফিরে চলল।

ওদিকে সাবরিনা তখন দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। জেটি থেকে উধাও হওয়ার সময় হুইটলকের কথা ভাবল সে। যদিও কাজের খাতিরে তার সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা হয়েছিল। তবু তার কয়েকজন সত্যিকারের বন্ধুদের মধ্যে সে একজন। আর এক মুহূর্তে তার সেই বোকামোর ব্যাপারে হুইটলক ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না বলে মনে হলো তার। স্রেফ বোকামো নাকি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে পেয়ে বসেছিল তাকে? এ কথাও ভাবতে হচ্ছে সাবরিনাকে এখন।

সি. ডব্লু, হুইটলক চারটে শটের পর তার হাতের PSG-I স্নিপার রাইফেলটা নিচে নামাল। সেদিন তার শুটিং ছিলো অতি নৃশংস। সে যে কি করছে, সেদিকে তার খেয়ালই ছিলো না। সে তার প্রিয় হ্যান্ডগান ব্রাউনিং MK-2 হাতে তুলে নিলো।

বছর চুয়াল্লিশ বয়স তার, গায়ের রঙ হাল্কা শ্যামবর্ণ, চোখ-মুখ ধারাল। পরিষ্কার করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে পুরু চশমা। জীবনের শুরুতে তার বেশির ভাগ সময় কাটে ইংলেন্ডে। অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. (অনার্স) করার পর সে তার জন্মভূমি কেনিয়ায় ফিরে যায় ইনটেলিজেন্স পুলিশে যোগ দেওয়ার জন্য। বছর দশেক কাজ করার পর UNACO'র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে। নিউ ইয়র্কে তিন বছর কাটানর পর কারমেন রডরিগুয়েজকে বিয়ে করে সে। কারমেন একজন সফল শিশুরোগ চিকিৎসক, হারলেমে কাজ করে সে। গোড়ার দিকে হুইটলকের বিপজ্জনক এবং গোপন কার্যকলাপে সায় ছিলো তার। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে, স্বামীর নিরাপত্তার ব্যাপারে ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সে। এখন হুইটলকের কোনো যুক্তিই মানতে চায় না সে। এখন তার একটাই বক্তব্য, UNACO ছেড়ে এসে একটা ছোট-খাটো সিকিউরিটি ফার্ম খুলে বসুক হুইটলক। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে পারে সে তার কয়েক বছরের অর্জিত অর্থ ভান্ডার থেকে। কিন্তু UNACO'য় তার থাকার স্বপক্ষে হুইটলকের একটাই বক্তব্য, সেখানে তার আর মাত্র চার বছর চাকরি থাকছে (কারণ ৪৮ বছর বয়সে প্রতিটি ফিল্ড অপারেটিভদের অবসর নেওয়ার কথা)। আর তারপর বিশ্বের কোনো এক জায়গায় তাকে বিভাগীয় প্রধান করে দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত সে। কিন্তু তাতে কারমেনের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি সে। তা যদি করত তাহলে UNACO এবং তার স্ট্রাইক ফোর্স থ্রীর সহকর্মীদের প্রতি তার আনুগত্যের কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করত। তারা দুজনে কেউ কারোর যুক্তি মানতে রাজী নয়। তাই স্বভাবতই তাদের বিবাহিত জীবন একটা চাপের মধ্যে দোল খায়।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দু'হাতে ব্রাউনিংটা আঁকড়ে ধরে পর পর ছ'টা গুলি ছুঁড়ল হুইটলক। লক্ষ্য ছিলো পঞ্চাশ গজ দূরে একটা কার্ডবোর্ড।

'তোমার বয়সে এটা খুব একটা খারাপ শুটিং নয়।' টেলিস্কোপ থেকে চোখ তুলে মন্তব্য করল মার্টিন কোহেন। হাসল সে। সাতচল্লিশ বছর বয়সের ইজরায়েলি মার্টিনের চুলগুলো কুচকুচে কালো, পুরু গোঁফ। কথা বললে বলতে গোঁফে তা দেওয়াটা তার যেন অভ্যাসে

দাঁড়িয়ে গেছে। সে একজন প্রাক্তন মোসাদ এজেন্ট এবং ইজরাইলি গুপ্তঘাতক স্কোয়াড, মিভজাম এলোহিমের সদস্যও সে। UNACO'র যোগ দেওয়ার পর থেকে তার এবং হুইটলকের মধ্যে একটা ভাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

'ওখানে কতক্ষণ তুমি দাঁড়িয়ে আছ মার্টি?'

'বেশিক্ষণ নয়। তা সব ঠিক মতো চলছে তো?'

'কি বলতে চাও তুমি?' উত্তর দিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রাখল হুইটলক। তার পাঁচটা বুলেট বুলস-আই বিদ্ধ করেছে।

'এই মুহূর্তে তোমাকে যথেষ্ট হতাশ দেখাচ্ছে।'

'আমার মতো এমন খারাপ শুটিং করলে তোমার অবস্থা আমার সকালের মতোই হতো। এই প্রথম অধঃপতন আমার।'

হুইটলক জানত, তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার মতো লোক সে নয়। হয়ত সে সহানুভূতি জানাবে। কিন্তু বোঝবার চেষ্টা কখনো করবে না। হান্না কোহেন, এক সময় যে কিনা শিন বেথের সঙ্গে কমপিউটর অ্যানালিস্টের কাজ করত। আর এখন UNACO'র হেডকোয়ার্টারের একজন সিনিয়র প্রোগ্রামার, মেয়েটি তার স্বামীর প্রতিটি কাজে সমর্থন জানিয়ে থাকে। কার্ডবোর্ড সিল্যুয়েটের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল হুইটলক। সে তখন ভাবছিল, উপদেশ দেওয়ার কে সে? এক সময় কত অপারেটিভই না তার কাছে আসত তার উপদেশের জন্য। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা এমনই যে, তার নিজের সমস্যা নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করার মতো সেই মনটা আজ আর নেই তার।

'মি. ডাব্লু?'

কোহেনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল হুইটলক। 'আমি দুঃখিত মার্টি।'

'তাতে কি হয়েছে! তা কারমেন তোমার খোঁজ-খবর নেয় তো? নাকি দেখা-সাক্ষাত একেবারেই বন্ধ?' বলে দাঁত বার করে হাসল কোহেন।

'তুমি তো তা বলবেই।'

'আরে, তোমরা এখানে কি করছ?' সিঁড়ি পথে নামতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সাবরিনা। তারপর ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল হুইটলককে।

'তুমি তো জানো না সাবরিনা, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কি ভয়ঙ্কর ভাবেই না চাইছিলাম', বলল হুইটলক, তারপর হাল্কা ভাবে তার চিবুকে চুমু খেলো।

সাবরিনার দিকে পিটপিট করে তাকাল কোহেন। 'ওঃ, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি সাবরিনা?'

'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মানুষ বোধহয় এমনি সুন্দর হয়ে যায়,' উত্তরে আজকের অভিযানের ঘটনা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল সাবরিনা।

'তোমার সঙ্গে আমি একমত,' সাবরিনা তার কথা শেষ করা মাত্র বলে উঠল হুইটলক। 'এটা একটা বোকামো ছাড়া কিছু নয়। তা মার্টি তুমি কি বলো?'

হুইটলকের চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে উঠতে দেখল কোহেন। 'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু ওযে এক সোনালী চুলের মেয়ে!'

'হাঁ, একরকমই ব্যাখ্যা হতে পারে।' উত্তরে বলল হুইটলক।

দেওয়ালে পিঠ রেখে সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'দ্বৈত ভূমিকার কাজ কাঁধায় কথা কখনো কি ভেবে দেখেছ?'

দাঁত বার করে হাসল হুইটলক। তারপর PSG-3 স্নিপার রাইফেলটা সাবরিনার হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'সম্ভবত মেজর নেভিলের বিশ্লেষণের সম্পর্কে আমি একমত। অন্তত তোমার ব্যাপারে তো বটেই। তুমি বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠ এক এক সময়। কিন্তু তুমি আবার ভালও বটে। অত্যন্ত ভাল। আর আমার মতে সেটাই যথেষ্ট?'

কোহেন মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলো। 'মেজর নেভিলের উপদেশ দেওয়াটা একটা খেলা হতে পারে। আসলে গুপ্ত-হত্যা থেকে পৃথিবী এখনো অনেক দূরে রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা আসল বুলেট ব্যবহার করে থাকি, ফ্লুরোসেন্ট হলুদ রঙের ছোট ছোট বুলেট নয়। সে সব ক্ষেত্রে তোমার পিঠ বাঁচানোর কথা তার নয়। মাইক আর হুইটলক নির্ভর করে থাকে তোমার ওপর পিছন থেকে তাদের ওপর নজর রাখার জন্য, তাকে নয়। মনে রেখো।'

মাথা নাড়ল সাবরিনা।

'তা এখানে তৃতীয় বন্দুকধারী সৈনিকটি কে বলো তো?' জিজ্ঞেস করল কোহেন।

হুইটলক আর সাবরিনা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। মাইক গ্রাহাম UNACO'র একটা প্রহেলিকা। সে যেন সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আজপর্যন্ত তার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত টানা যায়নি।

'এজেন্ট হুইটলক, কোডগ্রীন কল,' একটা ঘোষণা শোনা গেলো। 'দয়া করে এখনি সুইচবোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'কোড গ্রীন? আমাদের এখন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে,' ঘোষণাটার পুণরাবৃত্তি হতেই হুইটলক বলল।

সাবরিনার পিঠে হাত রেখে তাকে বাধা দিলো কোহেন।

সে তখন হুইটলককে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, হুইটলক ফোন করার জন্য রেঞ্জের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল তখন। যেন কিছু একটা তাড়া করে ফিরছিল তাকে।

অদূরে হুইটলক দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে তাকাল সাবরিনা। 'কি বললে?'

'আমার ধারণা আমি জানি হুইটলকের মনে কি আছে! শোনো সাবরিনা, ওর ওপর নজর রাখ, অন্তত তার নিজের ভালর জন্য বলছি।'

তার যে এত ভাল সৌভাগ্য বিশ্বাসই করতে পারছে না মাইক গ্রাহাম। আশ্চর্য, নিউইয়র্কে যে বিল্ডিং-এ কাজের জন্যে এসেছিল, তার ঠিক উল্টো দিকে যে পার্কিং-স্পেস খালি পড়ে থাকবে চিন্তাই করা যায় না। সে তার দুধ-সাদা রঙের ৭৮ পিক-আপ রাখতে যাবে, ঠিক সেই সময় তার পিছন থেকে হর্ন বেজে উঠতে শুনল। রেয়ারভিউ আয়নায় চোখ রাখল সে। সেই খালি জায়গায় একটা ব্লাক-ব্ল্যাক ইসুজু পিরাজা গাড়ি পার্ক হতে দেখল সে, চালকের পরনে মাখন রঙের সুট। গ্রাহাম তার কপালের ঘাম মুছে তাকাতে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কোত্থেকে এলো সেটা? এক সেকেন্ড আগে অর্থাৎ পাশের আয়নায় চোখ রাখতে গিয়ে সেটা দেখতে পায়নি সে।

ইলেকট্রনিক জানালা, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালক জানালা খুলে মুখ বাড়াল বাইরে। 'খালি জায়গাটা প্রথম আমিই দেখতে পেয়েছি,' তার গাড়ির ভেতরে তখন স্টিরিও চলছিল, সেই আওয়াজ ছাপিয়ে তার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করতে থাকল সেখানে।

'পিছনে ফিরে যাও!' মাথা নেড়ে অনেকটা হুকুমের মতো বলে উঠল গ্রাহাম।

চালক তার কান স্পর্শ করে কাঁধ ঝাঁকাল।

ধৈর্য হারাল গ্রাহাম। সে তখন রিভার্স গীয়ার দিয়ে পিছন ফিরতেই অপর চালক তার গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো, ফলে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো তখন। গ্রাহাম তখন গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে তার পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো।

'ওকে পথ থেকে হটিয়ে দাও,' রাগতস্বরে অপর চালক চিৎকার করে উঠল।

চালকের গাড়ির খোলা জানালার নিচে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল গ্রাহাম, চালক যতক্ষণ না বাজনা বন্ধ করে কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে। 'দেখ হে শহুরে ছোকরা, এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে আমি তোমাকে বলব। ওই "জিনিষটা" তোমার সামনে, হ্যাঁ তোমার সামনেই ওটা ওই ফাঁকা জায়গায় পার্ক করা হবে।'

'তাহলে ঝামেলা হবে—'

'চুপ করো, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। দেখতেই তো পাচ্ছ, সেই "জিনিষটা" এরই মধ্যে আমাদের লড়াই'র মুখোমুখি এনে দিয়েছে। অতএব আরো দু'একটা ধাক্কার ফলে তফাত কিছু.হবে না। স্প্রে-পেন্ট করা তোমার গাড়ির টুকরো টুকরো অংশগুলো দেখতে খুব একটা ভাল হবে না বলেই আমার অনুমান। তাই আমি আবার তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, গাড়ি তোমার ওখানে পার্ক করে দেখ, আমি তোমার ওপর বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবো তোমাকে।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল গ্রাহাম। চালকের মুখ থেকে তার হাতের আঙুলগুলো মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান মাত্র। 'শহুরে ছোকড়া, এখন তোমার যা পছন্দ।'

'তুমি পাগল।' হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলল চালক।

'তাই বুঝি?' কেমন উদাসীন ভাবে উত্তর দিলো গ্রাহাম। তারপর সে তার পিক-আপে ফিরে গেলো।

চালকের স্নায়ু শিথিল হয়ে পড়ল, সে তার পিয়াজা গাড়ি জোড় অ্যাক্সিলেটারে চাপা দিয়ে কাছাকাছি একটা প্রান্তে উধাও হয়ে গেলো।

গ্রাহামের ঠোঁটে একটা সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। সাঁইতিরিশ বছর বয়সেও তার যৌবন এখনো অটুট। বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের আদল এখনো বেশ ছেলে মানুষের মতো, ফ্যাকাশে-নীল চোখে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা, জীবনকে পরিপূর্ণ করে উপভোগ করার প্রত্যাশা।

সে তার পিক-আপ ভ্যানটা তার ইচ্ছা মতো জায়গায় পার্ক করে রেখে চাবিটা পকেটেস্থ করল। রাস্তার অপর দিক থেকে ধীরে ধীরে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখল সে। অলস্টেড হাইটস্, সেন্ট্রাল পার্কের নক্শা যে করেছিল তার নামেই নামকরণ করা হয়েছিল, তার যতদূর মনে পড়ে, সেটা মূয়ে ছিল ডিস্ট্রিক্টের একটা অংশ। তার জীবনে সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় আসার আগে পাঁচ বছর পর্যন্ত সেখানেই তার ঘরবাড়ি ছিলো। রাস্তা পেরিয়ে কংক্রিটের সিঁড়ির দশটা ধাপ

উঠতে গিয়ে প্রতিবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামল সে। এক সময় একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দরজার ওপর লাল অক্ষরে OH লেখা। দরজার ওপরে কিছু দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপের ওপর বসে পড়ল সে। বছর দুই আগে অক্টোবরের সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের দিনটার কথা মনে পড়ল গ্রাহামের।

তার সমকালীন লোকদের মতো জীবনের প্রারম্ভে ভিয়েতনামের সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আজও কেমন আঁতকে উঠতে হয়। ভিয়েতনামে বছর দুই CIA'র হয়ে কাজ করার পর আমেরিকায় ফিরে এসেছিল সে। সেখানে তার নানান ধরনের মানসিক এবং শারীরিক পরীক্ষার পর ডেলটার অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াডের চাকরিটা তাকে করে দেয় কর্নেল চালর্স বেকউইথ। অত্যন্ত বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পুরস্কার হিসেবে দীর্ঘ এগার বছর পরে তাকে B স্কোয়াড্রনের প্রধানে উন্নীত করা হয়। লিবিয়ায় তাদের প্রথম অভিযানের নেতৃত্ব দেয় গ্রাহাম। কিন্তু তারা যখন টেররিস্টদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক সেই সময় খবর এসে পৌঁছোয়, তার স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ছেলেকে চারজন আরব উগ্রপন্থী ওদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অভিযান ছেড়ে চলে আসার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা সে প্রত্যাখ্যান করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টেররিস্টদের ওপর। তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেললেও নেতারা কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছিল। ওদিকে FBI'র লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার পরিবারের লোকজনদের সন্ধান করতে পারল না।

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে তার ফুটবল হাতে নিয়ে ওখানে বসে থাকত তোমার ফেরার অপেক্ষায়। মিঃ গ্রাহাম জানেনা, সে ছিলো একজন মহান শিশু।' দরজা পথে দাঁড়িয়ে থাকা ধূসর-চুলের একজন নিগ্রোর দিকে চোখ তুলে তাকাল গ্রাহাম।

'হ্যালো বেন,' এই বলে তার সঙ্গে করমর্দন করল গ্রাহাম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেই দৃশ্যটা তুমি দেখেছিলে, দেখনি তুমি?'

'কোন্ দৃশ্য বলো তো?'

'কেন, ক্যারি আর মিকির অপহরণ হওয়ার দৃশ্য?'

'পুরনো ক্ষত নতুন করে আলোচনা না করাই ভাল মিঃ গ্রাহাম।

'সে ক্ষত যে কখনো সারে না বেন?' ফুটবলের দিকে তাকিয়ে বলল গ্রাহাম। 'ওরা তখন কোথায় দাঁড়িয়েছিল বলো তো?'

'আমাদের ঠিক সামনে। ঘটনাটা খুবই দ্রুত ঘটে যায়। মিসেস গ্রাহাম তখন তার ফোর্ড গাড়ি থেকে মুদিখানার জিনিষ নামাচ্ছিল, আর নিচে সিঁড়ির শেষ ধাপের দেওয়ালে লক্ষ্য করে মাইক তার ফুটবল ছুঁড়ছিল। আমার মনে আছে, মিসেস গ্রাহাম তাকে বকাবকি করছিল : "দেওয়ালে তুমি যদি কোনো দাগ ফেলো, সেই সব দাগ মুছতে হবে বেনকে।" আর তখনি সেই কালো মার্সিডিজ গাড়িটা তার ফোর্ড গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজন লোক পিছন থেকে মিসেস গ্রাহামকে জড়িয়ে ধরে এবং মার্সিডিজের পিছনের আসনে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তখন মাইকের হাত চেপে ধরে। মিঃ গ্রাহাম, তাকে তোমার প্রশংসা করা উচিত জানো, সে তখন দারুণ সাহস দেখিয়ে লোকটার সঙ্গে সমানে লড়ে যাচ্ছিল, কিছুতেই তার

কন্যাতা স্বীকার করতে চাইছিল না। শত আঘাত সত্বেও মিসেস গ্রাহাম তার উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠে...' এখানে এসে নীরব হয়ে যায় বেন, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মনে করার চেষ্টা করতে থাকে।

'বলে যাও,' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল গ্রাহাম।

'কিন্তু কিছুই যে আর মনে পড়ছে না আমার।'

'মনে করার চেষ্টা করো বেন, প্লিজ।'

'চিৎকার করে উঠেছিল মিসেস গ্রাহাম, পালিয়ে যাও মাইক, পালিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম, কিন্তু আমার গেঁটেবাত আমার বাধ সাধল। তারপর মিসেস গ্রাহাম আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল : 'বেন, সাহায্য করো মাইককে, প্লিজ তাকে সাহায্য করো।" সেই তার শেষ কথা, আমাকে তার শেষ অনুরোধ। আমি তখন এতই অসহায় যে কিছুই করতে পারলাম না। তারপর তারা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালাল। কিন্তু ঠিক সময়ে আমি বসে পড়েছিলাম। তবে সামলে উঠে যখন পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, গাড়িটা তখন আমার চোখের সামনে থেকে উধাও। যতদিন বেঁচে থাকব, মিসেস গ্রাহামের কথাগুলো আমি ভুলতে পারব না। 'আমার সাহায্য যখন ওর খুব প্রয়োজন ছিলো তখনি আমি ব্যর্থ হলাম।'

'না তুমি ব্যর্থ হওনি বেন, ব্যর্থ বরং আমি।'

তারা দু'জনেই তখন এক বুক নীরবতার মধ্যে ডুবে গেলো, তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জগতে অপরাধী হিসেবে ধরা পরে গেলো।

'তুমি কি এখনো নিউ ইয়র্কে থাকছ?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'বারলিংটনের কাছে লেক চ্যামপ্লেনের ধারে একটা কেবিন পেয়েছি।'

এই সময় গ্রাহামের বেল্টে লাগানো ব্লীপারটা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সেটার যান্ত্রিক শব্দ থামিয়ে দিলো সে।

'ওটা কি?'

'আমার কাজের কথা মনে করিয়ে দিলো,' উত্তরে গ্রাহাম বলল, 'কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন আছে?'

'আমার অফিসের ফোনই তুমি ব্যবহার করতে পারো।'

'কিন্তু আমি যে পে-ফোন ব্যবহারে পক্ষপাতী!'

'বেশতো, এই ব্লকের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বুথ আছে।'

'ধন্যবাদ।'

❑ চার ❑

মিস অরগন বিউটি কনটেস্টে যোগ দেওয়ার সময় সারহা থমাসের বয়স ছিলো উনিশ। সেই প্রতিযোগিতায় তার বিজয়িনী হওয়াটা একটা বিরাট চমক বলে মনে হয়েছিল তার। আর তখনি হঠাৎ রূপালী পর্দার এক এজেন্ট তার মধ্যে সিনেমায় অভিনয় করার আশ্চর্য প্রতিভা আবিষ্কার করে বসে। কিন্তু কিছুদিন অভিনয় করার পর সারহা বুঝতে পারে এপথ তার নয়।

তাই সে হলিউডে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এবং তার বদলে সে তখন সেক্রেটারিয়াল স্কুলে চলে যায়। এ হলো বছর বারো আগেকার কথা। তবু সে কোনো দিক থেকে তার সৌন্দর্য হারায়নি এখনো। বরং তার সোনালী চুলগুলো কেটে ছোট করে দেওয়ার দরুন দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে সে। শুধু কি তাই, আঁটো জিন্স এবং মনোগ্রাম করা পুসি ব্লাউজে সে যেন পুরুষদের কাছে আগের চেয়ে আরো বেশি আকর্ষণীয় এবং লোভনীয়া হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্কের ইউনাইটেড বিল্ডিংয়ে একটি সুসজ্জিত অফিসে গত চার বছর ধরে সেক্রেটারির কাজ করে আসছে সে। টাইপিং মেমোর জন্য যে কাগজ সে ব্যবহার করে তাতে কোম্পানির নাম থাকে না। কেবল ফোন এলে কোম্পানির নাম হিসেবে লিউলিন এন্ড লী ব্যবহার করে থাকে। কল্পনা করা নাম, মানে অলীক নাম। সত্যি কথা বলতে কি ইউনাইটেড নেশনের খুব কম ডেলিগেটরা জানে, আসলে সেখানে কি ঘটছে।

তার অফিসটা UNACO-র হেডকোয়ার্টারের একটা অ্যান্টিচেম্বারে। প্রবেশপথের দরজার ওপারে টিক কাঠের দেওয়ালে আরো দু'টো দরজা আছে। যা কেবল খুদে সোনি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে খোলা এবং বন্ধ করা হয়। ডাইরেক্টরের অফিসে যেতে হলে বাঁদিকের দরজাটা ব্যবহার করতে হয়। আর ডানদিকের দরজাটা হলো UNACO কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার পথ।

সারাটা সকাল তিনটে স্ট্রাইক ফোর্স টিমের সর্বশেষ কাজের অগ্রগতির পরিমাপ করার কাজে কমান্ড সেন্টারে ব্যস্ত ছিলেন ম্যালকম ফিলপট। রোগা, লম্বাটে চেহারা তাঁর। বছর পঞ্চাশ বয়স। পাতলা লাল চুল। কোরীয় যুদ্ধে জখম বাঁ-পা। MI5 হ্যান্ডলার হিসেবে সাফল্য পাওয়ার পর ১৯৮০ সালে UNACO'র ডাইরেক্টর পদে আসীন হওয়ার আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্পেসাল ব্রাঞ্চের প্রধান হিসেবে সাত বছর কাজ করে এসেছিলেন তিনি। তাঁর একগুঁয়ে জেদীপনার জন্য অতীতে যদিও ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তবে বিশ্বের প্রতিটি সরকারী এবং ইনটেলিজেন্সি এজেন্সির প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো তাঁর।

এর কতকগুলো ব্যতিক্রম ছিলো। যেমন ভেনিসের মারকোপোলো এয়ারপোর্টে একটা বিমান হাইজ্যাক কার্যত ব্যর্থ হলেও সাতজন যাত্রী এবং ক্যারাবিনিয়ারির দু'জন সদস্য নিহত হয়। চারজন হাইজ্যাকার, সম্ভবত তারা উত্তর কোরিয়া বা লিবিয়ায় পালিয়ে যায়, সেখানকার সরকার তাদের বিপ্লবী নায়কের মর্যাদা দেয়। লিবিয়া থেকে তাদের বার করে আনার জন্য UNACO-কে বলা হয়েছে। গতকালই স্ট্রাইক ফোর্স নাইন টিমকে পাঠিয়েছেন ফিলপট। কিন্তু লিবিয়া কতৃপক্ষ কেবল সহযোগিতা না করে বা বিরোধিতা করেও ক্ষান্ত হয়নি, UNACO টিম ত্রিপলিতে পৌঁছন মাত্র দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে। ফিলপটের এখন দ্বিগুণ মাথা ব্যথা, তার টিমকে সেখানকার জেলের কঠোর পাহারা থেকে বার করে আনা, কিংবা হাইজ্যাকারদের প্রসঙ্গটা ভুলে যেতে হবে। এব্যাপারে আরো একটা স্ট্রাইক ফোর্স টিম পাঠাতে হবে।

প্রিন্টারস, টেলেক্স এবং টেলিফোনের সব শব্দ অগ্রাহ্য করে অ্যানালিস্টের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, বিভিন্ন ধরনের চার্ট দেখে দেখে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল সে তাঁর কাছে।

'আধ ঘন্টার মধ্যে আমার ডেস্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার চাই,' অ্যানালিস্ট তার বক্তব্য শেষ করা মাত্র তিনি বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি এখনি তার ব্যবস্থা করছি।'

ফিলপট তখন কমপিউটার টার্মিনালে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তখন একজন অপারেটার গম্ভীর মুখে কী-বোর্ডের ওপর দ্রুত হাত চালাতে ব্যস্ত ছিলো। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে কম্পিউটারের ছোট্ট পর্দার দিকে মাথা তুলে তাকাচ্ছিল।

'জানেন স্যার, তালিকাটা আমি ছেঁটে করে নামিয়ে এনেছি তেইশে', কম্পিউটারে আরো খবর জোগান দেওয়ার জন্য ক্রমাগত কী-বোর্ডে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে সে তার মুখও খুলে রেখেছিল। 'কিন্তু ইতালীয়রা জীবন বড় অতিষ্ঠ করে তুলেছে। টেররিস্টদের সনাক্ত করার কোনো চেষ্টাই করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত।'

'সব থেকে অসুবিধাজনক ব্যক্তি জ্যাককে আমরা পেয়ে গেছি। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একটা টিম নির্বাচনের ব্যবস্থা আমি করছি। সেই সময়ের মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তুমি তৈরী করে দিতে পারবে?'

'আপনার জন্য পারব স্যার, এক ঘণ্টা কেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো।'

'খুব ভাল হয় তাহলে।'

'কর্নেল ফিলপট? আপনার ফোন', পিছন থেকে একজন বলে উঠল। 'সারহা কথা বলতে চায়।'

রিসিভারটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন ফিলপট। 'হ্যাঁ, কি খবর বলো সারহা।'

'এখানে স্ট্রাইক ফোর্স থ্রী স্যার।'

'ভাল। সেরগেই আছে ওখানে?'

'মিঃ কোলসিনস্কি তো আগেই আপনার অফিসে এসে গেছেন।'

'ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমি যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে স্যার।'

লোকটার হাতে রিসিভারটা ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন ফিলপট। তিনি এখন ভাবছেন, এ অভিযান দীর্ঘদিন ধরে চলবে বলে মনে হচ্ছে।

ওদিকে সারহার সঙ্গে কথা বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন সেরগেই কোলসিনস্কি এবং উঠে দাঁড়ালো ফিলপটের ডেস্কের পিছন থেকে।

বয়স তার বাহান্ন, পাতলা চুল আর মুখটা বড় বেদনাময়। বোধহয়, এই জন্যই অপারেটিভদের মধ্যে "ব্লাডহাউন্ড" এই ছদ্মনামটা অর্জন করে নেয়। তবে এটাও একটা সম্মান বৈকি। কোনো ব্যাপারে একবার সে নাক গলালেই হলো, প্রতিপক্ষকে অবশ্যই বেকায়দায় পড়তে হয় এবং তার মনোবিশ্লেষণও অতি সূক্ষ্ম, যে কারণে অতীতে কঠিন কঠিন সব কাজ তার হাতে দিয়ে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিল UNACO। KGB-তে থাকার সময় অতি সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছিল। প্রথমে রাশিয়ায়, তারপর পশ্চিমে ষোলো বছর ধরে মিলিটারি অ্যাটাসের কাজ করেছে সে। তারপর সে UNACO'র ফিলপটের ডেপুটি হিসেবে যোগ দেয়, এই পদে আগে KGBর একজন অপারেটিভ ছিলো, তার ক্রেমলিন প্রভুদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। UNACO'র একজন অতি জনপ্রিয় চরিত্র সে।

ফিলপটের ডেস্কে রাখা খুদে সোনিক ট্রান্সমিটারের সুইচ টিপে সে দরজা খুলতেই গ্রাহাম, হুইটলক এবং সাবরিনা এসে ঘরে প্রবেশ করল। প্রত্যেকে তার সঙ্গে করমর্দন করল। দরজা বন্ধ করে দেওয়াল ঘেঁষা কালো চামড়ার সোফার দিকে ইঙ্গিত করল, তাদের বসবার জন্য। তারপর ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে আগুন ধরাল সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সাবরিনার উদ্দেশে বলে উঠল সে, 'কাজকর্ম কিরকম চলছে?'

খুব একটা ভাল নয়, কিন্তু রিপোর্ট থেকে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।'

'তোমার সন্দেহ কার বিরুদ্ধে।' এবার জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'সেভেন।'

'তার মানে সোয়েন?' খিঁচিয়ে উঠল গ্রাহাম। তার ঠোঁট দু'টো বুঝি-বা মৃদু কেঁপে উঠল।

'আচ্ছা মাইকেল, আমি কি তোমার কণ্ঠে সন্দেহের সুর শুনতে পাচ্ছি?' সরাসরি গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো কোলসিনস্কি।

'আপনার অনুমানই ঠিক। পাঁচ বছর ধরে যে রেগানের লিমোসিন গাড়ির পিছন পিছন ছুটেছে, তার একটা নিজস্ব সঠিক মতামত গড়ে ওঠাটাই তো স্বাভাবিক। কর্নেল ফিলপটের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সতভাব সঙ্গে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেনই বা তিনি সোয়েনকে এখানে আনলেন? হে যীশু, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ওই বেজন্মাটা যদি আমার মৃতদেহ বহন করে, আমি তাকে বিশ্বাস করব না।' চকিতে একবার সাবরিনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম। 'আশাকরি তার নমুনা পেয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ, দু' দুবার, বুকে।'

'সৌভাগ্য এই যে, সেগুলো সাঁতাকারের বুলেট ছিলো না।' কোলসিনস্কির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার জন্য তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো গ্রাহাম। 'ঠিক আছে তাহলে শুনুন, ওই লোকটাকে আদৌ আমার পছন্দ নয়।'

'এ আমি কখনো অনুমানও করিনি', ঠাট্টার ছলে বলল কোলসিনস্কি। তারপর তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে সতর্ক করে দিলো তাকে, 'তোমার পিছনে নজর রাখার জন্য একদিন সোয়েনকে ঠিক তোমার প্রয়োজন হবেই।'

'আমি নিজেই যেমন আমার সামনে নজর রাখি, তেমনি পিছনে নজর রাখার একটা বাড়তি চোখ আমার আছে। তাই কোনো প্রেসিডেন্টের বেজন্মা চাপরাসিকে আমার প্রয়োজন হবে না।'

হুইটলক এবং সাবরিনার দিকে তাকাল কোলসিনস্কি, বেপরোয়া দৃষ্টি, তারপর ডেস্কের পিছনের দিকে তাকাতেই কম্যান্ড সেন্টার থেকে দরজা ঠেলে ফিলপটকে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। অপারেটিভদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে একটা ফাইল তুলে দিলো কোলসিনস্কি। ওদিকে তারা দু'জন নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকল।

'সোয়েনের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ বলো?' গ্রাহামকে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'দু'বছর আগে ডেলটার হয়ে একটা গ্রুপের সঙ্গে কাজ করত সে। সেটা সে জানত না। কিন্তু নজর রাখতে গিয়ে আমি দেখি, আমাদের করপোরালদের একজন তাদের পায়ে পা মিলিয়ে

চলছে। আমি তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম, ডেলটার লোক সে নয়। যাইহোক, হয়তো সে তার অজান্তেই বদলে গেলো, তার নিজস্ব স্বকীয়তা বলতে আর কিছুই রইল না। সে তখন অন্যের হাতের খেলার পুতুল বনে গেছে। আর সে খেলা ছিলো ভয়ঙ্কর, অতি বিপজ্জনক। পরে বেশ কয়েকদিনের ছুটিতে আমি চলে যাই। তখন এ ব্যাপারে আর কিছু ভাবিনি। তারপর আমি যখন ফিরে এলাম দেখলাম, সেই করপোরালের পদোন্নতি হয়েছে। সোয়েন আর তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু সরকারী ভাবে অভিযোগ করে, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে সে। যেমন একটু আগে বলেছি, শুরু থেকেই আমি সবকিছু দেখে এসেছি। তাই জোর গলায় আমি বলতে পারি যে, সত্যি তাই যদি হতো, তাহলে আমিই সর্বপ্রথম সেই করপোরালকে বার করে দিতাম। ভাল কথা, এ কাহিনী আমি আমার উর্দ্ধতন অফিসারকে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। সেই করপোরাল তার চাকরী হারায়। সিদ্ধান্ত অটুট থেকে যায়। তারপরেই ডেলটা ছেড়ে চলে যায় সে, জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়ে যায় তার। তখন সর্বশেষ খবর থেকে আমি জানতে পারি, নেবরাস্কায় একটা গ্যাসোলিন স্টেশন চালাচ্ছে সে। সোয়েনের বিরুদ্ধে এই তো আমার অভিযোগ।'

'মাইক, সাবরিনা? আমি তোমাদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মাঝে বাধা দেওয়াটা ঘৃণাবোধ করি। কিন্তু একটা বিশেষ কাজের জন্যে তোমাদের সঙ্গে আমার আলোচনা করা দরকার', দ্রুত বলে গেলেন ফিলপট।

'খুব সামান্যই অন্তরঙ্গতা', বিড়বিড় করে বলে সাবরিনার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো গ্রাহাম।

তাঁর প্রতি সাবরিনা মনোনিবেশ করেছে তাতে খুশি হয়ে তাদের সামনে ফাইলটা খুললেন ফিলপট। 'এখন বলো, "নাইট ওয়াচ"র ব্যাপারে তোমরা একটুকু জানো?'

'এটা একটা রূপান্তরিত বোয়িং ৭০৭'র একটা সাংকেতিক শব্দ। যুদ্ধের সময় যদি কখনো প্রেসিডেন্ট নিহত হন, তখন সেটা ব্যবহার করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট', উত্তরে বলল গ্রাহাম।

'না, সেই "নাইটওয়াচ" নয়।' ক্রুদ্ধস্বরে বললেন ফিলপট। 'পেইন্টিং'র ব্যাপারে আমি কথা বলছি। গত মাসে প্রতিটি খবরের কাগজে এবং টেলিভিসনে সেটা খবর হয়ে বেরিয়েছে। সেটা তোমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি নিশ্চয়ই এমন কি তোমাদের মানসিক অবস্থা খারাপ থাকলেও।'

'দেখুন স্যার, দৃষ্টি আমার এড়ায়নি। আসলে এ ব্যাপারে আমি খুব একটা নজর দিইনি।'

'তাহলে আমি বলি কি জানো, এখন থেকে একটু নজর দেওয়ার চেষ্টা করো। এটা হলো তোমাদের পরবর্তী একটা কাজ। আজ সকালে এখানকার মিউজিয়ামে যে "নাইট ওয়াচটা" এসে পৌঁচেছে, সেটা যাচাই করে দেখা গেছে, সেটা নকল, আসল নয়।'

'নকল?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

মাথা নাড়লেন ফিলপট। 'আসল "নাইট ওয়াচ" খুঁজে বার করার ভার তোমাদের তিনজনের ওপর দেওয়া হলো।'

'তা আমরা কেন স্যার? FBI নিশ্চয়ই এ কেসের মোকাবিলা করতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমরা যদি নিশ্চিত হতে পারি, এই জালিয়াতি আমেরিকার মাটিতে হয়েছে, তাহলে অবশ্যই তারা পারত , কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারি না। এই জালিয়াতির কাজ

হল্যান্ডকে ধরলে ছ'টি দেশের যে কোনো জায়গায় ঘটে থাকতে পারে। এছাড়াও আরো অনেক প্রশ্ন আছে। একটা খবর জনসাধারণ জানে না ; সেটা হলো, এই পেইন্টিং'র প্রদর্শনীর ব্যাপারে পাঁচটি দেশ জড়িত বলে সেটার নিরাপত্তা কঠোর করার জন্য প্রত্যেকটি দেশ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের বন্ড জমা রেখেছে এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে। এই সব শর্ত সাপেক্ষে রিজস মিউজিয়াম এখানে এই পেইন্টিং'এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।'

'তাছাড়া এই জালিয়াতি কোথায় যে ঘটেছে কোনো দেশই জানে না। তাই এই বন্ডের টাকাটা দিতে হবে বলে কোনো দেশই সেই দায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়ই', বলল সাবরিনা।

'হ্যাঁ, স্পষ্টতই তাই', ফিলপট বললেন। 'আর, এই মনোভাবের জন্যই আসল পেইন্টিংটা কখনোই পুনরুদ্ধার করা যাবে না।'

'কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না, FBI'র সঙ্গে কেনই বা আমরা কাজ করতে পারব না? হাজার হোক, এই জালিয়াতির ঘটনা তো আমেরিকাতেই ধরা পড়েছে।'

'শোনো হুইটলক, একটা ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে', তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ফিলপট, 'হোয়াইট হাউসের যুক্তি হলো যদি দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে FBI তদন্তে নেমে পড়েছে, তখন সবার মনে হতে পারে আসল পেইন্টিং হারানোর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে আমেরিকা।'

'সে তো অন্যায় জেদের ব্যাপার', উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে উঠল হুইটলক।

'অযথা তর্ক করে কোনো লাভ নেই', সাবরিনা বলল, 'এখন বলুন, কি আমাদের করণীয়?'

'কাজটা খুবই সামান্য', উত্তরে বলল কোলসিনস্কি, এই প্রথম তাদের আলোচনায় যোগ দিলো সে। 'সহকারী কিউরেটরের জবানবন্দী নিতে হবে, সেই সঙ্গে সেই পেইন্টিং বিমানে তোলার দৃশ্যের ভিডিওটেপ টিভি'র পর্দায় দেখতে হবে, সেটা এখন আমস্টারডামের হেফাজতে আছে। কর্ণেলের কথা মতো এই জালিয়াতি যে কোনো দেশেই ঘটে থাকতে পারে। সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'এ যেন একগাদা খড়ের মধ্যে একটা ছোট্ট সূচ খুঁজতে যাওয়ার মতোন', মন্তব্য করল সাবরিনা।

'আর তোমরা যদি একটু ধৈর্য ধরে খুব কঠোর পরিশ্রম করো, তাহলে নিশ্চয়ই সেটার সন্ধান পেয়ে যাবেই', উত্তরে বলল কোলসিনস্কি। 'আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, যা করার খুব শীগ্‌গীর করতে হবে। এটা একটা কোড গ্রীণ কাজ।'

'চুরি যেই করে থাকুক না কেন, সেটা যে সে তাদের নিরাপদ প্রাইভেট গ্যালারিতে সরিয়ে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' বললেন ফিলপট। 'তোমাদের কাজ হবে এ ব্যাপারে সব সময় সেরগইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে হবে। আমার হাতে একটা কোড রেড রয়েছে', এই বলে তিনি লিবিয়ার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

'তা আপনি কোন্ টিমকে পাঠাতে চাইছেন স্যার?' সাবরিনা জানতে চাইল।

'স্ট্রাইক ফোর্স টু।'

'তার মানে মাইক'র টিম?'

মাথা নাড়লেন ফিলপট। সঙ্গে যাবে তুমি আর হুইটলক। UNACO'র মার্টিন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসার। আমার একজন অভিজ্ঞ লোকই দরকার।'

'আমরা তাদের পরিচয়পত্র পেয়েছি, তাদের টিমটাকে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তাতে', সাবরিনা থেকে হুইটলকের মুখ একবার জরীপ করে নিতে গিয়ে বলল গ্রাহাম।

'শোনো মাইক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, আমি তাদের গোলা-বারুদ-বন্দুক দিয়ে রণসজ্জায় সাজিয়ে পাঠাচ্ছি না। আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, এটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি, আর সেই কারণেই কেন যে আমি একজন ডিপ্লোম্যাট চাইছি, বুঝতেই পারছ। মার্টিন আর তার টিম এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

'আর আমরা নই, এই তো?' ফোঁস করে উঠল গ্রাহাম।

'হ্যাঁ, তুমি নও,' মৃদু হেসে বললেন ফিলপট। 'এটা একটা সুন্দর প্রচেষ্টা মাইক, কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই পেইন্টিং'র সঙ্গে তুমি নিজেকে বড্ড বেশি জড়িয়ে ফেলেছ।'

'তা আমরা কোথ্থেকে শুরু করব?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'এখানকার মিউজিয়াম থেকে। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে,' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি।

স্লাইডিং দরজা খোলবার জন্য সোনিক ট্রান্সমিটার ব্যবহার করলেন ফিলপট। 'শুভ কামনা রইল তোমাদের সবার জন্য,' এই বলে বিদায় জানালেন ফিলপট।

ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের মাধ্যমে চোখ পিটপিট করে নিচে রাস্তার দিকে তাকাল স্ট্যানহোপ। মিউজিয়ামের বাইরে দর্শনার্থীদের ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে লাইন ফিফ্থ এ্যাভেনিউ'র হুইটনি মিউজিয়াম পর্যন্ত সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। তাছাড়া শ'য়ে শ'য়ে লোক অপেক্ষা করছে মিউজিয়ামের পিছনে সেন্ট্রাল পার্কে। এরই মধ্যে অশান্ত লোকদের দু' দুবার বুঝিয়ে এসেছে, কেন মিউজিয়ামের দরজা খুলতে দেরী হচ্ছে। প্রতিবারেই সাংবাদিক এবং টি.ভি. নেটওয়ার্কের লোকদের কাজের অজুহাত দেখিয়ে কোনো রকমে তাদের শান্ত করে এলেও তৃতীয়বার তাদের মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছিল না স্ট্যানহোপ। তাকে বলা হয়েছিল, কেসটা তদন্ত করে দেখার জন্য একটা টিম আসছে, কারাই বা তারা? উর্দ্ধতন অফিসাররা মুখ খুলবেন না তার সামনে। তারা সব জানে। এ যেন ইঁদুর-বেড়ালের লুকোচুরি খেলা, তাও অতি গোপনে, সংগোপনে তাদের জানতে না দিয়ে।

দরজা খুলে ফ্যাকাশে ছাই-এর মতো মুখ করে ভ্যান ডেনকে প্রবেশ করতে দেখা গেল সেখানে।

এক পাশে ঠান্ডা কফির কাপটা সরিয়ে রেখে চিবুকে হাত দিয়ে বসেছিল আরমন্ড। তাকে ঢুকতে দেখে বলে উঠল সে, 'ভালো?'

'কি ভাল?' একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল ভ্যান ডেন।

'তোমার অপদার্থতার ব্যাপারে এখন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ কি বলবে?'

'এসব কিছুই তোমার জানার ব্যাপার নয়।' বিরক্ত ভ্যান ডেন এবার স্ট্যানহোপের দিকে তাকাল। 'ওর কাছ থেকে যা জানার আমি তা জেনে নিয়েছি। আমার পিছন থেকে সরিয়ে দিন ও'কে।'

এই সময় দরজায় নক্ করার শব্দ হলো। ঠিক সময়ে ওরা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো সে।

'ডঃ স্ট্যানহোম?'

'হুঁ।' আগন্তুক অতি সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলো।

'আমার নাম কোলসিনস্কি। আমার বিশ্বাস, আমার এখানে আসার কথা আপনাকে আগেই বলা হয়েছে?'

'আপনি যে এসে গেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দয়া করে ভেতরে আসুন।'

কোলসিনস্কির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচাম, সাবরিনা এবং হুইটলক প্রবেশ করল। স্ট্যানহোমের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন কোলসিনস্কি। পরক্ষণেই তাদের সঙ্গে আরমন্ড এবং ভ্যান ডেনের পরিচয় করিয়ে দেন ডঃ স্ট্যানহোম।

তাদের নিরীক্ষণ করতে থাকে আরমন্ড, তার চোখে যুগপত আগ্রহ ও সন্দেহ দুই ই। স্ট্যানহোম তাকে বলে রেখেছিল, এই কোলসিনস্কি লোকটাই তদন্তের কাজে নেতৃত্ব দেবে। নামটা শুনে স্বভাবতই সে অনুমান করে নিয়েছিল, লোকটা নিশ্চয়ই একজন অ্যামেরিকান, তবে তার পূর্বপুরুষ কেউ রাশিয়ান ছিলো। কিন্তু যদি একজন আসল রাশিয়ান হয়? তার মানে দাঁড়াচ্ছে, তারা কখনোই NYPD, FBI কিংবা CIA'র লোক হতে পারে না। আর অন্য দুজনের পরণে দেখা যাচ্ছে জিনস্ আর সোয়েট শার্ট। কোনো ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইনভেস্টিগেটরের এরকম পোশাক হয় না। তবে কি এরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ? চুরির নিরীখে, সন্দেহ তবু তার যায় না। তার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কার হয়ে কাজ করছে তারা? সে তার কৌতূহল মেটাতে প্রশ্নটা তুলল।

'আমরা সেটা বলতে বাধা নই,' অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল কোলসিনস্কি।

'অবশ্যই আমাদেরও জানার অধিকার আছে বৈকি।' রুক্ষস্বরে বলে উঠল আরমন্ড, তবে কোলসিনস্কির গলার স্বর নরম দেখে সে যদি তাকে দুর্বল ভেবে থাকে তা হলে মস্ত বড় ভুল করবে সে।

'আসল "নাইট ওয়াচ" উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে এসেছি। এসবই আপনি জানতে চান, এই তো?' দৃঢ় স্বরে বলল কোলসিনস্কি। তারপর স্ট্যানহোমের দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'জালিয়াতিটা আমরা দেখতে পারি? আমার বিশ্বাস, এরই মধ্যে সেটা নিশ্চয়ই গ্যালারিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনি আমরা, বিশেষ করে সাংবাদিকদেরই বেশি ভয় আমাদের, শকুনের চোখ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে ওরা এখন; একবার যদি ওরা সন্দেহ করে বলে যে, 'একটা অঘটন কিছু ঘটেছে ' বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে মাথা নাড়ল স্ট্যানহোম। 'সারা বিশ্বে সেটা তখন হেড লাইন নিউজ হয়ে যাবে।'

ভ্যান ডেনকে অফিসে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এলো স্ট্যানহোম। মিউজিয়ামে ইউরোপীয় শিল্পকলায় ঠাসা। ঘরের মাঝেই দরজার ঠিক উল্টো দিকে টাঙানো ছিলো সেই পেইন্টিংটা। স্ট্যানহোম ব্যাখ্যা করে বলতে থাকে, পেইন্টিং-র পিছন দিকে একটা আল্ট্রা-সেনসিটিভ অ্যালার্মের ব্যবস্থা করা আছে;

উদ্দেশ্য, কেউ যদি পেইন্টিং'র ফ্রেম কিংবা ক্যানভাস স্পর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠবে। এ ছাড়া এই পেইন্টিং যতদিন এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হবে, প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টা ধরে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতে থাকবে। রিজস মিউজিয়ামের সিকিউরিটি প্রোগ্রামের এটা একটা শর্ত ; এবং এ-শর্ত অংশগ্রহণকারী পাঁচটি দেশের গ্যালারির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। এমন কি এই পেইন্টিং আমস্টারডাম থেকে যাত্রা করার আগেও এই শর্ত আরোপ করা ছিলো সেখানে।

রিজস মিউজিয়ামে আসল পেইন্টিংটা দেখেছিল সাবরিনা এবং জালিয়াতিটা যে কোথায় ঠিক তার মনে আছে। সত্যি কথা বলতে কি কাজটা খুব পাকা লোকের। 'আশ্চর্য, ক্যানভাসের কোনোরকম ক্ষতি না করে আগের রঙ তুলে নতুন করে রঙ এমন ভাবে লাগান দেখলে মনে হবে ঠিক যেন পুরনো পেইন্টিং। এমন একটা নিখুঁত কাজ কি করে সম্পন্ন করল জালি লোকটা?' তার পাশে দাঁড়ানো আরমন্ডের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

একটু সময়ের জন্য চিন্তা করে আরমন্ড উত্তর দিলো ; 'হয়ত প্রথমে বার্নিশ কিংবা রেজিন প্রয়োগ করে ক্যানভাসের রঙটা জেনে নিয়েছে সে, ক্যানভাসের পিছনে লাগালে সেটা শুধু রঙ ধরে নেওয়া থেকে যে রক্ষা করে তা নয়, সেই সঙ্গে রঙে ফাটল ধরানোর হাত থেকেও বাঁচায়। তাই একবার ক্যানভাসে বার্নিশ বা রেজিন ধরাবার পর তখন রঙ প্রস্তুত করতে হয়। এই রঙ তৈরী করে সে টিউবের সমস্ত রঙ একটা বড় আকারের ব্লটিংপেপারের ওপর ছড়িয়ে দেয়। আর এই ব্লটিংপেপার তখন রঙের সব তেল এবং ভেজাল পদার্থগুলো শুষে নেয়। পরদিন এই রঙের সঙ্গে জিঙ্ক হোয়াইট সলিউশন মিশিয়ে ক্যানভাসের ওপর ব্যবহার করে সেই রঙের মিশ্রন। তারপর সেই দ্বিতীয় স্তর বোলানো হবে ক্যানভাসের ওপর, তবে অবশ্যই আগে সেটা শুকিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আগুনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সেই রঙের তরল পদার্থ শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙে ফাটল ধরতে পারে। তাই আগুনের বদলে হেয়ার-ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ফলাফল সেই একই হবে। টোন বার্নিশের এক কোট দেওয়ার পরেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সাধারণত এই বার্নিশ তৈরী হয়ে থাকে গাছের এক রকম আঠা থেকে। আর সেটা বাদামী রঙে পরিণত হয়। সেই বাদামী রঙ জল মিশিয়ে জালিয়াতকারীর মনের মতো করে আরো তরল করা যায়। আর একটা চালাকী হলো রঙটা শুকিয়ে যাওয়ার আগে বার্নিশ প্রয়োগ করা, যাতে করে সেগুলো এক সঙ্গে শক্ত আকার নেবে। এর ফলে পেইন্টিং খারাপ না করা পর্যন্ত এই বার্নিশ মোছা যাবে না। এর অর্থ হলো, রঙের বয়স কখনো পরীক্ষা করে দেখা যাবে না।'

'আচ্ছা, এক্ষেত্রে আর রেডিওকারবন ডেটিং'র ব্যাপারটা কি বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক। 'তাদের প্রতারণা করার অনেক উপায়ই জানা আছে জালিয়াতকারীর।'

'কেমন আমি তো বলেছি, রেডিওকারবন ডেটিংকে প্রতারণা করার জন্য রঙ ও বার্নিশকে এক সঙ্গে শুকাতে দেওয়া হয়। চালাকির আর একটা দিক হলো, যেমন কোনো শিল্পীর পুরনো ছবির ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কোনো নতুন পেইন্টিং-এ ব্যবহার করলে মনে হতে পারে, সেটা বহু দিনের পুরনো ছবি।' সাবরিনার চোখে ভ্রূকুটি দেখতে পেলো আরমন্ড। 'পেটবরলার হচ্ছে এক ধরণের শিল্প যার অর্থ উপার্জনের জন্য অতি নিকৃষ্ট মানের সৃষ্টি।

উদাহরণস্বরূপ, এই "নাইট ওয়াচ" পেইন্টিং'য় কথাই ধরা যাক না কেন। সব জালিয়াতকারীদেরও সপ্তদশ শতাব্দীর পেন্টবয়লার ডেটিং'য় খোঁজ করতে হয়।'

'নিশ্চয়ই সেই রঙের পেইন্টিং খুঁজে বার করা কষ্টকর ব্যাপার হতে পারে,' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'আসল "নাইট ওয়াচ" হচ্ছে চোদ্দ ফুট বাই বারো ফুট। এত বড় সাইজের পেইন্টিং নিশ্চয়ই সচারচর আপনার চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু জালিয়াতকারীর বাড়তি সুবিধে ছিলো, নিয়মিত ওই পেইন্টিংটার সংস্পর্শে এসেছিল সে। তাই তার কাছে এটা হঠাৎ দেখার মতো ছিলো না, আর সেই কারণেই সেটা জালিয়াতি করতে গিয়ে তার কোনো অসুবিধেই হয়নি।'

জালিয়াতির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করার পর সবশেষে আরমন্ড বলল, 'দক্ষ জালিয়াতকারীরা তাদের জালিয়াতির কাজ নিখুঁত করে তোলার জন্য পেইন্টিং'য় তলায় ধুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। এখন কি করে সে তার নকল কাজটা আসলের মতো করে তোলার জন্য এক্সরে মেসিনে পেইন্টিং'য় ছবি নিয়ে দেখবে একটার ছায়া অন্য আর একটা রঙের ওপর পড়েছে কিনা? তবে এক্স রে মেসিন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে জনপ্রিয় জালিয়াতির টেকনিক ছিলো পেন্ট বয়লার, শিল্পে যাকে বলা হয় অতি নিকৃষ্ট মানের কাজ।'

'উদ্ভাবনে দারুন দক্ষ তো?'

'হতেই হবে মিস কারভার। এখনকার দিনে শিল্পে জালিয়াতি একটা বিরাট ব্যবসা। জালিয়াতকারীর যদি আধুনিক কলাকৌশলে জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ধরা পড়ে যাবে সে।'

অন্যমনস্ক হয়ে গ্রাহামকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার কাছে এসে কোলসিনস্কি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার মাইকেল, কোনো গোলমাল?'

'না, না, সে সব কিছু নয়।' গ্রাহামের উত্তরটা কেমন যেন গা-ছাড়া ভাবের। 'এ সব শিল্পের ব্যাপারে আগ্রহ আমার কখনো ছিলো না। এই পেইন্টিংটার কথাই ধরুন না কেন, এটা নকল না আসল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'আমি জানি, কি তুমি বোঝাতে চাইছ,' তার কথায় রাজী হলো কোলসিনস্কি। 'কিন্তু আমাদের মতামত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা এখানে এসেছি কেবল আসল পেইন্টিংটা খুঁজে বার করার জন্য।'

গ্রাহাম আঙুল দিয়ে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'ভাবতে অবাক লাগে, আপনার নিশ্চয়ই আশঙ্কা, আরমন্ডের মতো লোক মনে হয় না যে তিনশো বছরেও ওয়ারহোলের শিল্পকলার নৈপুণ্য কিংবা গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে।'

হাসল কোলসিনস্কি। তারপর গ্রাহামের কাঁধের ওপর হাতটা হাল্কা ভাবে রেখে বলল, 'আমি চাই তুমি আর সাবরিনা বুদ্ধি করে ভ্যান ডেনের কাছ থেকে তার জবানবন্দি নাও।'

'একটা স্বীকারোক্তি কি খুব বেশি কাজের হবে?'

'তুমি কি মনে করো, এ ব্যাপারে জড়িত সে?'

'এটা একটা অবলম্বন, ব্যস এই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু নয়।'

হুইটলক এবং সাবরিনাকে ইশারা করল কোলসিনস্কি। 'শোনো হুইটলক, আরমভের সঙ্গে তুমি কথা বলো। দেখ, জালিয়াতকারীর ব্যাপারে কতটুকু খবর তুমি সংগ্রহ করতে পারো। পরে হেডকোয়ার্টারের খবরের তালিকার সঙ্গে যাচাই করে নেবে। আর সাবরিনা, দেখ তুমি আর মাইকেল ভ্যান ডেনের কাছ থেকে কি তথ্য সংগ্রহ করতে পারো।'

কোলসিনস্কির হাতে হাত রেখে স্ট্রানহোম বলে উঠল, 'আপনাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটানর জন্য আমি দুঃখিত। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, জনসাধারণের দেখার জন্য মিউজিয়ামের দরজা খুলে দিতে পারি? কারণ বাইরে বড্ড বেশি অধৈর্য হয়ে উঠেছে তারা।'

'হ্যাঁ, এখানকার কাজ আমাদের শেষ। ধন্যবাদ।' ফিরে আবার আলোচনা শুরু করার আগে কোলসিনস্কি দেখে নিলো, শুনতে পাওয়ার মতো দূরত্ব অতিক্রম করে গেলো কিনা স্ট্রানহোম। 'কর্ণেলকে সাহায্য করতে হবে। এখানে তোমার কাজ শেষ হলে সারহার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিও। তাকে একটা বাড়তি গাড়ির যোগাড় রাখার জন্য বলব। সাবরিনা আর মাইকেল, তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। আজ পর্যন্ত আমরা যত সব কাজের ভার পেয়েছি, এটা সব থেকে ভাল।'

বিসিভারটা নামিয়ে রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সারহা। 'মিঃ কোলসিনস্কি এখনি দেখা করবেন আপনাদের সঙ্গে।' ঠিক পর মুহূর্তেই যেন তার কথা রাখতেই ফিলপটের অফিসের স্লাইডিং দরজা ঠেলে ভেতরে এসে প্রবেশ করল কোলসিনস্কি। ডেস্কের পিছনে বসে সোনি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। প্রত্যেকের মুখের ওপর চকিতে একবার জরীপ করে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'তার মানে এখনো পর্যন্ত কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি?'

'ভ্যান ডেনকে জেরায় জেরায় জ্যাবরা করে দিয়েছি আমরা, কিন্তু সে তার সেই পুরনো কাহিনী থেকে এক পাও সরেনি।' সাবরিনা তার ব্যাগ থেকে সোনি মাইক্রো-ক্যাসেট প্লেয়ার আর একটা খুদে ক্যাসেট ডেস্কের ওপর রেখে বলল, 'এর মধ্যে তার সব স্বীকারোক্তি আছে।'

'লোকটা যে ভাল, এ আমি স্বীকার করছি,' একটা কালো রঙের কৌচের ওপর বসে বলল গ্রাহাম।

'তার মানে কেসটা তোমার আগের মতোই দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে?'

'হ্যাঁ, আরো যেন জটিল হয়ে উঠছে। সে যে চিন্তিত, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, সে যখন সেই পেইন্টিং'র ইনচার্জ ছিলো, তখনি এই জালিয়াতির ঘটনাটা ঘটে থাকবে। আসলে এই জালিয়াতিটা আবিষ্কার করা হয়েছে বলেই চিন্তিত সে। আরমভ যদি পেইন্টিং-এ দক্ষ না হতো, তাহলে এই জালিয়াতিটা কখনই ধরা পড়ত না। তাই ভ্যান ডেনকে সন্দেহের তালিকা থেকে অনায়াসে বাইরে রাখা যায়। কিন্তু এখন সে জেনে গেছে, একবার যদি কারোর মনে পেইন্টিং'র ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ জাগে, তখন তাদের তো বটেই সেই সঙ্গে ভ্যান ডেনকে এই চুরির অপরাধ থেকে বাঁচানর জন্য কালেক্টর মুখ আর বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আর তার একবার মুখ খোলা মানেই তাদের সবার সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া।'

সাবরিনার দিকে তাকাল কোলসিনস্কি। মাইকেলের বক্তব্যই শেষ করল সে।

'মাইকেলের অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে দেখছি একটা নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। আসল "নাইট ওকবাচ" যার কাছে আছে, তার সঙ্গে ভ্যান ভেনের যোগাযোগ এখন কি ভাবে থামানো যায় ; আমার এখন কেবল সেটাই চিন্তা, যদি সে তাকে ঘটনার কথা জানিয়ে দেয়? আমার সন্দেহ, সেক্ষেত্রে আসল পেইন্টিংটা গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে পারে সে।'

'এসব কেসের যা থিওরি, তাতে অবশ্যই এটা একটা দামী পয়েন্ট,' বলল হুইটলক। 'কিন্তু এই জালিয়াতির পিছনে যদি তার হাত থেকে থাকে, তাহলে অনুমান করে নিতে হয়, তাদের কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য টাকা সে এখনো পর্যন্ত পায়নি। এ সব কেসে শর্ত হলো, যতক্ষণ না নকল পেইন্টিং বিনা সন্দেহে রিজস মিউজিয়ামে ফিরে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাকী বা পুরো টাকাটা দেওয়া হয় না। তাই সে টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কেন নিতে যাবে? মেট'-এর গ্যালারিতে যে পেইন্টিংটা ঝুলছে সেটা যে নকল, সাধারণ মানুষের ধারণা তো তা হতে পারে না। কিন্তু এটা স্রেফ অনুমান মাত্র।'

'আপনাদের মতো লোকগুলোক আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বিশেষ করে আপনি, হ্যাঁ আপনি সেরগেই', ফোল্ডারটা হাঁটুর ওপর চেপে ধরে গ্রাহাম বলল। 'আপনি যে ট্যুর রিপোর্টটা চালকের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন এখানে আমাদের আসার পথে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য, সেটার কি খবর জানেন? এই ট্যুরের একটাই লক্ষ্য, প্রতিটি গ্যালারির নিরপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা—' একটু থেমে সে তার হাতের আঙুলগুলো একের পর এক গুণতে গুণতে বলতে থাকে : 'কুনথিস্টোরিচেস মিউজিয়াম, ভিয়েনা; ডাহলেম গ্যালারি, বার্লিন; লুভ্যারে, প্যারিস; ন্যাশনাল গ্যালারি, লন্ডন, আর এখানে এই মেট মিউজিয়ামের নিবাপত্তা যে রকম আঁটো-সাটো আর কঠোর, যা যে কোনো দেশের প্রধানেব কাছে গর্বের বস্তু। প্রতিটি দেশের নিজস্ব সিকিউরিটি টিম থাকে। তাবা যতক্ষণ ডিউটিতে বিপোর্ট করছে, কেউ কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পাবে না। তাই স্বল্প সময়ের নোটিশ তাদের একযোগে মিলিত হয়ে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। পেইন্টিংটা তো আর কেমন ক্ষতিকারক যেমন পচনশীল বস্তু নয় যে, যাতায়াতের পথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে মুহূর্তে পেইন্টিংটা ন্যাশনাল গ্যালারি ছেড়ে যতক্ষন না JFK বিমানবন্দরে একটা সশস্ত্র ভ্যানে তোলা হচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দু'জন গোয়েন্দা ও দু'জন সিনিয়র পুলিশ অফিসার কড়া নজর রেখে চলেছিল। এই চারজন অফিসারদের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে তাদের ডিউটিতে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। অতএব এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, ছবিটা নকল বা জালিয়াতি করার সময় তারা খুব কম সময় পেয়েছিল, তাই নয় কি? তবে সময় ও সুযোগ পাওয়ার মতো লোক একটাই ছিলো, সে হলো ভ্যান ভেন। বুঝতে পারছেন তো?'

'দেখ মাইকেল, আমি তোমার'সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, আর এও বুঝি যে, ভ্যান ভেনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা যেতে পারে। কিন্তু কথা কি জানো, আমাদের কারবার ফ্যাক্ট নিয়ে, থিওরি নিয়ে নয়। এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। তাই যদি তাকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়, তখন তার অপরাধ প্রমাণের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। এ যেন অনেকটা দলাপাকানো বা হতপত্ত কেস বলতে পারো, অবশ্যই সেটা শুভ লক্ষণ নয়!'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'কিছু মনে করো না,' এই বলে রিসিভারটা তুলে নিলো কোলসিনস্কি। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সব শোনার পর নরম গলায় কিছু কথা বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। 'ডাঃ স্ট্যানহোপের ফোন। রেডিওকারবন ডেটিং টেস্টের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। পেইন্টিং'এর ফ্রেমটা মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর সময়ের।'

'তাহলে সেটা তো একটা ক্লু হতে পারে।' হুইটলকের দিকে ফিরে তাকাল সাবরিনা। 'মনে আছে তোমার, আরমন্ড কি বলেছিল? সেই যুগে শিল্পীরা তাদের শিল্পকলা পরবর্তীকালে ধরে রাখার জন্য এক ধরণের বলিষ্ঠ ফ্রেম ব্যবহার করত। আর সেই ফ্রেম ব্যবহার করলে রেডিওকারবন ডেটিংকে সহজেই বোকা বানানো যায়। পুরনো ছোট বয়লারের ফ্রেম বোকা বানানোর পক্ষে যথেষ্ট।'

মাথা নাড়ল হুইটলক। 'দেখছি ঘটনাটা তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ। একজন ডীলার সেই সাইজের ক্যানভাস বিক্রী করে থাকতে পারে, তবে যদি সেটা কেনা হয়ে থাকে, আর সেটা কেনা হয়েছিল একজন পরিচিত জালিয়াতকারীর পক্ষে।'

'আবার সেটা চুরি করাও হয়ে থাকতে পারে,' মন্তব্যটা গ্রাহামের সংযোজন।

'হ্যাঁ সেটাও সম্ভব,' স্বীকার করল হুইটলক।

'তোমার উৎসাহটাকে আমি দমাতে চাই না, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কয়েকটা ছোট-খাটো পয়েন্ট তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না তো?'

'পুরনো পেটি-বয়লার যা থেকে ফ্রেম তৈরী করা হয়েছিল, কেনা হয়েছিল কিংবা চুরিও করা হয়ে থাকতে পারে। তিন, চার বছর আগে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সেটা পাওয়া যেত।'

'চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যেতে পারে,' একটু সময় ভেবে কোলসিনস্কি তার মতামত জানাল। 'কম্যান্ড সেন্টার থেকে জালিয়াতকারীদের নামের তালিকা হাতে পেলেই জুরিখে জ্যাকুইস রেস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করব। নামের তালিকা পেলে তার লোকেরা সম্ভাব্য জালিয়াতকারীকে খুঁজে বার করতে পারে।'

'আমার মনে হয়, তাদের তালিকায় আমাদের লোকের নামও থাকতে পারে।'

'শোনো হুইটলক, আমস্টারডামে আমাদের যোগাযোগকারীকে এই ঘটনার কথা জানাবার জন্য জ্যাকুইসকে বলে রেখেছি। প্রয়োজনীয় সব খবরাখবর হোটেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।' এই বলে ড্রয়ার থেকে তিনটে খাম বার করে ডেস্কের ওপর রাখল।

প্রতিটি খামে কাজের সারাংশ ছিলো, পড়ার পর সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আর ছিলো, একটা করে এয়ারলাইন টিকেট, শহরের নির্বাচিত জায়গার ম্যাপ, তাদের হোটেলে সংরক্ষণের লিখিত স্বীকৃতি, তাদের UNACO'র যোগাযোগকারীদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা, এবং কিছু অর্থ, অবশ্য অপারেটিভদের অর্থের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই, প্রত্যেকের কাছেই দু'টো করে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া আছে, জরুরী প্রয়োজনে খরচ করার জন্য। তবে সব খরচের তালিকা সহ রসিদ জমা দিতে হতে কোলসিনস্কির কাছে।

খামের ওপর হাত রেখে কোলসিনস্কির দিকে তাকাল সাবরিনা। 'সিবিয়ার স্ট্রাইক ফোর্স লাইনের সর্বশেষ খবর কি বলতে পারেন?'

'নতুন কোনো অগ্রগতি নেই। আজ দুপুরে লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সেক্রেটারি-জেনারেলের সাক্ষাৎকার হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনে। ভালই বোঝে সে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। আর তাই সতর্কতা হিসেবে স্ট্রাইক ফোর্স ঢুকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে।' একটু থেমে কোলনিনস্কি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলো, 'তিন ঘণ্টার মধ্যে বিমান ধরতে হবে তোমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি আমস্টারডামে। কত তাড়াতাড়ি আমরা লিবিয় সঙ্কটের সমাধান করতে পারছি তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।' কোলনিনস্কি তার কথা শেষ করে দরজা খোলবার জন্য সোনি ট্রান্সমিটার ব্যবহার করল।

তারা সবাই করিডর-পথ দিয়ে হাঁটছিল। তাদের মধ্যে গ্রাহাম যেন একটু পিছিয়ে পড়েছিল। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে একটু থামল তারা। গ্রাহাম তাদের কাছে আসতেই হুইটলক তার উদ্দেশে বলে উঠল, 'কি হয়েছে মাইক?' তারপর সাবরিনার পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখল।

'আমি ঠিক আছি', তার কথায় একটু যেন রুঢ় ভাব প্রকাশ পেলো। তারপর লিফটের দিকে এগিয়ে চলল সে।

হাত দিয়ে সে তার মুখের ঘাম মুছল এবং গভীর ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কারমেন প্রায়শই তার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে, তার মুখের ভাব দেখে এখন যেন মনে হয়, কারমেনের ক্রোধের ব্যাপারে তার চিন্তাটা যথেষ্ট নয়। এখন তার রুটিনমাফিক কাজের মতো সুযোগ পেলেই সাবরিনাকে কাছে পাচ্ছে সে। সব সময়ের মতো আজও সে মাঝপথে থেমে পড়ল। চকিতে সে একবার তার ঘড়ির দিকে তাকাল। এই সময় সার্জারি থেকে কারমেন ফিরে আসবে। এর অর্থ সেন্ট্রাল পার্ক অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে আমস্টারডাম যাওয়ার জন্য জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে গেলে আর একটা সংঘর্ষ অনিবার্য এবং অপরিহার্য।

লিফটের দরজাটা খুলে যায়, আর তখনি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একজন ক্রুদ্ধ শিক্ষয়িত্রী, তাকে ঘিরে দশ বছরের এক দল ছাত্র। তার সঙ্গে হাসি বিনিময় করে লিফটে প্রবেশ করল সে। দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং নিচে প্রধান লবিতে নেমে এলো। এখন তার আর কোনো মাথাব্যথা নেই। একটা বাচ্চা বাইশতম ফ্লোর থেকে নিচে প্রধান লবি পর্যন্ত বোতাম টিপে যেতে লাগল।

যেন তার চিন্তার কারণটা যথেষ্ট নয়

❑ পাঁচ ❑

রিজস মিউজিয়ামের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সিং ক্যানাল সিঙেল গ্রেশেই'র দিকে তাকিয়ে হুইটলক বুঝতে পারল, আমাস্টারডাম শহরে গতবার এসে যে শহরকে দেখে গিয়েছিল প্রায় সে-রকমই রয়েছে, সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। আর সেই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে কেবল একটা লক্ষণীয়, হিপিরা চলে গেছে সেখান থেকে, তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে নূতন প্রজন্মের টীনএজাররা। তার যে সব বাদ্যযন্ত্র কাঁধে নিয়ে রাস্তাঘাটে বাজিয়ে বেড়ায়, তার সুরে না আছে ছন্দ, না আছে মিষ্টতা। সে সব সুরের মানে খুঁজতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে যায়, বিশেষ করে

তাদের মতো বহিরাগতদের তো বটেই। এ যেন তাকে মনে করিয়ে দেয় অতিরিক্ত সুরাপানের পর সেই অপ্রীতিকর পরিণামের কথা।

লাল ইটের বাড়ির সিঁড়ির বাকী ধাপগুলো পার হয়ে উঠে এলো সে একটা বিশ্রামকক্ষে। সেখানকার একজন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হতেই সে তাকে বলল, মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর জেনারেল প্রফেসর হেনড্রিক ব্রুডেনডিককে যেন খবর দেওয়া হয় এখানে তার পৌছনর কথা জানিয়ে।

ব্রুডেনডিক হাজির হতেই তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো হুইটলক। সিডনি গ্রীণস্ট্রীটের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল রয়েছে তার, কালো পাতলা চুল, দু'কানের পাশে ঈষৎ ধূসর রঙের আভাষ, অতিরিক্ত মাংসল মুখ, ছোট ছোট চোখের অর্ন্তভেদী দৃষ্টি এবং কুড়ি স্টোন ওজনের ভারি চেহারা। ১৯৪০ সালের অভিনেতার ট্রেডমার্কের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তারা পরস্পর করমর্দনের পর বিশ্রাম-কক্ষের ঠিক উল্টোদিকে ব্রুডেনডিক তার অফিস ঘরে নিয়ে গেলো হুইটলককে। 'আপনাদের মিঃ কোনাসিনস্কি আমাকে জানিয়েছেন, আপনাদের তিনজনের একটা টিম এখানে এসেছে', একটা ভারি ডেস্কের পিছনে আরাম কেদারায় স্থিতু হয়ে বসতে গিয়ে বলল ব্রুডেনডিক।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই', আর একটা আরামকেদারায় বসতে গিয়ে উত্তরে বলল হুইটলক। 'আমার সহকর্মীরা তদন্তের আর একটা দিক দেখছে। তাই তারা আমার সঙ্গে আসতে পারেনি।'

'তা আপনারা উঠেছেন কোথায়?'

'দি পার্কে। এখান থেকে খুব কাছেই, আপনি নিশ্চয়ই সেই হোটেলটা জানেন।'

'হ্যাঁ, খুব ভালভাবেই জানি বৈকি। মিউজিয়ামের অতিথিদের জন্য সব সময় ওই হোটেলই আমি বুক করে থাকি।' টপ ড্রয়ার থেকে একটা ভিডিওটেপ বার করে ডেস্কের ওপর রেখে ব্রুডেনডিক বলল, 'আমাদের একজন সিকিউরিটি এই টেপের দৃশ্যগুলো তুলেছে। জানি না আপনারা এর মধ্যে থেকে কি খুঁজে বার করতে চান, তবে মিঃ কোনসিনস্কির অতি আগ্রহের জন্য করিডরের পাশে একটা ঘরে বড় পর্দার একটা টেলিভিসন সেট আর একটা VCR-ও রাখা আছে, ভিডিওটেপটা চালিয়ে আপনি দেখতে পারেন। আমার স্টাফদের প্রতি নির্দেশ আছে, তারা যেন আপনাকে কোনোরকম বিরক্ত না করে।'

'টেপটা দেখার আগে আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই! কি জানতে চান বলুন?'

'আপনাদের ওই মিলস ভ্যান ডেনের ব্যাপারে কিছু খবর আমি জানতে চাই।'

কাঁধটা ঝাঁকাতে গিয়ে ব্রুডেনডিকের সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। 'বছর আট ধরে মিলসকে আমি চিনি। রিজস মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর জেনারেলের পদ গ্রহণ করার পর থেকেই তার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়। এখানকার সব থেকে পুরনো কর্মী সে। ছোট-খাটো ধূসর চুলের মিলস-এর মতো লোককে প্রতিটি কোম্পানিতেই দেখতে পাবেন। আমি কি বলতে চাইছি-নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। দাম্ভিক স্ত্রী, একটা বাড়ি, এসব কিছুই পাবে না সে, কোনো আশা-আকাঙ্খা নেই তার। অবসরের সময় পর্যন্ত সহকারী কিউরেটার হিসেবে কাজ করে যেতে পারলেই খুশি সে। তাই সে যখন "নাইট ওয়াচের" ইউরোপিয় ট্যুরের প্রস্তাব দিলো, আমি তখন অবাক হয়ে যাই—'

'সেটা কি তার পরিকল্পনা ছিলো?' হুইটলক জিজ্ঞেস করল। তার আগ্রহ গেলো বেড়ে।

'গত বছর এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। গোড়ার দিকে আমি তার সেই পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিই। তবে পরে ভেবে দেখলাম, তার মনে নিশ্চয়ই কোনো শুভ চিন্তার উদয় হয়ে থাকবে। দেখুন মিঃ হুইটলক, সত্যি কথা বলতে কি, সব সময় আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি। একদিন রিজস মিউজিয়ামে "মোনালিসা" ঝুলে থাকবে। তাই আমি ভাবলাম, ধার হিসেবে "নাইট ওয়াচ" যদি লুভ্যারের গ্যালারিতে পাঠানো যায়, আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হতে পারে।'

'তাহলে ভ্যান ডেন মাত্র একবারই আপনার কাছে এ-ব্যাপারে প্রস্তাব করেছিল?'

হুইটলকের প্রশ্নটা কিছুক্ষণ উপলব্ধি করার চেষ্টা করল ক্রন্ডেনভিক। তারপর কি ভেবে উত্তরে বলল, 'হয়ত আমার কথাটা সে ভুলে থাকতে পারে। আমার ঠিক মনে নেই। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই কোনো চাপ সে সৃষ্টি করেনি আমার ওপরে, এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'তা ট্যুরটা আপনি মনোনীত করার পর পেইন্টিংটার সঙ্গে ভ্যান ডেন নিজের থেকে সঙ্গী হতে চেয়েছিল?'

'না। পরিকল্পনাটা যেহেতু তার ছিলো, তাই আমিই তাকে নির্বাচন করেছিলাম।' সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে ক্রন্ডেনভিক একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিলস-এর ব্যাপারে আপনি মনে হচ্ছে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।'

'নেহাতই আমি সত্যের সন্ধান করছি। আর আপনিও তো সেটা চান, চান না?'

'দেখুন, তার সব রকম নম্রতাও ভদ্রতার জন্য আমাব ধারণা, সম্ভবত মিলস-এর মতো সৎ লোক আমি কখনো দেখিনি এর আগে। তার সততা সব সময়েই আমার মনে হয়েছে সব সন্দেহের উর্ধ্বে। তাই আমি তাকে স্পষ্ট ভাবে আশ্বাস দিয়ে বলেছি, এই অস্বাভাবিক ঘটনার জন্য আমি কখনই তাকে দায়ী করতে যাব না।'

'তা সে কখন ফিরে এসেছে?'

'আজ সকালে তার প্লেন আসার কথা ছিলো, আমি তাকে বলেছিলাম, কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করার জন্য। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে সে বলেছে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায় সে। সম্ভবত মনে হয় সে ভেবেছে, বাড়িতে বসে থাকলে বিশ্রাম নেওয়া দূরের কথা, বরং তার চিন্তা আর হতাশা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।'

'সে এখানে ফিরে এলে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'বেশ তো, আমি তাকে বলব।'

ভিডিও টেপটা হাতে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল হুইটলক। 'এই সময়টুকু আমার জন্য ব্যয় করলেন বলে ধন্যবাদ। এখন বলুন, আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটা কোথায়?'

'পাশেই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে যেতে পারবেন। দরজা খোলাই আছে আপনার জন্য।'

হুইটলক চলে যাওয়ার পর হঠাৎ ভাবতে বসল ক্রন্ডেনভিক, এই চুরির কেসে ভ্যান ডেন কি জড়িত? সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে সে তার নিজস্ব ডাইরির পাতা ওল্টাতে থাকল তার দিনসূচী দেখার জন্য।

আমস্টারডামের ভানকেলবারগারস্ট্রটের প্রধান মার্কেটে শুক্রবারের বাজার উইক-এন্ডের দরুন ছুটি। সকাল এগারটার মারর্কেটের একেবারে শেষ প্রান্তে সিপেলবারগারস্ট্রটে ক্যাবরিক স্টলে একটা সাক্ষাৎকার নির্ধারিত ছিলো। গ্রাহাম বুঝতে পারে না, এখানে কেন, হোটেলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেত। আর হোটেলে না হলেও মার্কেটের প্রবেশপথেও তো তার ব্যবস্থা করা যেত। কথাটা বারবার ভাবতে থাকে সে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পায় না।

দশ মিনিট দেরীতে মিটিং'র জায়গায় এসে পৌঁছল তারা। বাজারের হালচাল দেখে গ্রাহাম বুঝতে পারে, এখানে বেশ লাভজনক ব্যবসাই হয়ে থাকে।

'আপনারা তো , মাইক ? সাবরিনা?'

দোল খাওয়ার মতো একটা পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। চল্লিশোর্ধ বয়স হবে লোকটার। রুপোলী চুলের বলিষ্ঠ চেহারা, মুখটা সুন্দর দেখতে। তার বাঁ হাতে একটা কালো রঙের এ্যাটাচি কেস, ঢাকনায় নামের আদ্যাক্ষর pdj লেখা।

'আমি পিটার ডি জং,' লোকটা হাত বাড়িয়ে দিলো করমর্দনের জন্য। তার হাতে তিনটি সোনার আংটি।

'তা আপনি এই জায়গাটা সাক্ষাৎকারের জন্য কেন পছন্দ করলেন বলুন তো?'

'মিনিট খানেকের মধ্যেই জানতে পারবেন কেন এই ব্যবস্থা?' ডি জং এগিয়ে চলল এবং তাকে অনুসরণ কররার জন্য বলল তাকে। 'চলুন, এগিয়ে যাওয়া যাক।'

'আচ্ছা কোনো জিনিষ নিয়ে জ্যাকুইস কি এখানে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

মাথা নাড়ল ড্রি জং। 'অনুসন্ধানের তালিকা থেকে সব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাত্রে জ্যাকুইস তার দলের লোকদের নামগুলো যাচাই করে দেখেছে।'

'তাহলে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে?' বিড়বিড় করে বলল সাবরিনা।

'প্রয়োজন নেই। আজ সকালে জ্যাকুইসের সঙ্গে আমাব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমাদের দুজনেরই ধারণা, জালিয়াতির ঘটনাটা অবশ্যই ঘটেছে আমস্টারডামে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'বছর আড়াই আগে এখানে আমস্টারডামের একটা বাড়ি থেকে একটা চমৎকার, তবে মূলত ভুয়ো একটা পেইন্টিং চুরি যায়। সেটা ছাড়া অন্য আর কিছু চুরি হয়নি। এমন কি একটা শোকেসে উইলিয়াম এবং সাইলেন্টের যুগের একটা পাথরের মূর্তি ছিলো, চোর সেটা নেওয়া তো দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। সেই পেইন্টিংটা ছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ডাচ শিল্পীর, পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট।'

'নিখুঁত মাপের,' মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল সাবরিনা। 'তাহলে জালিয়াতকারী ১৭১৫ সালের পেইন্টিং মাপে ফ্রেমটা কেটে ফেলতে পারে। "নাইট ওয়াচ" পেইন্টিংটা ওই মাপের ছিলো না?'

'অতোটা আশা করো না।'

'আচ্ছা, আপনি কি কেসটা যাচাই করে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'দেখুন মিঃ মাইক, হাজার হোক আমি এখানকার একজন সত্যিকারের ব্যবসায়ী। এসব কাজে ব্যয় করার মতো সময় আমার কোথায়? তাই আমি মনে করি, এ ধরনের প্রশ্ন আমার

ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রচণ্ড একটা আঘাতের সামিল।' প্রবেশপথের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডি জং। ওখানে একটা দোকান আছে বিশিষ্ট সিরামিকের। সেটার মালিক ফ্র্যাঙ্ক মার্টিন্স এই শহরের বটবৃক্ষের মতো, তার ছায়াতলে থেকে ছোট ছোট ব্যবসারীরা বড় হয়ে উঠছে। সব তার নখদর্পণে। যদি কেউ জানে, ওই পেইন্টিং'র কি হয়েছে, কিংবা সেটা চুরি যাওয়ার খবর যদি কেউ পায়, প্রথমেই সে পাবে।' গ্রাহামের দিকে তাকাল জং। 'আর এই কারণেই এই বাজারের মধ্যে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছি।'

'হ্যাঁ, আমি এখন সেটা বিশ্বাস করতে পারি,' তার চারদিকে একবার দেখে নিয়ে বলল গ্রাহাম।

ডি জং তার এ্যাটাচি কেস খুলে কাপড়ে জড়ানো দু'টো বেরেটা বার করে তাদের হাতে তুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পকেটে চালান করে দিলো।

'এই মার্টিনস লোকটা কি খুবই বিপজ্জনক?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'তার স্বভাব হলো সব সময় যে কোনো সংঘর্ষ থেকে দূরে সরে থাকা' উত্তর দিয়ে ডি জং তার পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে গ্রাহামের হাতে তুলে দিলো। 'এটা সমাধান হয়নি এমন সব কেসের একটা তালিকা। যার সঙ্গে মার্টিনস জড়িত। তবে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে আমরা তাকে শেষ পর্যন্ত কোনো কেসেই আসামী হিসেবে সাব্যস্ত করতে না পারলেও আমাদের প্রয়োজনে সময় সময় তাকে ডেকে পাঠাই। জেলে থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগের ভয়ে আমরা তাকে কথা বলতে বাধ্য করি। এই চাবি দিয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনের একটা লকার খোলা যাবে। কাজ শেষ হলেই আপনাদের হ্যাণ্ডগান এই লকারে রেখে দিয়ে হোটেল রিসেপসন ডেস্কে চাবিটা রেখে দেবেন। যথা সময়ে আমি সেটা সংগ্রহ করে নেবো। আপনারা আমার ফোন নম্বর তো জানেন। যদি কখনো প্রয়োজন হয় জানাবেন।' ডি জং তার কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো, মুহূর্তে হারিয়ে গেলো সে জনতার ভিড়ে।

তালিকাটা পড়ার পর সাবরিনার হাতে তুলে দিলো গ্রাহাম। তাতে চুরি যাওয়া পেইন্টিং'এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। আগেকার সাত সাতটা ডাকাতি, চুরি যাওয়া পেইন্টিংগুলো মার্টিনস-এর কাছে পাচার করে দেওয়া হয় আড়াল করার জন্য।

পথ চলতে চলতে একটা সাইনবোর্ডে লেখা এফ মার্টিনস নাম দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা সেই দোকানের সামনে। তারপর ধীরে ধীরে সেই দোকানে প্রবেশ করল। দোকানটা ছোট, নীরস। ধুলো-বালি পড়া সেলফে কতকগুলো সিরামিকের পাত্র রাখা ছিল, রঙ করা হয়নি তখনো। কাউন্টারে গিয়ে বেল টিপল। পরক্ষণেই কাউন্টারের পিছনের দরজা ঠেলে একজন মধ্য-বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলো পিছনের ঘর থেকে।

'কাকে চান?' রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'ফ্র্যাঙ্ক মার্টিনসকে খুঁজছি আমরা,' উত্তরে বলল গ্রাহাম।

'ওপরতলায় সে এখন খুবই ব্যস্ত,' এবার তার কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ শোনাল।

'তবু তাকে ডেকে দিন।' অত্যোধিক রুঢ়স্বরে বলে উঠল গ্রাহাম। রাগে গড়গড় করতে করতে যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে উধাও হয়ে গেলো মহিলা।

কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে পিছনের দিকের দরজার ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাবরিনা। হঠাৎ রসুন-ঘাসের ঘ্রাণ তাদের নাকে এসে লাগতেই তারা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপরেই তারা দেখল বাটোর্দ্ধ একজন ভারি চেহারার লোক তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বাদামী রুক্ষ চুল। মনে হয় সপ্তাহ খানেক স্নান করেনি সে।

'আপনারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?' দরজাপথ থেকেই জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'অবশ্য যদি আপনি ফ্র্যাঙ্ক মার্টিনস হন,' উত্তরে বলল গ্রাহাম।

'হ্যাঁ, আমিই ফ্রাঙ্ক মার্টিনস। কি চান আপনারা?'

'খবর।'

দাঁত বার করে হাসতেই নিকোটিনের দাগ লাগা তার কালো কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। 'আমি তো আর ইনফরমার নই।'

'বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা,' এই বলে মার্টিনসকে দেখানর জন্য সেই কাগজের শীটটা কাউন্টারের উপর মেলে ধরল গ্রাহাম। তারপর ব্যাখ্যা করতে শুরু করল: ছিয়াশির ডিসেম্বরে ভ্যান ডগেন ডাকাতির কেসে চোরাই মাল আপনি বেপাত্তা করে দেন এবং তার বিনিময়ে ডাকাত দলকে দু'হাজার ডলার দেন। কিন্তু পুলিশের হিসেব মতো যার দাম কম করেও পঁচিশ হাজার ডলার। তারপর সাতাশে মার্চে গ্যামন ডায়মন্ড হাউস থেকে মূল্যবান হীরে চুরি যায়—'

'কে আপনারা?' তাকে থামিয়ে দিয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠল মার্টিনস।

'আমরা কে? সেটা জানার প্রয়োজন নেই আপনার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আপনি আপনার সহকর্মীদের ডাবল-ক্রস করছেন? একবার তারা আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলে, অবশ্যই তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। সমস্যা হচ্ছে, তারা বড় বেশি সময় নিচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি যদি তাদের মতো জেলখানার সঙ্গী হয়ে যান—'

'বেশ, কি জানতে চান বলুন?' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল মার্টিনস। খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাকে তখন, সেই সঙ্গে ঘামছিল। হাত দিয়ে সে তার কপালের ঘাম মুছল।

'বছর আড়াই আগে একটা বাড়ি থেকে একটা পেইন্টিং চুরি হয়ে যায়—' গ্রাহাম তার হাতে তালিকাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'ডি ক্লার্ক স্ট্রীট। দুটি কারণে সেই ডাকাতিটা একটু অস্বাভাবিক ছিলো। প্রথম কারণ, ছবিটার সাইজ ছিলো পনেরো ফুট বাই পনেরো। আর দ্বিতীয় কারণ, সেটা ছাড়া অন্য আর কিছুই চুরি যায়নি। আমি এখন জানতে চাই, এই ডাকাতির পিছনে কার মাথা ছিলো?'

'সেই পেইন্টিংটা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। করলে ওই রকম মাপের কথা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকত।'

'আমি তো কখনো বলিনি যে, এতে, আপনার হাত আছে। আমি কেবল একটুকুই জানতে চাই, এর সঙ্গে কে জড়িত থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

স্নায়ু দুর্বলতার জন্য একটু বুঝিবা কেঁপে উঠল মার্টিনস। তারপর কাঁপা কাঁপা স্বরে বলতে থাকে, 'জানলে আমি আপনাকে ঠিক খবর দেবো। আন্তরিক ভাবে ও সততার সঙ্গে আমি চেষ্টা করব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তালিকাটা গুটিয়ে ফেলতে দিয়ে গ্রাহাম বলল, 'আমার মনে হয়, এখানে আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি। হয়ত এই তালিকাটা দেখলে পুলিশ আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।'

'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন,' তারা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল মার্টিনস।

'ঠিক আছে, আপনাকে মিনিট পাঁচেক সময় দেওয়া হলো, তারপর আমরা পুলিশে যাচ্ছি, কেমন।'

মাথা নেড়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায় মার্টিনস। রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল। দ্বিতীয়বার কল করার পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর যখন তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল তখন তার মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তারপর ধীরে ধীরে তার ঠোঁট দু'টো একটু বুঝি ফাঁক হলো : 'যে লোকটাকে আপনি খুঁজছেন তার নাম জেন লেমার।'

'তার সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' এই প্রথম তাদের আলোচনায় যোগ দিলো সাবরিনা।

'এক সময় সে একজন বক্সার ছিলো। এখন তার প্রধান কাজ হলো,' মার্টিনস তার ধূসর চুলে আঙুল চালাতে গিয়ে মনে হল, সে যেন নিজের সঙ্গে লড়াই করছে, কথাটা কি বলবে, নাকি আদৌ বলা ঠিক হবেনা! তবে শেষ পর্যন্ত কথাটা সমাপ্ত করল সে, 'অস্ত্রের ব্যবসা করা, বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম,' উত্তরে গ্রাহাম আবার পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেলে পাবো তাকে?'

'জরডনে ওয়েস্টার্ন মার্কেটের কাছে একটা হাউসবোটে থাকে সে।'

'ডোন্ ক্যানেলে?' চাপ দিলো গ্রাহাম।

'গ্রিনসেনগ্রাচ। জায়গাটা ঠিক কোথায় আমি জানি না, তবে সেখানে খুব পরিচিত লোক সে।' বলল মার্টিনস। 'নাম তো জানলেন, তা এবার ওই তালিকার কাগজটা ছিঁড়ে ফেলুন!'

'লেমারকে আমরা দেখার পর,' বলল গ্রাহাম।

উত্তরে বলল সাবরিনা, এটা আমাদের "নিরাপত্তার" খাতিরে ধরে রাখা।

'নিরাপত্তার খাতিরে মানে?' চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল মার্টিনস।

'এর অর্থ হলো, আপনি যদি লেমারকে আমাদের যাওয়ার কথাটা আগে জানিয়ে দেন, সে তখন উধাও হয়ে যাবে সেখান থেকে। তাই সেক্ষেত্রে এই কাগজটা তখন আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেবো,' এবার গ্রাহাম থামল।

তারপর তারা সেখান থেকে চলে এসে রাস্তায় নামল। মাঝপথে একটা ট্যাক্সি পেয়ে চালককে বলল গ্রাহাম, 'ওয়েস্টার্ন মার্কেটে নিয়ে চলো আমাদের। ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারলে মোটা টাকার বখশিস দেওয়া হবে।' গাড়ির চালকের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল।

ভিডিওটেপ শেষ হওয়ার পরেও রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে কম করেও আট দশবার রি-ওয়াইন্ড করল কোলক। আর প্রত্যেকবার সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, রিজস মিউজিয়াম

থেকে পেইন্টিংটা বদল করার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। ওদিকে ভিডিওটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সুইচ অফ করার কথা মনেই হয় না তার, শূন্য দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে টি. ভি. -র শূন্য পর্দার দিকে। মনটা তার কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে চলে আসবার পর বার বার কারমেনের অভিযোগের কথা তার মনে পড়ে গেলেও তাকে আবার এ কথাও ভাবতে হচ্ছে, সেটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা, তা নিয়ে মাথা ঘামানর সময় এখন নয়। এখানে সে এবং সাবরিণা এসেছে তাদের টিমের হয়ে কাজ করতে। এখানকার সমস্যা তাদের সমাধান করতেই হবে। আর সেই সব সমস্যাগুলো যেন দ্রুত তার মগজে এসে ভিড় করছিল। কারমেনের কথা পরে ভাবা যাবে। পরে সময় মতো তাকে ফোন করলেই চলবে।

সে যখন এই সব কথা ভাবছিল, তখনি দরজায় জোরে জোরে নক্ করার শব্দ হলো।

'ভেতরে এসো,' আহ্বান জানাল হুইটলক।

ঘরে প্রবেশ করল ভ্যান ডেন। তার মুখ যেন শুকনো ফ্যাকাশে। তার অবিন্যস্ত পোশাক দেখে মনে হলো, যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো সে। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল হুইটলক।

'আমার মনে হয়, সেটা সত্যি,' ভ্যান ডেন তার লাল চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'বিমানে চোখের পাতা দু'টো এক করার সুযোগ আমি পাইনি। সোজা বিমানবন্দর থেকে এখানে চলে এসেছি। এমন কি বাড়িতেও যাইনি। প্রফেসর ক্রন্ডেনডিকের কাছ থেকে শুনলাম, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'শুনেছি, তোমার সহকর্মীর সন্দেহ, আমি অপরাধী। তবে তাই বলে আমি তাকে এর জন্য দোষ দিচ্ছি না। পেইন্টিংটা এখান থেকে অপসারণের সময় থেকে আমি সেটার সঙ্গে ছিলাম।'

ভ্যান ডেনের স্বীকারোক্তি এড়িয়ে গেলো হুইটলক। 'রিসজ মিউজিয়ামের অনেক শর্তের মধ্যে একটা হলো, প্রতিটি গ্যালারি কিংবা মিউজিয়ামে পেইন্টিং এসে পৌঁছন থেকে শুরু করে সেটা ফেরত পাঠানো পর্যন্ত প্রতিটি এবং দৃশ্যের ভিডিওটেপ করে রাখতে হবে। এই পেইন্টিং 'র বহনকারী KLM, সেটা একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে বহন করার সময় বিমানে ওঠানো এবং নামানর প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি এবং আন্তর্জার্তিক বিমানবন্দরের দৃশ্য ভিডিওটেপ করে রেখেছে। সেই সব টেপগুলো আমাদের সংস্থার প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষণ করেছে, আর তাদের মতো আমারও অভিমত হলো, তাতে সন্দেহজনক কোনো দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়নি। এর থেকেই সন্দেহ করা যায় যে পেইন্টিংটা সিকিউরিটি ভ্যানে থাকার সময়েই এই জালিয়াতির ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।'

'তাহলে তুমিও কি ভাবছ আমি অপরাধী?'

'দেখ, একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই অপরাধীকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব আমার আর আমার সহকর্মীদের। তাই সত্যকে উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে আমি কারোর সঙ্গেই আপোষ করবো না। সে যতই আমার কাছের লোক হোক না কেন!'

'আমি দুঃখিত।' চেয়ারে বসে ভ্যান ডেন বলে উঠল। 'আমি মনে করেছিলাম বুঝি অন্যায় ভাবে আমার ওপর দোষারোপ করা হচ্ছে। সে যাইহোক, এখন বলো, সিকিউরিটি ভ্যান সম্পর্কে তুমি কি জানতে চাও?'

'রিপোর্ট থেকে আমি জেনেছি, প্রতিটি দেশ বিমানবন্দর থেকে গ্যালারি পর্যন্ত সিকিউরিটি ভ্যানের সঙ্গে পুলিশ 'এসকর্টের ব্যবস্থা করে থাকে।'

'আর সেই সঙ্গে সেই যাত্রাপথে প্রতিটি দেশ সিকিউরিটি ভ্যানের পিছনের আসনে আমার পাশে বসবার জন্য দুজন সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করে থাকে।' আরো একটা তথ্যের যোগান দিলো ভ্যান ডেন।

'এই সব সশস্ত্র প্রহরীদের কে নিয়োগ করে থাকে? গ্যালারি কতৃপক্ষ, নাকি কোনো প্রাইভেট ফার্ম?'

'সবাই প্রাইভেট ফার্ম থেকে এসে থাকে, এমন কি রিজস মিউজিয়ামও সেই রকম ব্যবস্থাই করে থাকে।'

'রিপোর্ট থেকে এও দেখা যায় যে, মিউজিয়াম কতৃপক্ষই সিকিউরিটি ভ্যানের ব্যবস্থা করে থাকে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'হ্যাঁ, সেটাই প্রফেসর ব্রুডেনডিকের পরিকল্পনা। তিনি চেয়েছিলেন, যত বেশি সম্ভব মিউজিয়ামের প্রচার হোক। টেলিভিসনে সেই ভ্যানটাকে দেখানো হয় সারা বিশ্বে। বিজ্ঞাপনের প্রচার হিসেবে তার সেই ভ্যানে মিউজিয়ামের লোগো ঝুলে থাকতে দেখেছে।'

'আর সেই ভ্যান কে পছন্দ করেছিল?'

'প্রফেসর ব্রুডেনডিক। এর জন্যে তিনি টেন্ডার আহ্বান করেছিলেন।'

'আর কি ভাবেই বা তিনি কেপলাবস পছন্দ করলেন?'

'স্বাভাবিক ভাবেই। এর পিছনে কোনো অর্থের লেনদেন হয়নি। প্রফেসর ব্রুডেনডিকের সই করা বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করে বহু-জাতীক সংবাদপত্রে। এই যে, পেইন্টিংটা বিমানবন্দরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিকিউরিটি ব্যবস্থা তারাই করেছে। আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের ফলে তারা তাদের আয় দ্বিগুণ করে থাকবে। এর ফলে রিজস মিউজিয়াম এবং কেপলারস উভয়েই তাদের ইচ্ছা মতো প্রচার পেয়ে থাকবে।'

'আর প্রহরীদের কে মনোনীত করেছিল?'

'সিকিউরিটি ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হর্সট কেপলার,' বলল ভ্যান ডেন। 'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি হয়ত ভাবছেন, প্রহরী দু'জনের সঙ্গে আমি ষড়যন্ত্র করে থাকব। না, তা সম্ভব নয়, এই কারণে যে, বিশেষ নিরাপত্তার খাতিরে আজ সেদিন সকাল পর্যন্ত কেপলার জানতে দেয়নি কাদের প্রহরী হিসেবে পাঠাচ্ছে, এমন কি পুলিশ চীফও জানত না।'

'শুনেছি কেপলার নিজেই নাকি ভ্যানটা চালিয়েছিল? এতো খুবই অনিয়মিত ব্যাপার।'

'কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। তাই সেই অমূল্য-সম্পদ পেইন্টিংটা বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল। তাই তুমি যখন কেপলারকে জেরা করবে, তোমার তদন্তের কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে বলেই আমার ধারণা, দেখবে চুরির ব্যাপারে তাকে জড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ বা সূত্র তুমি খুঁজে পাবে না।'

'ধন্যবাদ ভ্যান ডেন। তোমার সঙ্গে আমার যদি কথা বলার প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ভ্যান ডেন। 'পেইন্টিংটা আমি চুরি করিনি। আমাদের মিউজিয়ামের, বদনাম হোক, আমি তা কখনই চাইব না। আমাকে অবশ্যই আপনার বিশ্বাস করতে হবে।'

কিছুই বললন না হুইটলক। হতাশ হয়ে ফিরে গেলো ভ্যান ডেন।

ভ্যান ডেনকে জেরা করে সন্তুষ্ট হুইটলক। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর যা তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে, সে সবই ডোসিয়ারে ছিল, সাক্ষীগুলো ব্রন্ডেনডিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেবে সে। শুরুতে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল ভ্যান ডেনকে। কিন্তু যখন সে দেখল, হুইটলক তাকে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে, তখন সে-ও উল্টোপাল্টা ব্যবহার করতে শুরু করে দিলো তার সঙ্গে। হঠাৎ অতি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠল সে, তার মধ্যে আত্ম-মর্যাদা জেগে উঠতে দেখা গেলো। মানুষের বাহ্যিক চেহারা দেখে তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিশ্বাসী ছিলো হুইটলক এবং তার সিদ্ধান্ত কচ্চিৎ ভুল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও সেই মূল্যবান পেইন্টিং'এর কারচুপির ব্যাপারে ভ্যান ডেন যে জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার। আর সেটা যদি সিফোল বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে ঘটে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, কেপলার এবং দু'জন প্রহরীও এর সঙ্গে জড়িত। কেপলারের ফাইল তার কাছে আছে। তার সম্পর্কে ভ্যান ডেনের অতি মাত্রায় প্রশংসা করাটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ! তাহলে এ সবের মূলে কেপলারের মস্তিষ্কই কাজ করে থাকবে? কিংবা এমনো তো হতে পারে অন্য কেউ, যে কিনা অংশ গ্রহণ না করেই এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছিল? এখন দেখতে হবে আসল পেইন্টিংটা কার কাছে রয়েছে? কেপলারের কাছে? নাকি সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি, যে এই অপরাধের রূপকার? সে জানে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জল্পনা-কল্পনা করেও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। ভ্যান ডেনের অপরাধ অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে তাকে। কিন্তু কি ভাবে? এর একটাই উত্তর, ভিডিওটেপ!

কথাটা মনে হতেই রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে তুলে নিয়ে "প্লে" বোতামটা আবার টিপে ধরল সে।

মার্টিনস ঠিকই বলেছিল, জর্ডনে খুবই পরিচিত জেন লেমার। তার নোঙর করা পঁচিশ ফুট লম্বা হাউসবোটটা ওয়েস্ট চার্চের কাছে দেখা যাচ্ছিল। মাসের পর মাস ধরে অবহেলা করার দরুন সেটার সবুজ এবং হলুদ রঙ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল। মরুভূমির মতো জনহীন দেখাচ্ছিল সেটা।

গ্রাহাম তার জ্যাকেটের পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে বেরেটাটা একবার দেখে নিয়ে অতি সর্ন্তপনে হাউসবোটের দিকে অগ্রসর হতে রাস্তার দিকে মুখ-করা একটা জানালা পথে চোখ করে তাকাল। কিন্তু সূর্যের আলোর প্রতিফলনে তার চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেল যে, হাউসবোটের ভেতরটা তার পক্ষে দেখা একেবারেই সম্ভব হলো না।

'কি চান আপনি?' একটি অল্প-বয়সী মেয়ে কাটা কাটা জার্মান ভাষার টানে জিজ্ঞেস করল। লেমার তখন কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে আসছিল।

'আমি জেন লেমারের খোঁজ করছি,' বলল গ্রাহাম।

'আপনি তাকে তো জানেন না, ভাল চান তো চলে যান এখান থেকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল যে লোকটি তার বয়স তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি হবে, মুখ তার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। পরনে জিনস এবং টি-শার্ট। তার গলায়

একপাশে একটা উল্কি—রক্তমাখা দু'টি ছুরি আড়াআড়ি ভাবে আঁকা, সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট শব্দও লাল রঙে লেখা ছিলো, GEVAAR, বিপজ্জনক।

'তা তুমিই কি লেমার?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'হুঁ। কিন্তু কি চান আপনি?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে।'

'বেশ, বলুন।'

'তোমার ওই মেয়েটির সামনে নয়,' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল গ্রাহাম।

'আমি ওঁর মেয়ে নই,' লেমারের একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলে উঠল মেয়েটি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রাহামের দিকে দাঁত বার করে হাসল লেমার। 'শুনুন আমেরিকান ভাইটি, আপনার এই রসবোধ আমার বেশ ভালই লাগল।'

'সে যাইহোক, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, নাকি পুলিশের সঙ্গে কথা বলবে?'

'তুমি বরং বাইরে কোথাও একটু বেড়িয়ে এসো,' মেয়েটির দিকে ফিরে বলল জেন।

'কিন্তু জেন—'

'হেইডিং' বললাম না তোমাকে বাইরে বেড়িয়ে আসতে। আধঘন্টার জন্য আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না, বুঝেছ?'

ক্রুদ্ধভাবে মাথা নাড়ল মেয়েটি। তারপর হাউসবোট থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে ব্রোয়েমস্ট্রাটের দিকে এগিয়ে চলল সে সঙ্গীর খোঁজে।

'একেবারে বাচ্চা মেয়ে,' বলল সাবরিনা। 'ওর অভিভাবকের কি খবর? ওরা জানে ও এখানে আছে?'

'বার্লিন থেকে পালিয়ে এসেছে। সে যাইহোক, এখন বলুন, কি ব্যাপারে আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?

'একটা ডাকাতির ব্যাপারে,' বলল গ্রাহাম।

লেমার তাদের কেবিনে নিয়ে এলো অতঃপর। কেবিনের মধ্যে কতকগুলো বেঞ্চ, চারপাশে খালি মদের বোতল, গ্লাস এবং কিছু অভুক্ত খাবার প্লেটে অবশিষ্ট পড়ে থাকতে দেখল তারা। সেই সঙ্গে তারা সিরিঞ্জ এবং হেরোইনের কতকগুলো খালি প্যাকেটও লক্ষ করল। সেগুলো মুহূর্তে কুশান চাপা দিয়ে আড়াল করার আগেই নজরে পড়ে গিয়েছিল তাদের।

'গতকাল রাত্রে আমার কয়েকজন বন্ধু এখানে এসেছিল,' বিপদ দেখে কোনো রকমের একটা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করল লেমার। তারপর কুশানের ওপর হাত চাপা দিয়ে একটু আগে গ্রাহামের প্রশ্নের জের টেনে বলল, 'হ্যাঁ, ডাকাতির ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন মিস্টার—এখনো পর্যন্ত আপনার নাম জানতে পারলামনা। কিংবা আপনার সঙ্গিনী ওই ভদ্রমহিলারও।'

'না আপনাকে বলা হয়নি,' উত্তরে বলল গ্রাহাম, 'বছর আড়াই আগে পনেরো বর্গফুটের একটা পেইন্টিং ভি ক্লার্ক-স্ট্রীটের একটা বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল। মনে পড়ে?'

'আপনার কি মনে হয়, সেই চুরির কেসের সঙ্গে আমি জড়িত?' অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লেমার।

মেঝের ওপর পায়চারি করছিল লেমার, লেমারের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল গ্রাহাম, 'আমাদের একজন সাক্ষী আছে, যে কিনা আদালতে শপথ নিয়ে বলতে পারবে তোমার অপরাধের কথা। সেই সঙ্গে এখানে এসে একজন নাবালিকা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি, যে কিনা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, কিংবা এও হতে পারে তাকে ভাগিয়ে আনা হয়েছে। আর সব শেষে ওই কুশানের তলায় এক ব্যাগ হেরোইন পড়ে রয়েছে। এসব তথ্য প্রমাণে মাত্র দশ বছরের জেল হয়ে গেলে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে ধরে নিতে পারবে।'

আচমকা গ্রাহামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লেমার। মুহূর্তে সে তার পকেট থেকে একটা সুইচব্লেড বার করে আক্রমণ করতে যায় গ্রাহামকে। ছ'ইঞ্চি লম্বা ব্লেড। দু'জনে তখন ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত। হঠাৎ সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে একটুও ঘাবড়াল না সাবরিণা। তৎপর হয়ে সে তার বেরেটাটা শক্ত হাতে চেপে ধরে সেটার বাটটা লেমারের কানের নিচে চেপে ধরল। তারপর সজোরে আঘাত করতেই তার চোখের ইঞ্চি খানেক দূরে গিয়ে আঘাত করল বেরেটার বাটটা। আহত জানোয়ারের মতো চিৎকার করে উঠল লেমার, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। লেমার তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার আগেই সাবরিনা দ্বিতীয় আঘাত করল তাকে। এবার কানের পিছনে। লেমারের হাত থেকে সুইচব্লেডটা খসে পড়ল এবং পরক্ষণেই গ্রাহামের ওপর তার চেতনাহীন দেহটা এলিয়ে পড়তে দেখা গেলো।

তার মুখের ওপর বরফ-ঠান্ডা জল ছিটোতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিরে আসতেই সে তার হাত দু'টো নড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, দেখল কাঠের চেয়ারের সঙ্গে তার হাত-পা বাঁধা রয়েছে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে সে। তারই মাঝে গ্রাহামের কপালে রক্তের দাগ দেখে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। সুইচব্লেডে তার কপাল কেটে গেছে।

লেমারের ভাবনা গ্রাহাম তার নিজের ভাবনা এক করে ফেলে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। 'এ তোমার রক্ত। তোমার জামার দিকে তাকাও।'

'বেজন্মা!' লেমার তার রক্তমাখা পোশাকের দিকে তাকিয়ে খিস্তি করল।

'এখনও সময় আছে, যদি আরো রক্ত ঝরাতে না চাও তো বলো, কার হয়ে সেই পেইন্টিং তুমি চুরি করেছিলে?'

'শুয়োরের বাচ্চা, জাহান্নামে যাও।' খাঁখিয়ে উঠল লেমার।

লেমারের হাতের দিকে আঙুল দেখিয়ে গ্রাহাম বলল, 'দেখছি সূচের কোনো দাগ নেই।'

'আমার সূচ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, ময়রারা তো মিষ্টি খায় না।' সিরিঞ্জটা হাতে তুলে ধরে বলল গ্রাহাম, 'এই "হটশটটা" যে কি, আমি নিশ্চিত তুমি তা জানো।'

হঠাৎ মনে হলো, লেমারের মুখটা বুঝি রক্তশূন্য।

লেমারের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই গ্রাহাম আবার বলতে শুরু করল : 'বেয়াদপ খদ্দেরদের বাগে আনতে ওগুলো তুমি নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছ। হেরোইনের বিকল্প হিসেবে কি ব্যবহার করেছিলে তুমি? স্ট্রিকনিন? নাকি ব্যাটারি-অ্যাসিড?' বিস্ময়াবিষ্ট লেমারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল গ্রাহাম। 'ইঞ্জিন ঘরে ব্যাটারি-অ্যাসিডের কিছু গুঁড়ো আমি দেখতে

পেয়েছি। সিরিঞ্জ ভর্তি করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। এ অপরাধে তোমার যা শাস্তি হবে তা শুনলে তোমার মৃত্যুর আগে সেটা হবে ভয়ঙ্কর অসহনীয়। তোমার শত্রুর শিরা খুঁজে বার করা কেবল সময়ের অপেক্ষা।'

লেমারের কপালে বিন্দু বিন্দু জমা ঘাম চোখ বেয়ে অশ্রুর মতো ঝরে পড়ে। 'না, না আপনি সেরকম ব্যবস্থা করবেন না।'

'একজন সৈনিকের প্রথম পাঠ হিসেবে আমি শিখেছি, শত্রুর ক্ষমতা কখনো ছোট করে দেখবে না।' লেমারের ডান হাতের চামড়ায় নখ বোলাতে বোলাতে গ্রাহাম বলল, 'শিরা খুঁজে বার করতে আমার সময় লাগবে কয়েক সেকেন্ড মাত্র।'

'বলো, কেন তুমি সেই পেইন্টিংটা চুরি করতে গেলে?' এবার সাবরিনা গ্রাহামের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

'পেয়ে গেছি, শিরা আমি পেয়ে গেছি', এই বলে লেমারের হাতের চামড়ার ওপর সিরিঞ্জের সূচটা চাপ দিতে গেলো।

'ঠিক আছে, আমি আপনাদের বলছি', এক নিঃশ্বাসে চিৎকার করে বলে উঠল। ওদিকে তার চোখ দুটো তখন স্থির নিবদ্ধ ছিলো সূচের ওপর। 'তার নাম হ্যামিলটন। টেরেন্স হ্যামিলটন।'

'আর এই টেরেন্স হ্যামিলটনকে আমরা কোথায় পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'ক্যালভারস্ট্রাটে। ম্যাডাম টুসয়ডের কাছে। সেখানে তার একটা গ্যালারি আছে।'

'কিসের প্রয়োজনে পেইন্টিংটা চেয়েছিল সে?' চাপ সৃষ্টি করে সাবরিনা।

'কিছু বলেনি সে', মনের সঙ্গে যেন অনেক যুদ্ধ করে উত্তর দিলো লেমার।

সিরিঞ্জের সূচ দিয়ে লেমারের হাতের চামড়া বিঁধিয়ে দিলো।

'আমি জানি না। শপথ নিয়ে আমি বলছি, সত্যি আমি জানি না', আঁতকে ওঠার মতো করে বলল লেমার। আতঙ্কে তার মুখটা যেন কুঁচকে গেছে। 'সে বলেছিল এক হাজার ডাচ মুদ্রা আমার জন্যে, তার আমার দু'জন সঙ্গীর জন্যে পাঁচশো ডাচ মুদ্রার ব্যবস্থা থাকবে। আমরা পেইন্টিংটা চুরি করে তার গ্যালারিতে পৌঁছে দিই। টাকাটা সে আমাদের দিলে আমরা সেখান থেকে চলে আসি। তারপর কি হয়েছিল আমি জানি না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

সিরিঞ্জটা ফেলে দিয়ে লেমারের মুখের ওপর রুমাল চেপে ধরল গ্রাহাম। তারপর ধীরে ধীরে সাবরিনার পাশে এসে দাঁড়াল। সে তখন স্লাইডিং-দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল চলে যাওয়ার জন্য। চকিতে একবার লেমারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 'চিন্তা করো না, খুব শীগগীর তোমার মেয়ে ফিরে আসবে।'

লেমারের চোখে তখন কেবল মুঠো মুঠো ঘৃণা।

'শয়নকক্ষে পাওয়া ট্যালকম পাউডার যা তুমি পরে দেখতে পেয়েছিল, চালাকি করে সেটা অবশিষ্ট ব্যাটারি অ্যাসিড বলে তুমি চালিয়ে দিয়েছিল। তাই না?' হাউসবোট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসে বলল সাবরিনা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে তোমার ধাপ্পাবাজি টের পায়নি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গ্রাহাম, 'টের পেলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো।'

'কিন্তু ট্যালকম পাউডার ক্ষতিকারক নয়।' ক্রুদ্ধ, হতবাক সাবরিনার চোখে ভ্রূকুটি।

'হ্যাঁ, ট্যালকম পাউডার....' উত্তরটা অসমাপ্ত রেখে গ্রাহাম মনোনিবেশ করল একটা ট্যাক্সির সন্ধানে।

তাদের কোথায় নিয়ে যেতে হবে ট্যাক্সি চালককে নির্দেশ দিয়ে রাগত ভাবে গ্রাহামের দিকে ফিরে সাবরিনা বলে উঠল, 'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছ মাইক। সেই পুরনো কাহিনী বারবার শোনা। বলতে পারো, কখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে? নাকি আমি তোমার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করছি?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি সাবরিনা। যদি না করতাম, তাহলে কবেই আমি ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতাম।' গ্রাহামের শান্ত ভাবটা তার রাগ অনেকাংশে প্রশমিত করে দিলো নিমেষে।

'এই তুমি যেমন বললে। আমাকে যদি বিশ্বাস করো, তাহলে আমাকে তোমার কেন এই প্রতারণা?' তবু অনুযোগ করতে ছাড়ে না সাবরিনা।

'দেখ সাবরিনা, তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছ না', গ্রাহাম তাকে বোঝায়। 'তুমি জানো, ক্যারি আর মিকি অপহৃত হওয়ার পর আমাকে সাইক্রিয়াট্রিক-থেরাপি করতে হয়? আর আমার এও বিশ্বাস, প্রিন্সটনে সাইক্রিয়াট্রি-ছাত্রদের কাছে আমি একটা কেস হয়ে গেছি।'

গ্রাহামের চোখে গভীর দৃষ্টি ফেলে নরম গলায় বলল সাবরিনা, 'এর জন্য তুমি নিজেই দায়ী। তুমি নিজেই তোমার কাছে অপরাধী একজন।'

'হ্যাঁ, মানছি। কিন্তু একজন না একজন কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে। বিশ্বাসই যদি না রইল, তাহলে মানুষ বাঁচবেই বা কি করে বলো? দীর্ঘ এগারো বছর ধরে আমি একজন ডেল্টা-ম্যান ছিলাম। সেই সময় প্রচুর বন্ধু ছিলো আমার, বিশেষ করে ক্যারিকে বিয়ে করার পরবর্তী বছরগুলোতে আমার বন্ধু ভাগ্য বেড়ে অনেক হয়েছিল। আমি কি বলার চেষ্টা করছি জানো, ডেল্টা হচ্ছে একটা বড় পরিবার। তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর কিডন্যাপিং-এর ঘটনা। সেই ঘটনার পর এক মুহূর্তের মধ্যে এগারো বছরে গড়ে ওঠা আমার সব বিশ্বাস যেন কর্পূরের মতো উবে গেলো। তবু একটু আগে তোমাকে যেমন বললাম, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু সেও একটা পয়েন্ট পর্যন্ত, যতদিন কাউকে আমার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। তাই আমি আবার বলছি সাবরিনা, এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস-ভঙ্গের মতো কোনো কাজ তুমি তো করনি। হুইটলকের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই রকম মনোভাব আমার। ঠিক আগের মতো যেখানে আমার বিশ্বাস ছিলো। অন্ধের মতো, চোখে দেখতে না পেলে অনুভূতিটা সেখানে খুবই কাজ দিতো।'

'কিন্তু সেদিনের, সেই অনুভূতি তোমার আজ কি আর হতে পারে? সেটা তুমি দেখতে পাও না?'

'হ্যাঁ, আমি জানি', পাশ দিয়ে ধাবমান গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে গ্রাহাম বলল, 'ধরো আমি যদি তোমাকে হাউসবোটে বলতাম, সিরিঞ্জে যেটা ছিলো ব্যাটারি অ্যাসিড, ট্যালকম পাউডার নয়?'

'অত দূর আমি গড়াতে দিতাম না। তোমার সম্পর্কে কোনো রকম ভাবেই আগাম ধারণা করা যায় না। আমাদের সঙ্গে লেমার যদি না সহযোগিতা করত, সেক্ষেত্রে তুমি যে তাকে সেই ইনজেকসনটা করতে কি করতে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না।'

'চোখের পলক পড়ার আগেই আমি সেই অপ্রিয় কাজটাই করতাম।'

'তার মানে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে তাকে?'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। 'আমাদের মধ্যে তফাতটা কতই না বেশি! প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহের জন্য লেমারের পর্যায় নেমে যাওয়ার মতো সাময়িক দুর্বলতা আমার নেই। অন্য দিকে তুমি আবার তাকে বাচ্চাদের মতো মনে করে থাকো।'

'না, সেটা সত্যি নয়', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল সাবরিনা। 'লেমারকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। কিন্তু একজন বিচারক হিসেবে, জুরি হিসেবে তোমার উত্তরটা যথাযথ নয়। তার প্রতি সুবিচার করা উচিত।'

'সুবিচার? হ্যাঁ, সুবিচার পাওয়ার মতো তার যোগ্যতা কোথায়? যে ভাবে সে তার খদ্দেরদের ইনজেকসনের মাধ্যমে ড্রাগ পুশ করত, তাতে তার দশ বছরের জেল তো অনিবার্য। তোমার ভাষায় সুবিচার করে নিরীহ কয়েকজন লোককে হত্যা করে একজন উগ্রবাদীকে যাবজ্জীবন জেলে পাঠানোর মধ্যে তোমার মতো মানুষের কতখানি উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়, তার মর্ম ওই বেজন্মটা কি ভাবেই বা বুঝবে বলো? মোটা মোটা টাকার মুক্তিপণ আদায়ের নামে এই সব বেজন্মা অ্যানার্কিস্টরা নিরীহ লোকদের বন্দী করে রাখে, তারা কি সুবিচার আশা করতে পারে? যারা তার শিকার হয়, তাদের পরিবারদের জিজ্ঞেস করে দেখ, তথাকথিত এই সুবিচার সম্পর্কে তাদের কি ধারণা?'

'আমি জানি, কি তুমি বলতে চাও মাইক। কিন্তু লেমারের মতো লোককে তুমি যদি হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হও, তাহলে তুমিও তো একজন অ্যানার্কিস্ট বনে যাবে।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তারা আইনের বিরোধিতা করছে, আর আমি সেই আইনকে যথাযথ ভাবে বলবত করতে চাই। তফাতটা এখানেই।'

একটা বিল্ডিং'র সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামাল চালক। একজন বিত্তবান জ্ঞানীগুণী ডাচের বাড়ি সেটা। নেমপ্লেটে লেখা ছিলো : ডি টেরেন্স হ্যামিলটন গ্যালারিজ। নিচে কালো কালো ইটালিক অক্ষরে টেলিফোন নম্বর লেখা।

'আমিই মোকাবিলা করব', এই বলে দরজা খুলল সাবরিনা।

'এই হ্যামিলটন লোকটার সঙ্গে আমি কি রকম ব্যবহার করব তার জন্য তুমি চিন্তিত?'

'এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে বৈকি।' ট্যাক্সি থেকে নেমে চালককে অপেক্ষা করতে বলে রাস্তা পেরিয়ে গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলো সাবরিনা। গ্যালারির ভেতরে প্রবেশ করে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে চোখ রাখতে গিয়ে সাবরিনা বুঝতে পারল, এ সবই ডাচ শিল্পীর শিল্পকলা, পঞ্চদশ শতাব্দীর ব্যাইবেলের দৃশ্য থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিল্পী মনড্রেন এবং ব্রেইডারের ছবিও শোভা পাচ্ছে সেখানে।

তার পিছন থেকে একজন সহকারীকে বলতে শুনল সে, 'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি', যুবতীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল সাবরিনা। 'মিঃ হ্যামিলটনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

মেয়েটি উধাও হয়ে গেলো গ্যালারি থেকে। মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে বলল, 'মিঃ হ্যামিলটন আপনাকে সোজা তাঁর অফিসে চলে যেতে বললেন। ওই কাঠের সিঁড়ির একেবারে ওপরে।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে কাঠের দরজার ওপর চোখ রাখতে গিয়ে সাবরিনা দেখল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে : টি হ্যামিলটন, ডাইরেক্টর। দরজায় নক্ করল সাবরিনা।

'ভেতরে আসুন।'

দুর্বোধ্য মুখের হ্যামিলটনের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। একটা কালো ডেস্কের পিছনে বসেছিল সে। তার চারপাশে ব্রেকিউ এবং পিকাসোর ছবি। 'আমার বিশ্বাস, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?' নরম গলায় বলে ডেস্কের উল্টোদিকের একটা চামড়ার চেয়ার দেখিয়ে সাবরিনার উদ্দেশ্যে বলল সে, 'দয়া করে বসুন মিস... টেলিফোনে আমার সেলস অ্যাসিসটেন্ট আপনার নামটা বলেনি।'

'মিঃ হ্যামিলটন, আমি জানি, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। তাই কোনো ভূমিকা না করে একটা ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করতে চাই। বছর আড়াই আগে জেন লেমার নামে একটি লোক এবং তার দু'জন সহকারী ডি ক্লার্ক স্ট্রীটের একটা বাড়ি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর অতি নগন্য শিল্পী জোহান সীগার্স-এর একটা পেইন্টিং চুরি করে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে এসেছিল। আমি এখন জানতে চাই সেই ছবিটা নিয়ে আপনি কি করেছিলেন? আমার প্রশ্নটা খুবই সহজ মিঃ হ্যামিলটন, বুঝতেই পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি?'

'আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আর একটু আগে বললাম না, আমি খুবই ব্যস্ত মানুষ। হ্যাঁ, তাই আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন....' সাবরিনাকে তার পিছনের দরজাটা দেখিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সাবরিনা ঠিক করে ফেলল, না আর ভালমানুষী দেখানো ঠিক হবে না। তাই সে এবার গ্রাহামের অনুকরনে হ্যামিলটনের ডেস্কের ওপর থেকে চিঠির খাম খোলার ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে কাছাকাছি পিকাসোর ছবিটা কেটে ফেলার জন্য উদ্যত হলো।

'হায় ঈশ্বর। এ আপনি কি করছেন?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল হ্যামিলটন।

'বসুন!' কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সাবরিনা। 'আপনার সামনে দু'টো পথ খোলা। প্রথমে পুলিশ ডেকে আমার এই হামলার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করানো। কিংবা দ্বিতীয় পথ হিসেবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করা।'

ডেস্কে রাখা তার টেলিফোনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায় হ্যামিলটন।

'ডাকুন পুলিশকে!' ধমকে উঠল সাবরিনা। 'কিন্তু এও মনে রাখবেন, ইতিমধ্যে লেমার তার অপরাধের কথা সব স্বীকার করে নিয়েছে। আর তার দেওয়া তথ্যগুলো আপনাকে অভিযুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলেই আমার অনুমান। এমন কি আপনি যদি খালাসও পান, তখন আমাস্টারডামে আর্ট ডীলার হিসেবে আপনার ব্যবসা করা ডকে উঠে যাবে, আমি হলপ করে বলতে পারি।'

'কে, কে আপনি?'

উত্তর দিলো না সাবরিনা।

'ঠিক আছে, বলছি', সাবরিনার নিষ্ঠুর চাহনি সহ্য করতে না পেরে বলল সে, 'আমার এখন মনে পড়ছে, পেইন্টিংটা ছিলো সাঁগার্স-এর।'

'কে সেটা চেয়েছিলো?'

'একজন প্রতারক। নাম তার মিকোলোভিচ টয়সগেন।'

টয়সগেন? নামটা UNACO'র তালিকায় নেই। মনে পড়ল সাবরিনার।

'এখানে এই পশ্চিমে পরিচিত নয় সে', সাবরিনার স্তব্ধ হতবাক মুখের ভাষা পড়ে বলল হ্যামিলটন। 'মস্কোয় যারা আন্ডারগ্রাউন্ডে বেআইনী কার্যকলাপ চালায় তাদের কাছে খুবই পরিচিত সে। গুজবে শোনা যায় যে, তার একটা ছবি নাকি ক্রেমলিনে টাঙানো আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শিল্পে বিশেষজ্ঞ সে। তার সঙ্গে দু'বার আমার দেখা হয়, প্রথমবার মস্কোয়, আর দ্বিতীয়বার এখানে এই আমস্টারডামে, যখন সে সাঁগার্স-এর সেই পেইন্টিংটা সংগ্রহ করতে এসেছিল।'

'এখন কোথায় গেলে পাবো তাকে?'

'বললাম তো এখানে আমস্টারডামে তার সঙ্গে আমার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। তবে লোকটাকে দেখে মনে হয়েছিল শিক্ষিত। হয়তো জর্ডনে থাকতে পারে সে। বিশ্ব-শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হলো সেটা। লাওরিয়ের স্ট্রীটে বোহেমা বারে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। তরুণ শিল্পীরা নিয়মিত যাতায়াত করে সেখানে। তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত সমাজের। হাতে দু'পেনি পেলে সহজেই তারা মুখ খুলতে পারে।'

'তাকে দেখতে কেমন?'

'সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বেঁটে, মাথায় টাক।'

ক্ষতিগ্রস্ত পেইন্টিং'এর দিকে তাকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল সাবরিনা। তারপর সে আর দাঁড়াল না, ফিরে এলো ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিতে উঠে গ্রাহামের পাশে বসতেই সে বলে উঠল, 'বড্ড বেশি সময় নিয়েছ তুমি।'

'বৃথা সময় নষ্ট আমি করিনি, আমার যাত্রা দারুন সফল হয়েছে।' চালককে কোথায় যেতে হবে বলে সাবরিনা এবার হ্যামিলটনের সঙ্গে তার আলোচনার কথা ভাবতে বসল। এবার সে তার মুখের ওপর থেকে উত্তেজনার চিহ্ন লুকোতে পারল না।

বোহেমার বার-এর বাইরে একটা কলবক্স থেকে হুইটলককে ফোন করে সর্বশেষ পরিস্থিতিটা জানিয়ে দিলো সাবরিনা। আর বার-এর ভেতরে একেবারে এক কোণায় বেশ খানিকটা দূরত্বের ব্যবধানে বসে টয়সগেন-এর চেহারার একটা স্কেচ আঁকতে ব্যস্ত ছিলো গ্রাহাম। টয়সগেন তখন মদ্যপান করছিল। প্রতিদিন ঠিক অপরাহ্নে সাড়ে তিনটের সময় সে এখানে আসে এবং পৌনে চারটের সময় চলে যায়, এর ব্যতিক্রম হতে দেখেনি কেউ। খবর নিয়ে জানল গ্রাহাম, বার থেকে আধ মাইল দূরের এইকেনহাউইট স্ট্রীটে একটা অ্যাপার্টমেন্টের একেবারে টপ ফ্লোরে থাকে। বারম্যানের কাছ থেকে খবর নিয়ে সে আরো জানল, লোকটার নাম 'মিক'। সব সময় একটা মামুলি কালো পোশাক পরে থাকে সে। সাবরিনার ফোন করা শেষ হওয়ার আগেই টয়সগেন-এর একটা ছবির স্কেচ এঁকে ফেলল গ্রাহাম। সমাজ-বিরোধীর মতো চেহারা তার।

একজন শিল্পী হিসেবে সে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায় এই কারণে সে সমাজের কাছে, লোকচক্ষের কাছে নিজেকে সে ভদ্রলোক হিসেবে জাহির করতে বদ্ধপরিকর।

অ্যাপার্টমেন্টের একেবারে টপ ফ্লোরে উঠে গিয়ে গ্রাহাম দেখল, টয়সগেন-এর ফ্ল্যাটের দরজাটা হাট করে খোলা। হলওয়েের কার্পেট-শূন্য মেঝের ওপর পড়েছিল টয়সগেন। তার স্থির অকম্পন চোখ দু'টো যেন তাকিয়েছিল গ্রাহামের দিকে। তার দু-কান বরাবর একটা সরল রেখার মতো এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত গলাটা কাটা।

করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে ফায়ার এস্কেপের দরজাটা ভেজান ছিলো। সাবরিনাকে টয়সগেন-এর অ্যাপার্টমেন্টটা সার্চ করে দেখার কথা বলে গ্রাহাম ছুটল করিডরের শেষ প্রান্তে। হাতে তার বেরেটা। ফায়ার এস্কেপের দরজাটা খুলল গ্রাহাম। লোহার সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো তার কানে। দরজা পথে নিচের দিকে তাকাল সে। ধূ-ধূ মরুভূমির মতো জায়গাটা। আর তখনি একটা গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সে। একটা হালকা নীল ফোর্ড গ্রানাডা তার দিকে ছুটে আসছিল। সে তখন নিচে নেমে এসেছিল। চালকের আসনে বসেছিল লেমাব। চকিতে একবার ফায়ার এস্কেপার দরজার দিকে তাকাল গ্রাহাম। একবার সে ভাবল ফিরে যাবে সেখানে। কিন্তু তাব আগেই গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। এ কথাও ভাবল সে। আর এইকেনস্ট্রীটের মতো নিরাপদ আশ্রয়টাও সেখান থেকে অনেক দূরে। নিরুপায় হয়ে সে তখন তাব হাতের বেরেটা থেকে দু'দুটো গুলি ছুঁড়ল, তাতে কোনো কাজ হলো না। বুলেট দু'টো উইন্ডস্ক্রীনের উপর আছড়ে পড়ল। তখন বিরক্ত হয়েই তার হাতের বেরেটাটা নামিয়ে নিলো। আর তখনি গ্রানাডা গাড়িটা তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। ক্রুদ্ধ হয়ে সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিলো, লেমারকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরতে না পারার জন্য। অগত্যা বেরেটাটা সে তার হোলস্টারে রেখে ফিরে গেলো টয়সগেন-এর অ্যাপার্টমেন্টে। ঘটনার কথা সব খুলে বলল সে সাবরিনাকে।

'আচ্ছা, আমরা যে টয়সগেন-এর অ্যাপার্টমেন্টে আসছি, খবরটা সে শুনলই বা কি করে?' গ্রাহাম তার বক্তব্য শেষ করতেই প্রশ্নটা করল গ্রাহাম।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে টয়সগেন-এর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে গ্রাহাম জিজ্ঞেস করল, 'পেলে কিছু?'

'এখনো কিছু পাইনি। তবে তার শিল্পকলা সার্চ করতে হবো।'

টয়সগেন-এর ছবি আঁকার ঘরে প্রবেশ করল তারা। চারদিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে তাদের চোখে পড়ল কাজ করার একটা বেঞ্চ, দরজার উল্টোদিকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল সেটা। সেই বেঞ্চের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতকগুলো ব্রাশ, প্যালেট, বোতল, জার এবং বেশ কয়েক ডজন অয়েল পেন্টের টিউব। সেই সব জিনিবগুলোর বেশ কিছু অংশ মেঝের ওপর মাড়ানো-দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাদের ঠিক ডানদিকে পাঁচটা ইজেলের মধ্যে চারটেই খালি, কেবল পঞ্চম ইজেলে ক্যানভাস লাগানো, ক্যানভাসটা একটা কাগজের সীটে ঢাকা ছিলো। সেই কাগজের সীটটা সরাতেই সাবরিনা দেখতে পেলো একটা অসমাপ্ত ভারমীরের 'দি লেস মেকারের' অবিকল একটা প্রতিমূর্তি। হঠাৎ একটা ভাবনায় তার মনটা

কেমন আবিষ্ট হয়ে উঠল। আসল 'নাইট ওয়াচ' পেইন্টিংটা অপসারণের ক্ষেত্রে অনুরূপ একটা প্রতিমূর্তি কি এ ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছিল?

'এদিকে একবার তাকিয়ে দেখ সাবরিনা।' গ্রাহামের ডাক শুনে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাবরিনা। গ্রাহাম তখন হাঁটু মুড়ে একগাদা ক্যানভাসের সামনে বসেছিল। আগেই কতকগুলো ক্যানভাস এক পাশে সরিয়ে রেখেছিল সে। আর তখন সে তার হাতে ধরে রাখা একটা ক্যানভাসের ওপর সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'নাইট ওয়াচের' আট ফুট বাই আট ফুটের দ্বিতীয় সংস্করণ অবিকল, ঠিক যেন একটা মিনি 'নাইট ওয়াচ'। খুব কাছ থেকে দেখতে গিয়ে সাবরিনা লক্ষ্য করল ড্রামের ঠিক মাঝখানের কেন্দ্রবিন্দুটা টকটকে লাল রঙের।'

'আমি বলি কি, আমরা আমাদের প্রতারকের সন্ধান পেয়ে গেছি', বলল সাবরিনা। মাথা নেড়ে সায় জানাল গ্রাহাম। 'আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি। অপাত্রে পড়ার আগে এগুলো সংগ্রহ করার জন্য বেশ কয়েকজন শিল্পীদের পাঠাতে পারে UNACO।'

'তাহলে আমরা এখন যাবো কোথায়?'

'লেমারের হাউসবোটে ফিরে যাবো। একমাত্র সেখানেই তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চলো, যাওয়া যাক।'

লেমারের হাউসবোট থেকে একশো গজ দূর পর্যন্ত জায়গাটা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। হাউসবোটের সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স এবং দু'টি পুলিশের গাড়ি পার্ক করা। আর একটা পুলিশ লঞ্চ নোঙর করা ছিল ক্যানালে।

'কি হয়েছে?' তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাইপ মুখে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে' লোকটা মাথা দোলাতে দোলাতে এমন ভাবে বলল যেন তার বিশ্বাসই হয়না। 'আমি ওদের দু'জনকেই জানি এখান থেকে আমাদের হাউসবোটও খুব বেশি দূরে নয়।'

'কিন্তু হয়েছেটা কি শুনি?'

'সে তাকে খুন করেছে। নিহত মেয়েটির বয়স মাত্র ষোলো। মেয়েটির কাছে একেবারেই ভাল ছিলো না সে। কিন্তু এ কথাটা কিছুতেই কানে তুলতে চাইত না মেয়েটি। মেয়েটি লেমারের জগত নিয়েই মশগুল ছিলো। আমার ধারণা মেয়েটি তাকে তার বাবার মতোই সম্মান করত। দেখুন, মেয়েটি বোধহয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।'

'কি করেই বা মারা গেলো সে?'

'আড়াল থেকে একজন পুলিশকে আমি বলতে শুনেছি, তার গলা কেটে দেওয়া হয়েছে। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। জানেন, মেয়েটি ছিলো শিশুর মতোই।'

'পুলিশ লোকটাকে কি ধরতে পেরেছে?'

'না, পালিয়েছে সে। সে আর ফিরে আসবে না।'

গ্রাহামকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসে ট্যাক্সির খোঁজ করতে থাকল গ্রাহাম। তারা এখন ফিরে যেতে চায় রিজস মিউজিয়ামে।

গ্রাহাম এবং সাবরিনা ঘরে প্রবেশ করতে ভিডিওটেপ বন্ধ করে হুইটলক জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কথা, টয়সগেনের কাছ থেকে কি পেলে তোমরা?'

'খুব বেশি কিছু নয়। সে মৃত।' উত্তর দিয়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো গ্রাহাম। 'সে বলেছে, এ সবের পিছনে এখানে এই মিউজিয়ামেরই লোক জড়িত। আমাদের সেই লোকটার নাম বলার আগেই সে খুন হয়।'

অবাক চোখে গ্রাহামের দিকে তাকাল সাবরিনা। কিন্তু গ্রাহাম সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করতে বলল এবং তার কাছে ইশারায় আসতে বলল। টেলিফোনের পাশে ফাউন্টেন পেনটা সে তার হাতে তুলে নিলো। সেটার ক্যাপে ছিলো একটা খুদে ট্রান্সমিটার।

'আজ রাতে একজন ইনফরমারের সঙ্গে আমি দেখা করছি। ভেতরের এই লোকটার পরিচয় সে জানে', এই বলে পেনটা যথাস্থানে ঠিক সেই জায়গায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। 'এসো, ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া যাক।'

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র গ্রাহামের একটা হাত আঁকড়ে ধরে সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'ওই ট্রান্সমিটারের খবর তুমি জানলে কি করে?'

'এটা একটা যাদুও বলতে পারো। যাদুর খেলা। যেমন করে অতি দ্রুত টয়সগেনের কাছে ছুটে গিয়েছিল লেমার, ঠিক সেই ভাবে।' হুইটলকের পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখল গ্রাহাম। 'অমন হতাশ চোখে তাকিও না। তুমি দেখতে পাওনি তার কারণ সেটা যে এখানে থাকত তোমার জানা ছিলো না।'

'বেজন্মা তুমি!' রাগতস্বরে গ্রাহামের উদ্দেশে মুখ খারাপ করল সাবরিনা। 'তুমি চেয়েছিলে হুইটলককে আমি ডেকে পাঠাই তাতে আমি এতটুকুও বিস্মিত নই। আর তুমি তো জানো, টেলিফোনে ফাঁদ পেতে রাখতে পারে ভ্যান ডেন। এই খবরটা শোনার পর তার প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় দেখবে। আশাকরি তোমরা সন্তুষ্ট।'

'আমি সন্তুষ্ট।' উত্তরে বলল গ্রাহাম। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি। এই মুহূর্তে ভ্যান ডেন তার অফিসে বসে ঘামছে। বাজি ধরে একটা ফোন করাতে চায় আর চায় আমি যেন .... একজন চিহ্নিত লোক হই।'

'তুমি কি চাও। লেমার তোমার পিছু নিক?'

'শোনো হুইটলক, কোনো গোপন হোটেলে সে লুকিয়ে থাকলে তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে না। আর হ্যামিলটন তো যথেষ্ট সম্মানজনক ভাবে আড়ালে রয়ে গেছে। একমাত্র লেমারই ভ্যান ডেনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে পারত। এখন আমাদের প্রধান কাজ হবে, তাকে প্রকাশ্যে টেনে বার করা।'

'সে যে তোমার ফাঁদে পা দেবে এ ব্যাপারে এত নিশ্চিত তুমি হলে কি করে?' তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। 'মনে রেখ, ইতিমধ্যে দু'দুটো খুন সে করেছে। এখন তার হারাবার কোনো ভয় নেই।'

'সে কি হারাবে সেটা প্রশ্ন নয়, সে কি লাভ করে সেটাই মুখ্য ব্যাপার। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসের সঙ্গে বোঝাপড়া।'

'পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই মাইক।'

'হুইটলক, আমরা তা জানি। কিন্তু লেমার জানে না।'

হতাশ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়ল সাবরিনা। 'তোমার চালাকি আর দু'মুখো নীতির জন্য টয়সগেনের মৃত্যুর পরোয়া তুমি করো না।'

'যুদ্ধে সব সময় অমন দু'একজন নিহত হয়ে থাকে।'

'কিন্তু তার মৃত্যুটা অপ্রয়োজনীয় ছিলো।'

'খুব হয়েছে', বাধা দিয়ে বলল হুইটলক, 'তোমরা যদি পরস্পর গলাবাজি করতে চাও, আলাদা ভাবে নিজেদের মধ্যে করো। এখন এসো, লাঞ্চে যাওয়া যাক।'

'হঠাৎ আমার খিদেটা উধাও হয়ে গেছে', বিড়বিড় করে বলল গ্রাহাম। 'যাইহোক, মিউজিয়ামের সিকিউরিটি ভ্যানটা আমি খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। হয়ত সেটা থেকে একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে।'

খুশি হলো হুইটলক। 'ঠিক আছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

ওরা চলে যাওয়ার পর ক্রনডেনডিকের সেক্রেটারির কাছ থেকে সিকিউরিটি ভ্যান আর গ্যারাজের চাবি সংগ্রহ করে মিউজিয়ামের পিছনে চলে এলো গ্রাহাম। সারি সারি দশটা গ্যারাজ। দশ নম্বর গ্যারাজের কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে গ্রাহাম দেখল চলাফেরা করার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে সেখানে। সাদা টয়োটা ভ্যান। কখনো ভ্যানটার চারদিক প্রদক্ষিণ করে, কখনো বা ভ্যানের দরজাগুলো এক এক করে খুলে দেখল গ্রাহাম। কিন্তু এখানেও সেরকম বিসদৃশ কোনো দৃশ্য বা ক্লু খুঁজে পেলো না সে। মিউজিয়ামে ফিরে গিয়ে ক্রনডেনডিকের সেক্রেটারির হাতে চাবি ফেরত দিয়ে সে তার ঘরে ফিরে গেলো। সেখানে স্থিত হয়ে ভিডিওটেপটা রিওয়াইন্ড করল। তারপর রিমোট কন্ট্রোলের 'প্লে' বোতামটা টিপে দিতেই টি. ভি'র পর্দায় দৃশ্যগুলো ভেসে উঠতে থাকল এক এক করে। চতুর্থবার সে যখন দৃশ্যগুলো দেখছিল, সেই সময় হুইটলক আর সাবরিনা ফিরে এলো।

তার পাশে টেবিলের ওপর একটা প্যাকেট রেখে বলল সাবরিনা, 'ভাবলাম হয়ত এখন তোমার খিদে পেয়ে থাকবে। তাই এই খাবারের প্যাকেটটা—'

এটা যে হুইটলকের শান্তি-চুক্তির নিদর্শন বুঝতে অসুবিধে হলো না গ্রাহামের। 'ধন্যবাদ', টি.ভি'র পর্দা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই উত্তর দিলো গ্রাহাম।

'দেখলে কিছু?'

'না', উত্তরে গ্রাহাম বলল, 'ভেবেছিলাম ভিডিওটেপ দেখার জন্য তোমরা আমাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দেবে।'

হুইটলক ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু গ্রাহাম তার হাত চেপে ধরে ফাউন্টেন পেনটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'মনে হয়, আমি কিছু একটা সংগ্রহ করতে পেরেছি।' ফিসফিসিয়ে বলল গ্রাহাম। 'কিন্তু ভ্যান ডেন যেন ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ না করে। তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে হবে এই ভাবে যে, আজ রাতে এই রহস্যময় ইনফরমারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরেই কেবল তাকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারব।'

বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলো তারা।

'ভাল কথা', হুইটলক দাবী করল 'কম করেও পরের বার ওই ভিডিওটেপ আমি দেখেছি আর আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি যে, এমন কিছু আমি দেখতে পাইনি সেখানে যা থেকে সন্দেহ হতে পারে, 'নাইট ওয়াচ', পেইন্টিং'য় জালিয়াতি এই আমস্টারডামেই হয়েছে।'

'সিকিউরিটি ভ্যানটা না দেখলে আমি হয়ত তোমার সঙ্গে একমত হতে পারতাম।'

'কেন, তুমি কি ভ্যানের মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'না, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়', সাবরিনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে সে এবার হুইটলকের দিকে তাকাল। 'ভ্যানের পিছনে ঘুরে দেখেছি আমি। যাইহোক, ভিডিওতে আমি একজন লোককে দেখেছি ফাস্টনার সংগ্রহ করতে গিয়ে পেইন্টিং'র সামনে একটা কিছু আঁকড়ে ধরেছিল। হয়ত সেটা ক্যামেরার কারসাজিও হতে পারে। কিন্তু এখনো আমি বলছি, এ ব্যাপারে আরো তদন্তের প্রয়োজন, তা করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পারে। আর এর জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিডিওর কিছু দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'আমরা লোকগুলোকে ফিরিয়ে এনে পেইন্টিংটা ভ্যানে তোলার দৃশ্য নতুন করে অভিনয় করিয়ে নিতে হবে। কারণ দেওয়ালে যদি নকল প্যানেল লাগানো থেকে থাকে সেটা আমাদের চোখে পড়তে পারে।'

'তা পেইন্টিংটা ছেড়ে দিয়ে এসব তুমি কি করতে যাচ্ছ মাইক?' বিস্ময় প্রকাশ করল সাবরিনা।

উত্তর দিতে পারল না গ্রাহাম। তাকে কেমন হতাশ, ব্যর্থ দেখাল।

একটা আঙুল তুলে বলল হুইটলক : 'আমি যতদূর জানি, মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বাক্স তৈরী করে রেখেছিল। সেই একই ওজনের, একই মাপের পেইন্টিংটা বহন করার জন্য যেরকম বাক্স ব্যবহার করা হয়েছিল আমার তো মনে হয় না, সেটা ফেলে দেওয়ার কোনো কারণ আছে।'

'আচ্ছা হুইটলক, এ ব্যাপারে ব্রুন্ডেনডিকের সঙ্গে তুমি কথা বলতে পার?' বলল গ্রাহাম। 'দেখ তো কাল সকালে এরকম একটা অভিনয়ের মঞ্চ সেট করা যায় কিনা।'

'নিশ্চয়ই', বলার সঙ্গে সঙ্গে হুইটলক করিডর দিয়ে ছুটে গেলো ব্রুন্ডেনডিকের অফিসে যাওয়ার জন্য।

নৈশভোজের সময় তাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু বেশ ভাল ভাবেই কাজ করল। সিকিউরিটি ভ্যানে পেইন্টিং'র বাক্সটা তোলার দৃশ্য পুনরায় অভিনয় করে দেখান হলো পরদিন সকালে। গ্রাহাম তার কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত।' উঠে দাঁড়িয়ে সে আরো বলল, 'আমি যে তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি, তার আভাষ যেন লেমার না পায়।'

'তোমার সঙ্গে একমত আমরা', মাথা নেড়ে বলল হুইটলক।

'কিন্তু লেমার বাইরে কোথাও থেকে যদি তোমাকে অনুসরণ করে?' উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'সে তো আরো ভালো সুযোগ, ভ্যান ডেন তার সান্নিধ্য হারাবে।'

ভাইনিরেকম থেকে বেরিয়ে তারা থার্ডফ্লোরে উঠে এলো। তাদের ঘরগুলো পাশাপাশি। হুইটলক তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'তোমার হাতে আর মাত্র তিন মিনিট সময় আছে।'

'তিন মিনিট!' তার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করে গ্রাহাম তার ঘরে ঢুকে গেলো। দ্রুত পোশাক বদল করে নিলো সে। বেরেটাটা পকেটস্থ করতে গিয়ে কোল্ট পয়েন্ট ফরটি ফাইভের কথা একবার ভাবল সে। প্রথমে ভিয়েতনাম পরে ডেলটা যুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করে এসেছিল সে বেশ সফলতার সঙ্গেই। খুবই শক্তিশালী হ্যান্ডগান, কিন্তু সেটার সামর্থ্য মাত্র সাতটা বুলেটের, সে জায়গায় বেরেটার ক্ষমতা পনেরো রাউন্ড গুলি চালনায়। আর সেই বাড়তি আটটা বুলেট অতীতে তাদের অভিযানে অনেক পার্থক্য গড়ে তুলেছিল।

রাস্তায় নেমে গ্রাহাম তার কব্জি-ঘড়ির দিকে চোখ রাখতে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে নব্বই সেকেন্ড অতিবাহিত। দেড়শ গজ দূরে রিজস মিউজিয়াম আলোয় ঝলমল করছিল। সে তার পকেট থেকে ট্রান্সমিটারটা বার করে চারদিক একবার সতর্কতার সঙ্গে দেখে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলো। চামড়ার ব্রীফকেস হাতে একজন মাঝবয়সী ব্যবসায়ী এখন তার একমাত্র লক্ষ্য। লোকটা তার কাছে আসতেই সে তার গায়ের ওপর পড়ে যাওয়ার ভান করল এবং অতি তৎপরতার সঙ্গে সে তার জ্যাকেটের পকেটে ট্রান্সমিটারটা ফেলে দিলো। আর তারপরেই সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য তার কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নিতেই লোকটা মৃদু হেসে আবার পথ চলতে শুরু করে দিলো। হুইটলক আর সাবরিনার ধারণা লোকটা তাদের দিকেই যাচ্ছিল। গ্রাহাম তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে লোকটার ঠিক উল্টোদিক স্ট্যাডশ্যা উডারস্কেডের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে দিলো। লেমারকে তার পথেই যেতে দিলো সে। পিছন ফিরে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো সে। লেমার তাকে অনুসরণ করছে কিনা। লেমারকে সে এর আগে তখনো দেখিনি, তবু সে জানে তার পিছনে কোথাও না কোথাও সে ঠিকই রয়েছে। স্ট্যাডশাউডারস্কেড এবং হফস্ট্রাটের জংশন পেরিয়ে ভন্ডেলপার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে, ১২৩ একর জমির ওপর লেক আর লন ছড়িয়ে আছে সেখানে। আরো খানিকটা পথ এগিয়ে বার্কস্ট্রীটে একটা ওয়্যারহাইউস চোখে পড়ল তার। টয়সগেন যে ওয়্যারহাউসে থাকত ঠিক সেই রকমই দেখতে এই ওয়্যারহাউসটা। তফাত শুধু এটা মরুভূমির মতোই জনশূন্য এবং বাতিলের পর্যায় পড়ে বলা যায়। রাস্তার টিমটিমে আলোয় ওয়্যারহাউসের একটা দরজা দেখতে পেয়ে সে তার আঙুলের টোকা দিয়ে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেলো এবং সেই সঙ্গে একটা ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ হলো, নিস্তব্ধ ঘরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হলো। জানালাগুলো মনে হলো বহুদিন থেকে বন্ধ, একটা ভ্যাপসা গন্ধ ঘরের মধ্যে ম'ম করছিল। সে তার পকেট থেকে বেরেটা বার করে, দূরে দেওয়াল ঘেঁষে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকল সতর্কতার সঙ্গে।

একটা ছায়া পড়ল তার ওপর। কিন্তু লেমার তার কনুই দিয়ে গ্রাহামের মাথায় খোঁচা মারল। সিঁড়ির ওপর তারা দু'জনে ধস্তাধস্তি করার ফলে গ্রাহামের হাত থেকে ছিটকে পড়ল বেরেটা। গ্রাহামের তখন হাত দু'টোই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার যোগ্য। কিন্তু সেই হাত দিয়ে লেমারকে ঘুষি মারতে উদ্যত হলে মাঝপথে বাধা পেলো সে লেমারের কাছ থেকে, কারণ

তার প্রতিপক্ষের হাতটা তখন ভীষণ ভাবে সক্রিয়। তার একটা ঘুঁষিতেই খুবই কাহিল হয়ে পড়ল গ্রাহাম। তার আর একটা ঘুঁষি এসে আঘাত করল গ্রাহামের মাথার ওপর। সে তখন হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। লেমার তখন মরচে ধরা একটা লোহার চেন গ্রাহামের গলায় পেঁচিয়ে ধরে প্রচন্ড জোরে বারবার ঝাঁকুনি দিতে থাকল। গ্রাহাম তার দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটা চেন মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত, কারণ লেমারের অবস্থানটা তখন তার থেকে অনেক ভাল অবস্থায় ছিলো, তাছাড়া সেই মুহূর্তে দেখা গেলো গ্রাহামের চেয়ে বেশি শক্তিধর হয়ে উঠেছিল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল গ্রাহামের। তার তখন মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার সেই অসহায় অবস্থা দেখে এক হাতে তার গলায় বেষ্টন করা চেনটা ধরে অপর হাত দিয়ে লেমার তাব পকেট থেকে সুইচব্রেডটা বার করে সুইচ টিপতেই ছুটির ফলাটা বেশ কয়েক ইঞ্চি উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তারপর একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সে তার হাতের চেনে টান দিতেই গ্রাহামের গলাটার কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে উঠল। আর সেই উন্মুক্ত জায়গায় সে তার উদ্যত ছুরির ফলাটা বিঁধতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার পিছনের দরজায় কে যেন এত প্রচন্ড জোরে লাথি মারল যে, কপাট দু'টো দু'পাশের দেওয়া আছড়ে পড়ল শব্দ করে। লেমারের পিঠ লক্ষ্য করে দু'দুবার গুলি ছুড়ল সাবরিনা তার বেরেটা থেকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য লেমারের ভারি দেহটা স্থির থেকে পরমুহূর্তে সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার ভারি দেহটা তারই স্যাইসব্রেডের ওপর আছড়ে পড়তেই সেটা তার বুকে বিদ্ধ হলো। ওদিকে হুইটলক সাবরিনাকে কাটিয়ে তার হাতের ব্রাউনিং'র নলটা লেমারের গলায় ঠেকিয়ে তার পালস্ পরীক্ষা করে দেখল। স্তব্ধ। আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল সে। সাবরিনা তার বেরেটা পকেটে চালান করে দিয়ে গ্রাহামের কাছে ছুটে গেলো। লোহার চেনটা তখনো তার গলায় জড়ানো। তারপর সে তার গলাটা কোনো রকমে চেনমুক্ত করতে গিয়ে দেখল তার গলায় চেনটা চেপে বসে থাকার দরুন সামান্য একটু ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। সাবরিনা তখন রুমাল দিয়ে তার সেই ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিয়ে গ্রাহামের মুখের দিকে তাকিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করতে থাকে এবং তার ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে মনে মনে।

সাবরিনার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল হুইটলক, 'ও এখন কেমন আছে?'

'ভাল হয়ে উঠবে,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো সাবরিনা। 'ওর গলায় ওই কালশিরার দাগটা মনে হয় কয়েক সপ্তাহ থাকবে।'

এক সময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রচণ্ড জোরে কাশতে শুরু করল গ্রাহাম। সে তার গলার ক্ষতস্থানে হাত দিতে গেলে সাবরিণা তার হাতটা সরিয়ে দিলো। সে জানে গ্রাহাম তার ক্ষতস্থানে হাত ঘষে ক্ষতটা আরো বাড়িয়ে দেবে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে গিয়ে চোখ মেলে তাকাল গ্রাহাম। তারপর সাবরিণা থেকে হুইটলক, সব শেষে মেঝের ওপর পড়ে থাকা লেমারের দিকে তাকাল।

'সে মৃত,' এই বলে ক্রুদ্ধ ভাবে মাথা দোলাল হুইটলক। 'ইদানিং তোমার অদ্ভুত সব আচরণের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলো সাবরিনা। ওর ভবিষ্যৎবাণী ছিলো, এই রকম একটা ভয়ঙ্কর কাজের চমক দেবে তুমি। তাই তুমি হোটেল ছেড়ে আসার পর থেকেই আমরা তোমাকে দূর থেকে অনুসরণ করে এসেছি মাইক। কিন্তু কেন তুমি এমন পাগলামি করলে?

হুইটলকের হাতে চাপ দিয়ে দিয়ে সাবরিনা বলে উঠল, 'ওকে একটা সুযোগ দাও হুইটলক। পরে অভিযোগ করার যথেষ্ট সময় পাবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে গ্রাহামের দিকে হাত বাড়িয়ে হুইটলক বলল, 'তাহলে উঠে এসো বন্ধু, চলো এবার হোটেলে, ফেরা যাক।' এই বলে সে তার হাত ধরতে গেলো।

'থাক, আমি নিজেই যেতে পারব,' ক্লান্ত গলায় ফিসফিসিয়ে বলল গ্রাহাম। 'আমার বন্দুকটা?'

দরজার কাছেই বন্দুকটা পেয়ে গেলো হুইটলক। তারপর সেটা পকেটস্থ করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ট্যাক্সির জন্য। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তারা উঠে বসল হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য।

মিনিট পঁচিশ আমস্টারডাম শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে এসেছে সে পেইন কীলার কেনার জন্য। অল-নাইট কেমিস্টের দোকান থেকে ফিরে এসে হুইটলক শুনল তার ফেরার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাহাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। এবারের ট্রিপটা ব্যর্থ, ভাবল হুইটলক। তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে গ্রাহাম, সে তার নিজের জেদের বশে নিজেই নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। খবরটা কোলসিনস্কিকে দিলে কি হতে পারে, গ্রাহামের পক্ষে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। কোলসিনস্কি আবার ফিলপটকে রিপোর্ট করতে পারে। আগেই অন্য একটা কাজে গ্রাহামের খামখেয়ালি ব্যবহারের জন্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ফিলপট। আর একটা ব্যাপারে তিনি তাকে লিখিত ভাবে সতর্ক করে দিতে পারতেন যার ফলে খবরটা সেক্রেটারি জেনারেলের কানে গিয়ে পৌঁছতে পারত। UNACO'র ব্যাপারে সেক্রেটারি জেনারেল নাক না গলালেও অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রাহামকে সাসপেন্ড করতে পারেন।

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলো হুইটলক। 'হ্যালো, আমি হুইটলক কথা, বলছি।'

'সেরগেই।'

বিছানায় পা দু'টো ছড়িয়ে গ্রাহাম ও লেমারের মধ্যে সংঘর্ষের কথা সংক্ষেপে কোলসিনস্কিকে বলল হুইটলক।

সব শুনে কোলসিনস্কি মন্তব্য করল, 'সে যদি ফাঁদেই পড়ে থাকে, তুমি আর সাবরিনা তাকে উদ্ধার করার জন্য অতো দেরী করলে কেন?'

এটা একটা প্রশ্ন বটে, ভাবল হুইটলক। সে কি তবে সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করবে? তা করলে গ্রাহামের ক্ষতি হতে পারে। যা সে চায় না। নাকি সে তার সহকর্মী গ্রাহামের পাশে দাঁড়াবে, যাকে সে প্রশংসা করে, শ্রদ্ধা করে UNACO'র একজন ভাল কর্মী হিসাবে। তারপর সে আবার এও ভাবল, সত্যি কথাটা বললে গ্রাহামের শাস্তি অনিবার্য এবং পাঁচ

হাজার মাইল দূরে রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করতে পারে। না, সে সুযোগ সে দেবে না তাদের।

'তার জন্যে আমি দায়ী', একটু সময় চুপ করে থেকে বলল হুইটলক। 'লেমার যদি আমাদের দেখতে পায় সাবরিনা আর আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। দূরত্বের ব্যাপারটা আমি ভুল করে ফেলি।'

'শোনো হুইটলক, এরকম ভুল তোমার শোভা পায় না।'

'আমিও তো মানুষ সেরগেই। তবে এ কথা বলতে পারি যে, আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম সেখানে।'

'তা লিবিয়ার কাজের শেষ পরিস্থিতি কি?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'আজই সকালে সেক্রেটারি-জেনারেল তাঁর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।' উত্তরে কোলসিনস্কি বলল, 'কোনো রকম আলোচনায় বসতে চাইছে না লিবিয়ানরা।'

'আর এখনো লিবিয়ানরা জানে না, তারা কারা, কিংবা কোন্ সংস্থার হয়েই বা কাজ করছে তারা?'

'না।'

'তাহলে কখনই-বা আপনারা স্ট্রাইক ফোর্স টু পাঠাচ্ছেন?'

'সেক্রেটারি জেনারেলের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। প্রথমে কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যেতে চান। সেটা ব্যর্থ হলে তবেই—' একটু থেমে কোলসিনস্কি বলল, 'সেক্রেটারি-জেনারেলের বিশ্বাস তিনি যা করছেন ঠিকই করছেন।'

'১৯৩৮ সালে চেম্বারলিন যা করেছিলেন,' টিপ্পনি কাটল হুইটলক।

'দেখ হুইটলক, টেলিফোনে এ ব্যাপারে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। সেক্রেটারি-জেনারেলের সম্মতি ছাড়া এক পাও নড়তে পারি না আমি। আগামীকাল আমার আমস্টারডামে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু ওই যে, সেক্রেটারি-জেনারেলের সম্মতি ছাড়া আমি এখান থেকে নড়তে পারছি না।'

'ঠিক আছে, কাল আমি আবার ফোন করব।'

'চমৎকার। যদি কোনো প্রয়োজন হয়, মোকাবিলা করার জন্য জুরিখ থেকে ওখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।' তারপরেই লাইন কেটে যায়।

লিবিয় সমস্যাটা কি ভাবে যে সমাধান করবেন সেক্রেটারি-জেনারেল, বুঝতে পারছে না হুইটলক। এই মুহূর্তে তার ক্রোধ ক্রমশই বাড়তে থাকে। সে জানে, এই মুহূর্তে মার্টিন কোহেন এবং তার স্ট্রাইক ফোর্স টু সহকর্মীরা কি ভাবছে? তার ক্রোধ ক্রমশ হতাশা এবং অনিশ্চয়তার দিকে গড়াতে থাকে।

নিউ ইয়র্কের দোষ ত্রুটি ছাপিয়ে তার ভাবনা এখন কারমেনকে নিয়ে। তাকে ফোন করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। কিন্তু সে কি এখনো রেগে আছে? ফোন করতে গিয়ে তার মনে হলো অধিক রাত পর্যন্ত হাসপাতালে অপারেশনের কাজ করে থাকে। তাই সে তার হাসপাতালে ফোন করল।

'শুভসন্ধ্যা। ডঃ হুইটলক এখন কনসালটিংরুমে,' একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাবে। রিসেপশনিস্ট লরা এস স্যান্টোস আরো বলল ; 'ঠিক আছে মিঃ হুইটলক, সার্জারিতে আপনার স্ত্রীর লাইন দিচ্ছি।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কারমেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাবে, 'হ্যালো। ডঃ কারমেন হুইটলক কথা বলছি।'

'হাই, আমি কথা বলছি। কেমন আছ তুমি?'

'অবাক লাগছে, তুমি এখনো আমার খোঁজ-খবর নাও?'

'দেখ কারমেন, ফোনে তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না।'

'আমিও চাই না। তুমি আমাকে আর ফোন করো না। নিউ ইয়র্কে ফিরে এলে তখন না হয় আলোচনা করা যাবে। নিজের যত্ন নিও।' বলার পরেই লাইনটা কেটে দিলো কারমেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল হুইটলক। তারপর হট বাথের জন্য বাথরুমে ছুটে গেলো। আবার একটা দীর্ঘ অস্থির রাত্রির মুখোমুখি হতে চলেছে সে।

❑ ছয় ❑

রাতভোর বৃষ্টি হয়েছিল। সূর্য ওঠার তিন ঘন্টা পরেও আকাশে মেঘের ঘনঘটা। পথচারীদের প্রত্যেকের হাতেই হয় বর্ষাতি কিংবা ছাতা। ভ্যান ডেনও তার ব্যতিক্রম নয়। সে তার কাজের জায়গা ফোর্ড ফিয়েস্তায় চিন্তা করছিল, গতকাল মাঝরাতে ফোন করে লেমারের খবর দেওয়া উচিত ছিলো গ্রাহামের। সেই রহস্যময় ইনফরমারকে সে খুন করতে পারল কিনা। কিন্তু ফোন আসেনি। কি হলো, কে জানে? ইনফরমার কি মৃত? নাকি লেমার খুন হলো? কিংবা এও হতে পারে, সে হুমকি দিয়েছিল বেলজিয়াম সীমান্তে চলে যাবে। তাই সে করেনি তো? নাকি তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এই সব প্রশ্নগুলোই তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। যাইহোক, সব থেকে উদ্বেগজনক প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ইনফরমার এখনো জীবিত থেকে তাদের গোপন তথ্য-প্রমাণগুলো গ্রাহামকে জানিয়ে দেয়নি তো। তাই যদি হয়, তাহলে মিউজিয়ামে পৌঁছান মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। একবার সে ভেবেছিল, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সেই মনোভাব বাতিল করে দেয় এই যুক্তি দেখিয়ে, তার বিরুদ্ধে গ্রাহাম যদি কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করেই থাকত তাহলে গতকাল রাতের মধ্যেই তাকে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেপ্তার না করে তার কর্মক্ষেত্র মিউজিয়ামে আসতে যাবেই বা কেন? এই উপলব্ধিটা তাকে চোখের পাতা দু'টো এক করতে পেরেছিল।

মিউজিয়াম স্ট্রীটে গাড়িটা ঘোড়াতেই সে দেখল, প্রধান সিঁড়ির সামনে সিকিউরিটি ভ্যানটা পার্ক করা রয়েছে। ভ্যানের পিছনের দরজাটা খোলা, ঠিক যেমনটি ছিলো সেদিন সকালে, যখন পেইন্টিংটো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিমানবন্দরে। তার প্রাথমিক অনিশ্চিত-চিন্তা শেষ পর্যন্ত একটা দ্রুত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল। তবে কি সেদিন সকালে পেইন্টিংটো ভ্যানে তোলার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল? সেই দৃশ্যটা নিশ্চয়ই নতুন করে ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখা

হয়েছে। কিন্তু কেন? তবে কি সেটা সমুদ্রে ভেসে যাওয়া খড়কুটো আঁকড়ে ধরে রাখার মতো? সে তার গাড়িটা পার্ক করে রেখে নেমে দাঁড়াল।

ভ্যানের পিছনে একটা সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে নজর রাখছিল গ্রাহাম, হুইটলক এবং সাবরিনা। ওদিকে সেই চারজন আসল লোক পেইন্টিং'য় নকল বাক্সটা পর পর তিনবার ভ্যানে তুলল আবার নামাল।

একজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি চান আগের মতো দৃশ্যটা আবার অভিনয় করে দেখাই?'

'হ্যাঁ, ঠিক আগের মতো,' বলল গ্রাহাম।

প্রথমে বাক্সর একটা দিক নিচু করা হলো মেঝের ওপর, তারপর ভ্যানের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো এবং সুনিপুণ ভাবে সেটা যথাযথ স্থানে রাখা হলো। দুজন লোক সেটা ওপর দিকে তুলে ধরতেই অন্য দুজন দড়ি আর ফাঁস দিয়ে সেটা বেঁধে ফেলল নিরাপত্তার দিক থেকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর একজন সিকিউরিটি মুখপত্র বাক্সটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় তাদের।

ব্রুডেনডিকের দিকে তাকায় গ্রাহাম। 'ভাল কথা, আপনি না বলেছিলেন, ভিডিওর ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান ঠিক এখানে দাঁড়িয়েছিল? আশাকরি এখন আপনি নিজের চোখে যা দেখলেন সেটা যথেষ্ট।'

অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে ব্রুডেনডিকের চোখে। ভ্যান ডেনের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'এসব কেন মিলস? টাকার জন্যে?'

ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলল ভ্যান ডেন। 'প্রফেসর ব্রুডেনডিক,আপনি মনে করবেন না—' গ্রাহাম তার সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই চুপ করে গেলো সে। তার সাদা শার্টের ওপর ফিকে হয়ে আসা দাগটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'আমাদের মনে হয় না, আমরা জানি।' গ্রাহাম লক্ষ্য করল, সেই দাগটার ওপর ভ্যান ডেনের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। 'খুবই দুঃখজনক, তাই না?'

'কি রকম—'

'কি রকম?' তার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করে গ্রাহাম বলল, 'এর কারণ লেমার।'

ব্রুডেনডিকের দিকে তাকিয়ে ভ্যান ডেন তার শেষ আশাটা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করল এই ভাবে : 'কে, কে এই লেমার? এসব কি হচ্ছে শুনি?'

'বেশ আমি তোমাকে সব খুলে বলছি,' ব্রুডেনডিকের দিকে চোখে পড়তেই গ্রাহাম বুঝতে পারল, ভ্যান ডেনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের ব্যাখ্যা চাইছে সে। 'হ্যাঁ, গতকাল ভ্যানটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি সহজভাবেই ভেতরে নড়তে-চড়তে পারি। কিন্তু ভিডিও দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, ভ্যানের পাশ থেকে পেইন্টিংটা সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন লোককে গুটিসুটি মেরে যেতে হয়েছে। এর কোনো কারণ যে থাকতে পারে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তাই ওই চারজন লোককে ডেকে এনে সেদিনের সেই পেইন্টিংটা ভ্যানে তোলার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তির করার ব্যবস্থা করি। আমি বাক্সটা ভ্যানে তোলার আগে আমরা চারজন আজ সকালে ভিডিওটা তিনবার দেখেছিলাম, আর প্রতিবারই সেই একই ফলাফল। যে লোকটা আসল পেইন্টিং'র

সামনের অংশটা বাঁধা-ছাঁদা করতে গিয়ে ভ্যানের মধ্যে প্রশস্ত জায়গা পেয়েছিল, অনুরূপ সুবিধে আমিও পেয়েছিলাম। তাহলে কেন এই পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলো ভিডিওতে? এর একটা কারণ হচ্ছে, নকল প্যানেল যা কিনা ভ্যানের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত লাগানো ছিলো, যা কিনা আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়লেও ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়ার কথা নয়। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড সহ ভ্যানের পিছনে বসেছিলে তুমি, আর দরজায় তালা লাগানো ছিলো। এখান থেকে ভ্যানটা স্টার্ট দেবার পর থেকে বিমানবন্দরে পৌঁছনো পর্যন্ত ওই ভাবেই তোমার বসে থাকার কথা। কিন্তু তুমি যখন দেখলে তোমার সঙ্গে পুলিশ এসকর্ট চলেছে, তখন বিমানবন্দরে যাওয়ার মাঝপথে কোথাও পেইন্টিং'র বাক্সটা অদল-বদল করে নিয়ে থাকতে পারো।'

মনোযোগ সহকারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার ফাঁকে ভ্যান ডেন মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আর তার বাঁচার পথ নেই, তার খেলা শেষ। এবার শেষ খেলা খেলতে হবে এদের সঙ্গে, এখান থেকে থামাতে হবে। কিন্তু সে তার গাড়ির সামনে ছুটে গিয়ে দেখল, চালকের আসনের দরজা লক করা। ওদিকে গ্রাহাম তার বদ মতলবটা টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে এবং সজোরে তার পেটে ঘুঁষি মারতেই মাটিতে পড়ে যায় ভ্যান ডেন।

'যথেষ্ট হয়েছে মাইক, আর নয়,' চিৎকার করে উঠে গ্রাহামের হাত ধরে টানল হুইটলক। বিশ্রাম-কক্ষে ভ্যান ডেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো হুইটলক। ওদিকে ক্রুডেনডিক ঘোষণা করল, তার স্টাডিরুমে জবানবন্দী নেওয়া হবে।

ক্রুডেনডিক তাদের অনুসরণ করতে থাকলে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম : 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? জবানবন্দী নেওয়ার সময় আপনার সেখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু সেই পেইন্টিং'র জন্য আমিই দায়ী। তাই সেটার জালিয়াতি কি ভাবে ঘটল, আমার জানার অধিকার আছে বৈকি।' হুইটলক এবং সার্বরিনার দিকে ফিরে তাকাল সে তাদের সমর্থন পাওয়ার আশায়। তারা দু'জনেই মাথা নাড়ল। 'তা অনুমতি পাওয়ার জন্য কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সার্বরিনা : 'আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'প্রধানমন্ত্রী?' হতভম্ব ক্রুডেনডিক হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিতের মতো বলল,'ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি। তা আমার স্টাডিরুমটা আপনাদের কতক্ষণ দরকারে লাগবে?'

ভ্যান ডেনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাহাম ও হুইটলককে করিডর পথে এগিয়ে যেতে দেখার পর ক্রুডেনডিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল। 'এই মুহূর্তে আপনাকে কিছু বলতে বাধ্য নই আমরা। আমাদের তদন্তের রিপোর্ট আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যথা সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রিপোর্টের একটা কপি তিনি আপনাকে পাঠাবেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে তার ওপর।'

সাবরিনা ঘরে প্রবেশ করতেই তার দিকে ফিরে তাকাল ভ্যান ডেন। কোনো ভূমিকা না করেই গ্রাহাম ও হুইটলকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'তোমরা প্রস্তুত?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় গ্রাহাম। তারপর সে তার হাতের ফাউন্টেন পেনটা টেবিলের ওপর রেখে ভ্যান ডেনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার বিশ্বাস, এটা তোমার।'

পেনটা হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে নিয়ে জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল ভ্যান ডেন, 'জীবনে কখনো এটা আমি দেখিনি।'

রাগে উত্তেজনায় ভ্যান ডেনের কলার ধরে গ্রাহাম তার পায়ের কাছে টেনে নামিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'তোমার কাছ থেকে যা জানার সব আমি আদায় করে ছাড়ব। অতএব আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা তোমাকে করতেই হবে। তা না হলে তোমার কি পরিণতি হবে বুঝতেই পারছ—'

গ্রাহামের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ভ্যান ডেন বলল, 'আপনি বেশ ভাল করেই জানেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনি আনতে যাচ্ছেন, তার কোনো প্রমাণই নেই আপনার কাছে। আদালতে আপনার মতবাদ ধোপে টিকবে না?'

'কিন্তু লেমারের স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে দেবে,' গ্রাহামের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল হুইটলক।

'আমার যা নাম, সেই নামে সে আমাকে জানে না ......' কথাটা বলে ফেলেই চমকে উঠল ভ্যান ডেন। এ কি করল সে! ভ্যান ডেন এখন ভাবছে, তাহলে অন্য কোন্ নামে সে আমাকে চেনে, স্বভাবতই এই প্রশ্নটা ওদের মনে জাগতে পারে। ভ্যান ডেনের আশঙ্কা এখানেই।

ভ্যান ডেনের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসতে গিয়ে হুইটলকের ঠোঁটে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

অদূরে টেলিফোনের দিকে ভ্যান ডেনের দৃষ্টি ঘোরাফেরা করে। 'কোনো কিছু বলার আগে আমি আমার উকিলের উপস্থিতি চাই এখানে।'

'পুলিশের জেরার সময় তুমি তোমার উকিলকে কাছে পেতে পারো, তার আগে নয়,' উত্তরে সাফ জানিয়ে দিলো হুইটলক।

'এখানে আমার উকিলকে পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আমার আছে!' ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল ভ্যান ডেন।

তার কথায় সায় দিলো হুইটলক। 'নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রেখ তাকে এখানে ডাকার আগে তুমি যা বলবে তার একটা রিপোর্ট পুলিশকে দিতে হবে, আর সেটা হবে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারির রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট থেকে আমরা কি কি রাখব, কিংবা কি বাদ দেবো, সেটা আমাদের মর্জি। তারা জানে না কে টয়সাগেনকে হত্যা করেছে, কিন্তু আমরা জানি। তারা জানে না কোন্ অস্ত্র দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানি। তোমার আর লেমারের মধ্যে যোগসাজসের খবর তারা জানে না, কিন্তু আমরা জানি। এই সব তথ্য-প্রমাণগুলো চেপে যাওয়ার তফাতটা হলো তোমার মৃত্যুদণ্ড আর দশ বছরের জেল হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক সেটা।'

'লেমারের স্বীকারোক্তি কি শুনি?'

'লেমার কখনোই স্বীকারোক্তি দেয়নি। সে মৃত।' ভ্যান ডেনকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল হুইটলক। 'অতএব বুঝতেই পারছ, তোমার নিজেরই স্বার্থে আমাদের সঙ্গে তোমার সহযোগিতা করা উচিত!'

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত ভ্যান ডেন ভেঙ্গে পড়ল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব।'

সাবরিনা তার ব্যাগ থেকে সোনি মাইক্রো-ক্যাসেট প্লেয়ারটা বার করে হুইটলক আর ভ্যান ডেনের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল। ক্যাসেট প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়ে হুইটলকই প্রথমে প্রশ্ন করল, 'পেইন্টিংটা চুরি করার জন্য কে তোমাকে ভাড়া করেছিল?'

'অ্যাম্রে ড্র্যাগো।'

গ্রাহাম ও সাবরিনার মতো এ নাম এর আগে কখনো শোনেনি হুইটলক। যাই হোক, তার পরবর্তী প্রশ্ন 'তার সম্পর্কে কি তুমি জানো বলো?'

'আমি কেবল জানি, মার্টিন স্ক্র্যাডার নামে একজন মাল্টি মিলোনীয়ারের পার্সোনাল সেক্রেটারি সে।'

'স্ক্র্যাডার?' বিড় বিড় করে বলতে গিয়ে চিন্তা করল হুইটলক। 'নামটা যেন শোনা শোনা '

সাবরিনাও ভাবছিল তখন, সেও যেন নামটা শুনেছে কোথাও, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না।

'সত্যি, তোমাদের স্মৃতিশক্তি কতই না দুর্বল,' হুইটলক ও সাবরিনার মুখের ওপর পালা করে একবার দৃষ্টি ফেলে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল গ্রাহাম, 'মনে আছে, ১৯৭৯ সালে রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করার মাস খানেকের মধ্যে ইউরোপিয় বিজনেস কমিউনিটির মধ্যে একটা বিরাট স্ক্যান্ডাল ছড়ানর কথা? ইউরোপিয় কাস্টমস অফিসাররা তদন্ত করতে গিয়ে একটা জার্মান অস্ত্র কোম্পানি হেক্ট'এর নাম প্রকাশ করে দেয়। তাদের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়, সেই কোম্পানি আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য কেমিক্যাল অস্ত্র বিক্রী করেছিল রাশিয়ানদের। এর ফলে সেই কোম্পানির বোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর তার মালিক মার্টিন স্ক্র্যাডার জলের দরে তার কোম্পানিটা বিক্রী করে দেয়। আমার কাছে সর্বশেষ খবর হলো, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে।' চকিতে একবার ভ্যান ডেনের দিকে তাকিয়ে গ্রাহাম জিজ্ঞেস করল, ' সে এখন কোথায়?'

'রিও ডি জেনিরোয়।'

'তার সঙ্গে তুমি কি কখনো মিলিত হয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'না। সবকিছুই দেখাশোনা করত ড্র্যাগো।'

'আর টয়সগেনকে মনোনীত করেছিল কে?' এবার জানতে চাইল হুইটলক।

'স্ক্র্যাডার। অবশ্য টয়সগেনকে সামনা-সামনি আগে দেখেনি সে। যেমন বলেছি, ড্র্যাগোই সব কিছু দেখাশোনা করত। পেইন্টিংটা জালিয়াতি করার জন্য টয়সগেনকে রাশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছিল। সব থেকে ভাল জালিয়াত ছিলো সে মস্কোয়, আর রেমব্র্যান্ড ছিলো তার প্রিয় শিল্পী।'

'আমার এবারের প্রশ্ন হলো, হ্যামিলটন আর লেমারকে ড্র্যাগো কি ভাড়া করেছিল?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'না, ও কাজ আমার। আমস্টারডামের পুরো অপারেশনের ভার আমাকে দিয়েছিল ড্র্যাগো। আমার প্রথম কাজ ছিলো টয়সগেনের জন্য একটা ফটোফ্রেমের যোগান, যা দিয়ে সে পেইন্টিং

'র পিছন দিকটা নকল করতে পারে। তারপর আমি হ্যামিলটনকে অনুরোধ করি। আর সে তখন সীশার্সের পেইন্টিং এনে হাজির হয়। একেবারে নিখুঁত ছিলো সেটা।'

'টরসগেনকে হত্যা করার মতলবটা কার ছিলো?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

ভ্যান ডেন তার রুক্ষ চুলে আঙুল বোলাতে থাকে। 'যখন আমি জানতে পারলাম, আপনারা তার খোঁজ করছেন, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তার দেখা পেলে আপনারা তার কাছ থেকে গোপন সব খবর জেনে নেবেন। তাই তার মুখ একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল আমাকে। বিশ্বাস করুন, এ আমি চাইনি, সত্যি আমি চাইনি। নেহাতই বাধ্য হয়ে—'

তাই তুমি লেমারকে বলেছিলে তাকে খুন করার জন্য?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

মাথা নাড়ল ভ্যান ডেন।

'আচ্ছা কেপলারকে নিয়োগ করলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন খুনের সঙ্গে আমার জড়িত থাকার সব নথিপত্র আপনি সরিয়ে ফেলবেন, মনে আছে তো?'

'আগে প্রশ্নের উত্তর দাও,' ভ্যান ডেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ স্বরে হুকুম করল গ্রাহাম। 'বলো, কি ভাবে কেপলারকে নিয়োগ করলে?'

'আমি নয়, ড্র্যাগোই তাকে নিয়োগ করেছিল।'

নিজের মনে ভ্যান ডেনের স্বীকারোক্তি সমর্থন করল হুইটলক। আগের দিন ভ্যান ডেনের সঙ্গে তার আলোচনার কথা মনে পড়ল হুইটলকের। ভ্যান ডেন নিজের মুখে বলেছিল, 'পরে, আরো কন্ট্রাক্ট পাওয়ার আশায় পেইন্টিংটা বিমানবন্দরে নিখরচায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কথা দিয়েছিল কেপলার।'

'তার মানে তুমি আর দু'জন প্রহরী বিমানবন্দরে যাওয়ার মাঝপথে আসল পেইন্টিং'এর বাক্সটা সরিয়ে নকল বাক্সটা রেখে দিয়েছিল, যা আগে থেকেই ভ্যানে তুলে রেখেছিল। নকল পেইন্টিংটা বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়ে মিউজিয়ামের ফেরার পথে কেপলার পুলিশ এসকর্টের সাহায্য নেয়নি। সেই সুযোগে তখন নকল প্যানেলগুলো খুলে ফেলে ভ্যান থেকে সরিয়ে ফেলেছিলে। আমি ঠিক বলেছি কিনা?

'হ্যাঁ।' উত্তরে স্বীকার করল ভ্যান ডেন।

'এই কর্মের জন্য কত টাকায় রফা হয়েছিল? আর কতটুকুই বা আপনার পরিশ্রম মূল্য।'

'দশ মিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে এক মিলিয়ন ডলার অ্যাডভান্স করেছিল কেপলার, বাকি টাকাটা পাওয়া যাবে পরে জালিয়াতির কাজ শেষ হলে। সেই টাকাটা সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। টরসগেনও পেয়েছে দেড় মিলিয়ন ডলার। আর আমস্টারডামে আমার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছিল ড্র্যাগো। সেই থেকে লেমার আর হ্যামিলটনকে তাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলাম। তবে কেপলার কিংবা তার প্রহরীদের ব্যাপারটা আমি জানি। আমার ধারণা ড্র্যাগো নিজে তাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে থাকবে।'

'এত সব খরচ মিটিয়ে পেইন্টিংটার জন্য স্ক্যাভারাকে নিশ্চয়ই অনেক দরদস্তুর করতে হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।'

'যাবতীয় খরচ সহ বাড়তি সাড়ে-দশ মিলিয়ন ডলার সে পেয়েছিল,' সংশোধন করে দেয় ভ্যান ডেন।

'আচ্ছা, নকল পেইন্টিং যে আবিষ্কৃত হয়েছে, এ খবর ড্রাগো জানে?' নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করল সাবরিণা।

মাথা নাড়ল ভ্যান ডেন। 'না। সে বলেছিল, নকল পেইন্টিংটার খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে সারাবিশ্ব জুড়ে টি. ভি. এবং সংবাদপত্রে হেডলাইন হয়ে যাবে। তবে গোপন তদন্তের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায়নি সে।'

'প্রতিপক্ষের অতি আত্মবিশ্বাস আমি ভালবাসি,' হেসে বসল গ্রাহাম, 'এই কারণে যে, সব সময় একটা না একটা ভুল তারা ঠিক করবেই!'

'এই পেইন্টিং চুরি বা জালিয়াতি করার খবরটা তোমার স্ত্রী জানে?' জানতে চাইল হুইটলক।

মাইক্রো-ক্যাসেট প্লেয়ারের দিকে অপরাধীর মতো তাকাল ভ্যান ডেন। 'না। আমার ইচ্ছে ছিল তাকে ছেড়ে সেই টাকা নিয়ে নতুন করে আমি আমার জীবন শুরু করব। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ অনেক বছর হয়ে গেলো। আমি কি করলাম, এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না সে।'

'এবার ড্রাগোর বিবরণ দাও,' নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করে ভ্যান ডেনকে জেরা করার ওপর মনোনিবেশ করল হুইটলক।

'সবে তিরিশ পেরিয়ে থাকবে। সব সময় সাদা পোশাক পড়তে অভ্যস্ত সে। পোশাকের সঙ্গে চুলটা তার বেশ ভালই ম্যাচ করে। তার পাতলা গড়নের মুখে ওয়ার-রিমড চশমা ভালই মানায়। মুখে তার হাসি প্রায় সব সময়েই লেগে থাকে, কিন্তু তার চোখে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় না। অনুভূতি শূন্য চোখ।' টেলিফোনের দিকে তাকাল ভ্যান ডেন। 'আমি যা জানি, সবই তো আপনাদের বললাম। এখন পুলিশকে বলতে যাবেন না?'

'এই পর্যায় তারা এ কেসে নিজেদের জড়াতে চাইবে না,' উত্তরে বলল হুইটলক। 'এখন থেকে ঘরে নজরবন্দী হয়ে থাকবে তুমি যতক্ষণ না আসল পেইন্টিংটা উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। আর তারপরেই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে পুলিশের কাছে।'

'সেটা তো আইন বিরুদ্ধ!' তিক্তস্বরে বলল ভ্যান ডেন। 'আমার উকিল পাল্টা অভিযোগ আনবে আপনাদের বিরুদ্ধে! আমার নিজের বাড়িতেই আমার ইচ্ছে মতো স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবো না, এ হয় নাকি? এও তো একটা অপরাধ অবশ্যই!'

'তোমার সুবিধে মতো ব্যাপারটা তুমি এ ভাবে সহজ করে নিতে পারো না,' বলল হুইটলক। 'আমি ভেবেছিলাম, ইতিমধ্যে আমরা একটা ব্যবস্থায় পৌঁছতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, পেরেছিলাম বৈকি, কিন্তু আপনারাই ঘটনাটাকে আপনাদের প্রয়োজন মতো সাজাতে চাইছেন।'

'তা তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নতুন খেলা খেলতে শুরু করো,' অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল গ্রাহাম, 'তাহলে আমরা দেখব, জেলে যাওয়ার আগেই তোমাকে একটা মার্কামারা আসামীতেপরিণত করা যায় কিনা! এ আমি শপথ নিয়ে বললাম।'

ভ্যান ডেন তার হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ' ঠিক আছে, আপনারা যা চান তাই আমি করব।'

গ্রাহাম এবং হুইটলক তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এলো। ওদিকে পিটার ডি জংকে ফোন করল সাবরিনা। প্রতিশ্রুতি দিলো সে, ভ্যান ডেনের বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করবে সে, আর এখনি। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর থেকে মাইক্রো-ক্যাসেট প্লেয়ারটা তুলে নিলো সে। তারপর দ্রুত তাদের অনুসরণ করল সে।

জুরিখে UNACO'র সেল্‌স কোম্পানির একজন হয়ে সিফোল এয়ারপোর্টে সেবনা 340 বিমান থেকে অবতরণ করে রাণওয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জ্যাকুইস রাস্ট। রাণওয়ে থেকে সোজা পার্ক হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কালো রঙের একটা মার্সিডিজ গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

বিয়াল্লিশ বছরের রাস্ট একজন ফরাসী। কালো পাতলা চুল, ছোট ছোট করে ছাঁটা, হাল্কা নীল চোখ, সব মিলিয়ে শাঁতিমতো সুপুরুষ বলা যায় তাকে। বছর পনেরো ফ্রেঞ্চ সার্ভিস ডি ডকুমেন্টেশনে কাজ করার পর UNACO-য় যোগ দেয়। সেখানে হুইটলকের সঙ্গে কাজ করেছিল সে। ফিলপট বাজেট বাড়িয়ে দেওয়ায় দশটা থেকে কুড়িটা অপারেটিভ টিম গঠন করার অনুমতি পায় রাস্ট এবং এর থেকেই বিপ্লবাত্মক স্ট্রাইক ফোর্স টিমের জন্ম হয়। রাস্ট এবং হুইটলকের সঙ্গে সাবরিনাকে কাজ শেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তাদের সব কাজেই পূর্ণ সমর্থন ছিলো ফিলপট এবং কোলসিনস্কির। ছমাসে দশটা টিমের মধ্যে স্ট্রাইক ফোর্স থ্রী অত্যন্ত পেশাদার টিমে পরিণত হয়ে যায়। রাস্টের বিশ্বাস ছিলো, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। গ্রাহাম আগে পথে পথে ঘুরে বেড়াত ভবঘুরের মতো, সে এখন এখানকার কাজে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত।

বছর খানেক পরেই ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক ড্রাগ চোরা চালানকারীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য স্ট্রাইক ফোর্স থ্রীকে মার্সিলেসে পাঠানো হয়। সেখানে সাবরিনা তার সাথী হয়। একদিন রুটিন মাফিক একটা ডকে চেকিং'এর সময় উত্তেজিত স্মাগলারদের খপ্পরে পড়ে যায় রাস্ট। তার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে তারা, ফলে তার পিঠের শিরদাঁড়া জখম হয় এবং কোমর থেকে পা পর্যন্ত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কম্যান্ড সেন্টারে সিনিয়র অ্যাডভাইসার হিসেবে পদোন্নতি করা হয় তাকে। কিন্তু ইউরোপিয় অপারেশনের প্রধান কার অ্যাক্সিডেন্টে নিহত হওয়ার পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় রাস্ট। তাতে UNACO'র ভেতরের লোকেরা বিস্মিত হয়। কারণ তাদের ধারণা ছিলো সেই পদে আসীন হবে কোলসিনস্কি। ইউরোপিয় কাজকর্মে দক্ষতা দেখিয়ে ইউরোপিয় অপারেশনের প্রধান হিসেবে বছর খানেক পরে সে তার সমালোচকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়।

পার্ক হোটেলের সামনে এসে থামল মার্সিডিজ। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বুট খুলল। রাস্টের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী পোর্টেবল হুইল-চেয়ার সে বার করল ঘর থেকে।

ডোরম্যান দূর থেকে রাস্টকে হুইল-চেয়ারে চড়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে দিন স্যার!'

'না না, আমি একেবারে অযোগ্য নই।' রাস্টের মুখে বিষণ্ণ হাসি। 'আমি নিজেই চলে যেতে পারব। সে যাইহোক, ধন্যবাদ জানাই আপনাকে।' এই বলে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে হুইল-চেয়ারের ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে সেটার মুখটা হোটেলের দিকে ফিরিয়ে দিলো।

'খুব বেশি দেরী করব না,' চালকের কাছ থেকে এ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বলল রাস্ট। তারপর রিসেপসনিস্টের কাছে গিয়ে সাবরিনার রুম-নম্বরটা জিজ্ঞেস করতেই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলো সে। লিফট থেকে সাবরিনার ঘর খুব কাছেই। দরজায় মাত্র একবারই নক্ করল সে।

দরজা খুলে রাস্টকে দেখা মাত্র তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে তার দুই চিবুকে চুমু খেলো সাবরিনা। 'তোমাকে দেখলেই সব সময় কেমন যেন একটা বাড়তি প্রেরণা পেয়ে যাই।' গদগদ হয়ে বলে উঠল রাস্ট।

'অযথা প্রশংসা হয়ে যাচ্ছে না?' উপহাসের ছলে বলে রাস্টের দিকে তাকাল, তার চোখে ভৎর্সনা। 'তা আপনার ফ্লাইট কিরকম হলো?'

'সৌভাগ্যবশত অঘটন কিছু ঘটেনি।' টেলিভিসন সেটের পাশে বসল সে। সামনেই একটা ছোট্ট ফ্রীজ। নিজেই ফ্রীজ থেকে পেপসির একটা ক্যান বার করে চুমুক দিলো রাস্ট। 'সেই সাহসী জোড়ামানিক কোথায়?'

'আমি তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি,' বলল সাবরিনা।

গ্রাহামই প্রথম ঘরে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে করমর্দন করে তাব গলাব ক্ষতস্থানে হাত বোলাতে গিয়ে রাস্ট বলল, 'এটা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে মাইক।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গ্রাহাম : 'এই সব কাজে আমরা যে ঝুঁকি নিয়ে থাকি, এটা তারই একটা চিহ্ন মাত্র।'

'আমাকে মনে করিয়ে দিও না,' বিড়বিড় করে বলল রাস্ট। এই সময় দরজায় আবার নক্ করার শব্দ হলো, ওই বোধহয় হুইটলক এলো।

'এসো হুইটলক,' আহ্বান জানাল সাবরিনা।

ঘরে ঢুকেই রাস্টের দিকে দাঁত বার করে হাসল হুইটলক, 'কেমন আছ জ্যাকুইস?'

'যেমন চিরদিন থাকি—'

করমর্দনের পর রাস্টকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল হুইটলক, 'এই কেসে সেরগেই কি তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।' রাস্টের হাসির মধ্যে বুঝি-বা একটু বিরক্তি প্রকাশ পেলো। 'আজ সকালেই তার কাছ থেকে টেলেক্স মেসেজটা পেয়েছি, সেটা তোমাদের দেখা উচিত ছিলো।' এ্যাটাচি কেস থেকে টেলেক্স মেসেজটা বার করে হুইল-চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর রাখল রাস্ট তাদের দেখার সুবিধের জন্য। 'ক্ল্যাভার আর ড্রাগোর অতীত কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে আমরা তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি। যা আকর্ষনীয়। হেন্ট ফার্মে ক্ল্যাভারের সিকিউরিটি চীফ ছিলো হর্স্ট কেপলার। আমস্টারডামে তার সিকিউরিটি ফার্মের মালিক ক্ল্যাভার নিজেই।'

'পেইন্টিং চুরিতে অভিযুক্ত কেপলারের দু'জন কর্মচারীর খবর কি?' গ্রাহাম জিজ্ঞেস করল, 'কোনো খবর-টবর আছে?'

'হ্যাঁ আছে,' রাস্ট তার হাতের ফোল্ডারটা আবার খুলল। 'বত্রিশ বছর বয়সী আরনেস্ট ভেরি একবার একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে অভিযুক্ত হয়ে সাত বছরের জেল খাটে। বছর দুই আগে কেপলার তাকে নিয়োগ করেছিল।'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে একজন অভিযুক্ত সিকিউরিটি ফার্মে চাকরি করত?' হুইটলকের মুখে সন্দেহের ছায়া কাঁপে।

'এ তো তবু ভাল হুইটলক,' ফোল্ডারের ওপর আর একবার চোখ রেখে রাস্ট বলল, 'দ্বিতীয় ব্যক্তি রুডি অষ্টারহুইস, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। একটা সিকিউরিটি ভ্যান আটক করার অপরাধে তার আঠার বছর জেল হয়, তার মধ্যে মাত্র ন'বছর জেল খেটেছিল সে। এগারো মাস আগে জেল থেকে খালাস পাওয়ার মাত্র চারদিন পরে কেপলার তাকে নিয়োগ করেছিল।'

'জেলে থাকার সময় তারা নিশ্চয়ই কেপলারের মনের কথা জেনে গিয়েছিল। জেল থেকে খালাস পাওয়ার পরেই সে তাদের নিয়োগ করে।'

'হ্যাঁ, দেখেশুনে তাই তো মনে হচ্ছে,' তার কথার সঙ্গে একমত হলো রাস্ট। 'লেমার আর টয়সগেনের মৃতদেহের ভার আমরা নিয়েছি। ট্রায়ালের সময় তাদের মৃতদেহ আনা হবে। লেমারের কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধু ছিলো না। আমাদের একজন তার ফ্ল্যাটের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে, যদি কোনো মিল্কম্যান কিংবা খবরের কাগজের হকার দুধ বা কাগজ দিতে আসে।'

'আমি জানি। একজন লোক টয়সগেনকে হারাবে,' এই বলে বোহেমার রেস্তোরাঁয় বারম্যান সম্পর্কে বাখ্যা করতে থাকে গ্রাহাম।

গ্রাহামের পর্যবেক্ষণ নোট করল রাস্ট। আমার চোখ-কান খুলে রাখব মাইক। কিন্তু এতে যে কেসের ওপর কোনো প্রভাব বাড়তে পারে বলে আমার মনে হয় না। এমন কি টয়সগেনের কাছে যে বারম্যানের রিপোর্ট করার কথা ছিলো, সে যদি তাকে হারিয়েও থাকে, তবু স্কোয়াডার কখনো তাকে খুঁজে পাবে না। এ আমি তোমাকে বলে রাখছি।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা ধরল সাবরিনাই। 'হ্যাঁ, আমি সাবরিনা কথা বলছি।'

'আমি পিটার ডি জোসেফ কথা বলছি। জ্যাকুইস আছে ওখানে?'

'এক মিনিট,' মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রাস্টের উদ্দেশে সাবরিনা বলল 'কার ফোন।'

ভুরু কুঁচকে সাবরিনার কাছে হুইল-চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে রিসিভারটা তুলে নিলো রাস্ট। ফোনে কথা বলতে গিয়ে তার মুখটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল। থমথমে, বিষণ্ণ এবং শেষ পর্যন্ত ডি জংকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

'ভ্যান ডেন মৃত।'

'মৃত?' চিৎকার করে উঠল সাবরিনা, 'কিন্তু কি ভাবে?'

'আত্মহত্যা করেছে সে। বাথরুমে গলায় টাই লাগিয়ে তাকে শাওয়ারে ঝুলতে দেখা গেছে। তাই স্বভাবতই একটা ঘরোয়া তদন্ত হবে, কি ভাবে একটা টাই তার কাছে আগল হয়ে গেলো?

তবে একজন প্রহরীর কাছে মৃত্যুর আগে সে তার স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে এই বলে যে, ইতিমধ্যে সে যদি চিহ্নিত হয়ে থাকে, তাহলে জেলে যাওয়া অনিবার্য। কিন্তু কেনই বা সে এ ধরনের কথা বলল?'

'নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকাটা তার পছন্দ হয়নি, তাই আমি তাকে শাসিয়েছিলাম এই বলে যে, সে যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তাহলে সে খুনের ব্যাপারে চিহ্নিত হবে। তার জেলে যাওয়ার আগেই আমরা সেটা নিশ্চিত প্রকাশ করার চেষ্টা করব। হয়ত সেই কথা শুনেই ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে সে।' এই কথা বলে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রাহাম।

'হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা তার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকবে,' রাস্টের উত্তরটা কেমন যেন চাঁচাছোলার মতো শোনাল।

'অবশ্যই স্বীকার করতে হবে জ্যাকুইস,' হুইটলক তার প্রাক্তন সঙ্গীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আরো বলল, 'চার্টারের সেকশন 4b বলছে : "কোনো সন্দেহভাজন আসামীকে বাইরে ছেড়ে রাখলে তদন্তের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কিংবা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণপত্র লোপাট করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে গৃহবন্দী করে রাখা যেতে পারে।" কিন্তু আইনেও তাকে গৃহবন্দী করে রাখার মতো তেমন জোরাল যুক্তি আমার দেখাতে পারি না। তাই আমাদের তদন্তের কাজের সুবিধের জন্য যে কোনো উল্টোপাল্টা কাজ আমাদের করতে হয় অবস্থা বুঝে। সেজন্যে তুমি যেন আমাদের ওপর দোষারোপ করো না। ওদিকে কিন্তু আইনজ্ঞ এই অবিচারের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং UNACO'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তারা সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনাটা প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।'

'না, না তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কেনই বা অভিযোগ করতে যাবো? সেকশন 4bকে ঘিরে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মনে রেখ, এক সময় তোমাদের মতো আমিও ফিল্ডে ছিলাম। আমার এখন একটাই চিন্তা কর্নেলকে নিয়ে, আমার রিপোর্ট পেলে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা অনুমান করলেই আমার গা শিউরে উঠছে এখন। তুমি তো জানো, কাজের সাফল্য পাওয়ার জন্য মাইক কেমন কঠোর ভাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করে থাকে। সেটা আদৌ পছন্দ করেন না কর্নেল।"

'তাঁকে অতসব জানানর কি দরকার?' রাস্টের দিকে তাকিয়ে বলল সাবরিনা।' যে কারণেই হোক ভ্যান ডেন ঠিকই আত্মহত্যা করত। "চিহ্নিত ব্যক্তি" বলতে কি যে বোঝাতে চেয়েছিল, কেই বা জানে?' 'কোনো কিছুই আমি লুকাতে চাই না,' রাগতস্বরে বলে উঠল গ্রাহাম। 'সত্য কথাই বলুন তাঁকে। লুকাবার কিছুই নেই আমার।'

গ্রাহামকে থামিয়ে দিয়ে রাস্ট তখন ভাবছিল, সাবরিনার পরামর্শ মতোই সে তার রিপোর্ট পাঠাবে কর্নেলের কাছে।

'আচ্ছা, এদিকটা না হয় সামলানো গেলো, কিন্তু স্ক্যাডার আর ড্রাগোর কোনো খোঁজ পেলে?' অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

পেপসীর গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে রাস্ট বলতে থাকে, 'আমার বিশ্বাস, স্ক্যাডার তার ফার্মটা বিক্রী করে দিয়েছে। মাইকের খবর খাঁটি সত্য। তাছাড়া তাদের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের একটা স্কেচ আমি তৈরী করেছি বিমানে তোমাদের পড়ার জন্য। ড্রাগোর নাম আমরা কমপিউটারের

মাধ্যমে প্রচার করেছি, কিন্তু উত্তরটা হলো একটা বিরাট শূন্য। মনে হয়েছে, বুঝি বা তার কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই আমরা তখন ল্যাংলের সঙ্গে যোগাযোগ করি, এই আশা নিয়ে যে, যদি তার সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারে। জানা যায় পাঁচ বছর আগে পশ্চিমে তার বিদ্রোহ করার আগে চেক ইনটেলিজেন্সে সে ছিলো সামান্য একজন ক্লার্ক। CIA তার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিলে সে তখন রিওতে যায় এবং গত চার বছর ধরে স্ক্যাডারের সঙ্গে কাজ করছিল সে। রিওর তোমাদের যোগাযোগকারিণী বিস্তারিত আরো খবর দিতে পারবে তোমাদের। স্ক্যাডারের ব্যক্তিগত বন্ধু সে। তার নাম সিওভান সেন্ট জ্যাকুইস।'

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে,' দাঁত বার করে হাসল হুইটলক।

'CIA থেকে আমরা তাকে ধার হিসেবে পেয়েছি।'

'খুবই চমৎকার। ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল গ্রাহাম। 'ধার করা জিনিষ? দেখা যাক কতটাই বা সে তীক্ষ্ণ ও চৌখস।'

'না! না দক্ষিণ আমেরিকায় সম্ভবত সে একজন খুবই ভাল এজেন্ট। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, CIA অপারেটিভদের তুলনায় সিওভান এখনও একজন প্রাথমিক স্তরের হলেও, UNACO'র প্রয়োজনে চাইলে আমরা তাকে পেতে পারি।'

'কিন্তু মেয়েটি বিশ্বাসযোগ্য তো?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'কেসটার ব্যাপারে অতি সংক্ষেপেই তাকে বলা হয়েছে। তবে তাই বলে এই নয় যে, তার সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে বলা হবে। তার কাজ হলো সেখানে স্ক্যাডারের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ব্যস এই পর্যন্ত।

'আমরা কখন যাচ্ছি?' জানতে চাইল হুইটলক।

'আজ সন্ধ্যা ছটায়।' রাস্ট তার এ্যাটাচি কেস খুলে তিনটে সীল করা খাম বার করল। 'ডাকারা এবং রিওয় যাওয়ার সাড়ে-সাতটায় KLM ফ্লাইট। কাল সকালে তোমরা পৌঁছে সেখানে শহরের সব থেকে দামী হোটেল মেরিডিয়েনে তোমাদের বুকিং হয়েছে। দামী হোটেল এই কারণে যে, নিউ-ইয়র্কের ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে তোমরা যাচ্ছ।' একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ো রাস্ট আরো বলল, 'আর দেখ মাইক, তোমার স্ত্রীর ভূমিকায় সাবরিনা যাবে সেখানে। ধরে নাও, তোমরা সেখানে হনিমুনে যাচ্ছ. আমি দুঃখিত মাইক, কিন্তু এটাই একমাত্র পথ। ক্যারির অমন ঘটনার পর তোমাকে সাবরিনার ভূমিকায় কাজ করতে বলা মানে এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। তবু—'

স্ত্রীর নাম উল্লেখ করতেই তীক্ষ্ণ-স্বরে বলে উঠল গ্রাহাম, 'এ তুমি কিসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছ জ্যাকুইস?' তারপর সাবরিনার দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'আমরা তাই করব। এটা হলো আমাদের দেশের কাজ, তার বেশি কিছু নয়।' মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবরিনা।

'বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া তোমার বন্ধুর মতো ভান করবে সিওভান,' সাবরিনাকে বলল রাস্ট। 'স্ক্যাডারের নিজস্ব ক্লাব, "রিভিয়েরা ক্লাবে" তোমরা নিমন্ত্রিত হয়ে যাবে সিওভানের অতিথি হিসেবে, তা না হলে ঢুকতে পাবে না সেখানে। প্রতিবছর কার্নিভাল পার্টি দেয় স্ক্যাডার। তবে তোমরা রিওয় গেলে তোমাদের করণীয় কি কাজ হবে সে বুঝিয়ে দেবে।

দরজার দিকে তাকাল রাস্ট। কফির টেবিলে তিনটি ম্যানিলা খাম রাখল তাদের জন্য। তারপর ব্রীফকেস থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বার করে সাবরিনার হাতে তুলে দিলো। বাক্সটা খুলল সাবরিনা। আর তখনি তার চোখের সামনে আঠারো ক্যারাট সোনার একটা বিয়ের আংটি। 'খুব সুন্দর,' নরম গলায় বলল সাবরিনা।

'আমার ধারণা, এটা একটা অবলম্বন,' প্রতিশোধ নিলো রাস্ট। রাস্টের বিরোধিতা করার অর্থ বুঝতে পারল সাবরিণা। গ্রাহামের মতো সে-ও তার প্রিয়তমাকে হারিয়েছিল। সে এক বড় দুঃখের কাহিনী। প্যারিসে সে যখন সেখানকার ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করত, তখন সেরেলিন মারভিন-এর সঙ্গে মিলিত হয়। একটা ড্রাগ কেসে মেয়েটি সাক্ষী হয় এবং সেই মামলায় রাস্ট তাকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করে। মারভিন চাকরি করত প্যারিসের গ্যালারিস লাফেয়েটি ডিপার্টমেন্টে, সেই চাকরি ছেড়ে সে চলে আসে নিউইয়র্কে রাস্টের সঙ্গে। রাস্ট তখন UNACO'র চাকরিতে যোগ দেয়। তখন তারা কেউই কাউকে বিয়ে করতে চায় না। তাই তারা দু'জনে এক সঙ্গে বাস করতে থাকে। তারপর একটা দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায় রাস্ট। সেই অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে যায় মারভিন, রাস্ট তখন হাসপাতালে। সর্বশেষ খবর থেকে জানতে পারে রাস্ট, একজন সুইস স্কীয়ারের সঙ্গে বসবাস করছে মারভিন।

হঠাৎ সাববিনা লক্ষ করল, তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রাস্ট। তার মুখে বিষণ্ণ হাসি। 'তুমি কি মারভিনের কথা ভাবছিলে?'

'আংটিটা মনে পড়িয়ে দিলো তার কথা।'

'এবং আমাকেও!' দুঃখের মাঝেও ক্ষণিকের আনন্দানুভূতিতে হাততালি দিয়ে উঠল রাস্ট। 'সে যাইহোক, এখন তোমাদের ফ্লাইটের জন্যে তৈরী হতে হবে, আর আমাকেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে জুরিখে। এখন স্ট্রাইকফোর্স টু টিমের আলজিরিয়ায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। গতকাল রাতে তারা যাত্রা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা হলো আজ রাতে লিবিয়ায় রওনা হওয়া।' রাস্ট তার হুইলচেয়ার চালু করে দিলো। ' তোমাদের জন্যে আমার শুভেচ্ছা রইল।' তারপর গ্রাহামের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে বলল, "তোমার স্ত্রীর ভূমিকায় সাবরিনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত মাইক।'

'না, না এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে জ্যাকুইস? ঠিকই হয়েছে।'

রাস্ট চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে দৃষ্টি ফেলতেই সাবরিনা দেখল, গভীর আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গ্রাহাম। হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে সে তার আত্মসচেনতার কতা অনুভব করল। তার তীক্ষ্ণ চোখের চাহনিতে কিসের যেন লজ্জা, কিসের যেন সংকোচ, যা আগে কখনো সে অনুভব করেনি, এমন কি মাইকের সঙ্গে কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও। তখন ছিলো শুধুই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আর এখন যে সম্পর্কটা গড়তে চলেছে তাদের মধ্যে, সেটা অভিনয় ছাড়াও অন্য কিছু আর এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই তার এই লজ্জা, এই সংকোচ! তার কণ্ঠস্বরে একটা দ্বিধার ভাব প্রকাশ পেলো, 'মাইক, তবে কি কোনো গোলমাল...?

'আমার আশঙ্কা, এসব কথা শুনলে জানি না ক্যারি কি ভাবে নিত!'

'আর' তখনো সাবরিনার কণ্ঠস্বরে একটা অনিশ্চয়তার ভান।

'নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হতো।' করিডরে বেরিয়ে এসে বার বার সে তাকিয়ে দেখতে থাকে সাবরিনাকে। 'কিন্তু আমার ধারণা। গোপনে অনুমোদন করত সে।'

গ্রাহাম তার ঘরে ফিরে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ সাবরিনা তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে তখন অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিসের মনোনয়ন? তাকে? কিংবা এই কেসের ব্যাপারে সে যে তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছে, সেটার অনুমোদন?

দরজা বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সাবরিনা, পোশাকমুক্ত হয়ে গরম জলে গা ধুলো। কেবল গা মোছার সময় দেওয়াল-আয়নায় তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করল সে, চেতনে অবচেতনে নিজের মনেই হাসছিল সে।

❑ সাত ❑

পরিদন সকালে রিও ডি জেনেরিওর গ্যালিও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে পৌঁছল তাবা। সেখান থেকে ট্যাক্সি চড়ে সোজা আটত্রিশ তলার মেরিডিয়েন হোটেলে। হোটেল রিসেপসনিস্টকে তাদেব আগমনবার্তার কথা জানাতেই কমপিউটারে তাদের নাম ট্যাপ করল।

'নিউইয়র্ক থেকে মিস্টার এন্ড মিসেস গ্রাহাম?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আমাব অভিনন্দন রইল স্যার।'

'ধন্যবাদ,' খুব বেশি আগ্রহ দেখাল না গ্রাহাম।

রিসেপসনিস্ট একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিলো গ্রাহামকে পূরণ করার জন্য। 'আপনাদের পাসপোর্টগুলো দেখতে পারি?'

পাসপোর্ট দেখার পর হাসতে হাসতে বলল রিসেপসনিস্ট, 'আপনার আর মিসেস গ্রাহামের জন্য একটা হনিমুন সুইটের ব্যবস্থা করেছি—'

কেমন যেন চিন্তিত দেখাল গ্রাহামকে। 'কি ব্যাপার স্যাপার, কোনো গোলমাল?'

'না, না, আদৌ কিছু নয়।' জোর করে হাসবার চেষ্টা করল গ্রাহাম। 'এতে তো আমাদের খুশি হওয়ারই কথা!'

রিসেপসনিস্ট যখন তাদের সুইটের চাবির ব্যবস্থা করছিল। মুহূর্তের জন্য সাবরিনার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল গ্রাহাম, 'হনিমুন সুইট দিচ্ছে আমাদের।'

সাবরিনা তার অদম্য হাসিটা কোনো রকমে চেপে গিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'আমি দুঃখিত মাইক, কিন্তু এটা তোমাকে একটা মজার ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে, কি বলো?'

'তুমিও যে তাই মনে করো তা জেনে আমি খুশি।' ফিরে এসে গ্রাহামের হাতে চাবি আর একটা খাম টেবিলের ওপর রেখে রিসেপসনিস্ট বলল, 'এই খামটা আপনার জন গতকাল সন্ধ্যায় একজন মহিলা রেখে গেছে স্যার—'

ব্যস্ত হাতে খামের মুখটা খুলে ফেলল গ্রাহাম, ভেতর থেকে একটা কার্ড বার করল, তাতে লেখা ছিলো :

মাইক, হুইটলক, সাবরিনা,—আশাকরি আমস্টারডাম থেকে আপনাদের ফ্লাইট বেশ আনন্দদায়ক হয়েছে। কাল সকাল দশটায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সিওভান।

চিরকুটটা পড়ার পর সাবরিনার হাতে তুলে দিলো গ্রাহাম। পড়ার পর সাবরিনা আবার সেটা হুইটলককে দিলো।

হুইটলকের কাঁধে আলতো হাতের ছোঁয়া রেখে নরম গলায় বলল গ্রাহাম, 'ঘুমোবার সময় চলে যাচ্ছে, চলি বন্ধু। কাল সকালে আবার দেখা হচ্ছে।'

'আমারও ঘুম পাচ্ছে খুব।' হুইটলক তার সুইটে চলে যেতে গিয়ে চোখ দু'টো ঈষৎ ছোট করে বলল 'তোমরা দু'জনে ভাল করে ঘুমিও, কেমন।'

নাইট পোর্টার তাদের দু'টো সুইটকেস হাতে তুলে নিয়ে সেভেন্থ ফ্লোরে তাদের হনিমুন সুইটে পৌঁছে দিয়ে গেলো। একটা লাউঞ্জ আর একটা বেডরুম নিয়ে সুইট। সব দেখে শুনে গ্রাহাম বলল সাবরিনাকে, 'বেডরুমে তুমি, আর এখানে এই লাউঞ্জের একটা কোচে আমি রাত কাটিয়ে দিতে পারব।'

রাজি হয়ে গেলো সাবরিনা। তার মুখে হাসি ও একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো, হনিমুনের সুইটটা এমন সুন্দর ভাবে চুকতে পাবার জন্য গ্রাহামকে ধন্যবাদ জানিয়ে হঠাৎ তার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। 'হুইটলকের ব্যাপারে আমি চিন্তিত। যে লোকটা যে কোনো যাত্রাপথে কথার ফুলঝুরি ছোটায়, তাকে আজ বিমানে সারাটা পথ নীরব থাকতে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। আর জ্যাকুইসের সামনে সেই ঘটনাটা ঘটল কেন বলো তো? এর আগে ওকে অমন রেগে যেতে তো কখনো দেখিনি। এরকম ব্যবহার ও কেন করল বলো তো?'

'কারমেনের জন্য,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো গ্রাহাম 'আমি ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারি, কারণ ক্যারির সঙ্গে আমাকেও তো একই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।'

বিছানার ধারে বসে সাবরিনা বলে উঠল, 'তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ মাইক।'

'না।' বিরোধিতা করে বলে উঠল গ্রাহাম, 'এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। "ওদের দু'জনের মধ্যে যদি মতের কোনো অমিল বা সমস্যা থেকে থাকে, সমাধান ওদেরই করে নিতেই হবে।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি খারাপের দিকে গড়ায়?'

'ঈশ্বর ওকে সাহায্য করবেন,' উত্তর দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল গ্রাহাম।

হঠাৎ কেঁপে উঠল সাবরিনা। মার্টিন কোহেনের কথা মনে পড়ে গেলো তার,—'কোনো একটা ব্যাপার যেন ওকে খোঁচা দিচ্ছে ওর দিকে একটু নজর রেখ সাবরিনা। ওর নিজের ভালর জন্যে অন্তত।'

হ্যাঁ, নিজের মনে শপথ নিলো সাবরিনা, ওর ভালর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, করবেও সে।

পরদিন সকালে গ্রাহামই প্রথমে ঘুম থেকে জেগে উঠল। সাবরিনা তখনো ঘুমোচ্ছিল। তার বেডরুমের ভেতর দিয়ে বাথরুমে যেতে হলো তাকে। বাথরুমে প্রবেশ করার আগে সাবরিনার

বিছানায় তাদের প্রথম সোহাগ রাতের একটা নকল পরিবেশ তৈরী করার জন্যে বিছানাটা কৃত্রিম ভাবে অগোছালো করতে গিয়ে অবাক হয়ে সে দেখল, বাকি রাতটুকু সাবরিনা যে ভাবে বিছানায় ছটফট করেছে তাতেই তাদের হনিমুনের একটা স্পষ্ট ছবি যেন ফুটে উঠেছে। তাই তাকে নতুন করে কিছু আর করতে হলো না। মনে মনে হাসল গ্রাহাম। তারপর খুশি মনে বাথরুমে থাকার সময়েই ব্রেকফাস্ট দিয়ে গিয়েছিল পোর্টার। সাবরিনা বাথরুম থেকে ফিরে এলে তারা দু'জনে এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারল বেডরুমে বসে। ঠিক দশটার সময় টেলিফোনটা পর পর তিনবার বেজে উঠে থেমে গেলো। সেটা সিওভানের ইঙ্গিত, হোটেলের বাইরে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

তাড়াতাড়ি হনিমুন সুইট থেকে বেরিয়ে এসে রিসেপসন ডেস্কের সামনে তারা মিলিত হলো হুইটলকের সঙ্গে। তারা সুইটের চাবি রিসেপসনিস্টের কাছে জমা দিয়ে বাইরে বেরুবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর রাস্তায় নামতেই পিছন থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর তাদের কানে ভেসে আসে,-- 'সাবরিনা? সাবরিনা কারভার?'

ঘুরে দাঁড়াল সাবরিনা। তার মুখে একটা অবাক ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তার চোখের ভ্রূকুটি দ্রুত সরে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল। আনন্দে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'একে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সিওভান।' তারপর তারা এ ওকে জড়িয়ে ধরল এবং দীর্ঘ সময় ধরে দু'জনে মাথা দোলাতে থাকল। যেন ওরা নিজেরাই কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না এমন অভাবনীয় ভাবে তাদের দেখা হতে পারে।

সত্যি মনে দাগ কাটার মতো আকর্ষণীয়া এই সাবরিনা। বছর তিরিশ বয়স। মিস্টি-মধুর চেহারা। পরনে আঁটো লেডি জিনস যা অন্য মেয়েদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কাঁধ ছুঁই ছুঁই সোনালী চুল কাঁধের দু'পাশে যেন রেশমি রুমাল বিছিয়ে রেখেছে সে। তার অর্ন্তভেদী দৃষ্টি ঘোরাফেরা করতে থাকে গ্রাহাম আর হুইটলকের মুখের ওপর। সিওভানকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো সাবরিনা।

'তুমি বিয়ে করেছ?' সাবরিনার বুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল সিওভান।

'আমরা এখানে হনিমুন করতে এসেছি,' গ্রাহামের হাতটা জড়িয়ে ধরে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সাবরিনা।

'অপূর্ব। তোমাদের দেখে আমি খুব খুশি।' দাঁত বার করে হাসল সিওভান। 'বেশ কয়েক বছর আমরা দুজন ঘোরাঘুরি করেও এখনো ঘর বাঁধতে পারিনি।'

'সারি সিওভান,' তাকে সমবেদনা জানিয়ে বলল সাবরিনা। 'আমাদের অনেক কথা বলার আছে। চলো, কোথাও বসে কফি পান করতে করতে আলোচনা করা যাবে।'

'জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়, চলো সেখানেই যাওয়া যাক।'

হোটেলটা তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই সিওভানের একটা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে গ্রাহাম বলে উঠল, 'ঠিক আছে, অভিনয় শেষ। প্ল্যানটা কি শুনি?' সে তার কণ্ঠস্বরে ঈর্ষার সুরটা লুকোবার চেষ্টা করল না।

মরুভূমির মতো শূন্য রাস্তাটা, তাদের সেখানে নিয়ে এলো সিওভান। 'আমি তোমার বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পারি মাইক। আর আমি নিশ্চিত যে, মনে মনে হুইটলক আর সাবরিনাও

সন্তান ঈর্ষাকাতর আমার ব্যাপারে। তফাতটা শুধু তোমার মতো সরাসরি তারা তাদের মনোভাব প্রকাশ করে না। জানি না এখানে রিওর আমার গতিবিধি সম্পর্কে তোমাকে কি বোঝান হয়েছে, তবে আমি যে এখানে প্রাথমিক স্তরে কাজ করছি, সে সবই CIA'র জন্য। ল্যাংলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হলো, খুব জরুরী প্রয়োজনে UNACO কে আমি সাহায্য করব। আমার প্রতি নির্দেশ খুবই সহজ সরল ব্যাপার, স্ক্যাডার এস্টেটে তোমাদের নিয়ে যাওয়া। বাকি কাজ সব তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। অতএব আমাদের একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?'

হুইটলক এবং সাবরিনা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে তারা তাদের সম্মতি জানাল। 'আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি তোমার কাছ থেকে।' বলল গ্রাহাম। 'তোমার পরবর্তী প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি বলো?'

'আজ সকালেই তোমাদের সুগার লোকে নিয়ে যাব। তারপর আজ রাতে তোমাকে আর সাবরিনাকে আমার অতিথি হিসেবে রিভিয়েরা ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে স্ক্যাডারও থাকবে। প্রতিবার কার্নিভালের আগে থাকে সে সেখানে।'

ট্যাক্সির চেয়ে বাসে যাওয়াই ভাল, অন্তত বাড়তি খরচের দিক থেকে বটেই। আর বাসের ভাড়াটা সিওভানই মেটাল। গ্রাহাম আর সাবরিনা বসল সিওভানের সীটের ঠিক পিছনে। 'আমার ব্যাপারে তোমাদের কি বলা হয়েছে জানতে পারি?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল সিওভান।

'কিছুই নয়,' তার পাশ থেকে উত্তর দিলো হুইটলক। 'কয়েকজন লোকের সঙ্গে তুমি শুধু আমাদেব যোগাযোগ করে দেবে, বাস এই পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমিই বলে দিই, কে আমি? সম্ভবত তোমাদের ধারণা মতো আমার নাম কিন্তু সিওভান সেন্ট জ্যাকুইস নয়। আসলে আমি মেরি স্নেথার্স্ট। আমার বাবা ছিলেন আমেরিকান কনসুলেটের একজন ডিপ্লোম্যাট। আবাব বয়স যখন বারো, আমার বাবা বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। আর আমার মা ছিলেন একজন ক্যারিওকা।'

'ক্যারিওকা মানে?' গ্রাহাম জিজ্ঞেস করল।

'রিওয় যে জন্মায় এবং বড় হয় তাদের ক্যারিওকা বলা হয়,' উত্তরে বলল সিওভান। 'আঠার বছর বয়সে আমি মডেলিং-এ যোগ দিই এবং সেই সময় চালকি করে আমার নামটা বদল করে দেওয়া হয়। সিওভান আমার ঠাকুমার নাম ছিলো, রেমন্ড সেন্ট জ্যাকুইস আমার প্রিয় অভিনেতা। এক বছর পরে প্যারিসে 'ভোগ' এবং 'কসমোপলিটানের' হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই। সেখানে সফল পেলেও রিওয় ফিরে আসি। তারপর ব্রেজিলের জাতীয় এয়ার লাইন্সে কাজ করার সময় সবাই আমার এই মুখের সঙ্গে পরিচিত হয়। পরে অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও বেশির ভাগ লোকই আমাকে এয়ারলাইন্সের মেয়ে বলেই জানে।

'তা CIA'র কাজটা তুমি পেলে কি ভাবে?'

'আমার ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে প্রথমে তারা আমাকে আহ্বান জানায়। সেই সঙ্গে আরো অনেক বড় বড় সংস্থার কাছ থেকেও আহ্বান পাই। সম্ভবত তোমরা জানো, সিনিয়র KGB অফিসারদের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা ছিলো এখানে। KGB'র কাছ থেকেও ডাক এসেছিল আমার কাছে। কিন্তু CIA যখন প্রমান দিলো, আমার বাবার মৃত্যুর পিছনে KGB'র

হাত ছিলো, তখন আমি CIA'র হয়ে KGB'র বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করা মনস্থ করে ফেললাম। আমি বেশ ভাল করেই জানতাম, রাশিয়ানদের পেটে দু'এক পেগ এ্যালকোহল পড়লেই তারা মুখ খুলে বসে, আর এই ভাবেই তাদেব গোপন খবর সংগ্রহে করতে থাকি এবং CIA'র কাছে পাচার করতে থাকি। CIA'ও আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়. এ হলো পাঁচ বছর আগেকার কথা। এখন আমি একজন অতি বিশ্বস্ত বলে পরিচিত হয়ে গেছি। এই হলো আমার জীবনের একটা নিখুঁত ছবি।' এই বলে উঠে দাঁড়াল সিওভান। 'আমরা আমাদের স্টপে এসে গেছি।'

বাস থেকে নেমে পাস্তুর এ্যাভিনিউ-এ ইস্টুক্যাও ডো টেলিফেরিকো স্টেশনে গেলো কেবল-কার ধরার জন্য। কলাব ঢাকা স্ট্র হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে নিলো সিওভান যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে, এই জন্য এই সতর্কতা। যদিও বেশির ভাগ ভ্রমণার্থী তাকে চেনে না। ফরেন এক্সচেঞ্জের ঘাটতির দরুন সিওভানই কেবল কারের চারটে টিকিট কিনল।

'ওখানে দুটো পাহাড় আছে,' তারা কেবল-কারে উঠে বসলে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সিওভান। 'প্রথমটা হলো মোরো ডা আরকা, স্ক্যাডার এস্টেট দেখার পর সেখানে আমরা আমাদের পববর্তী আলোচনা সেরে নিতে পাবি। এই পাহাড়টা সুগার লোফের অর্ধেক। আর দ্বিতীয় পাহাড়টাব নাম পাও ডি অ্যাকুকাব। দু'টো পাহাড়ই সুন্দর মনোরম।'

কেবল-কাব থেকে নেমে সাবিনা তার চোখের সামনে রিও ডি জেনিরো পাহাড়টা চার দিকে ছড়িয়ে থাকতে দেখে অবিভূত হয়ে পড়ল। সত্যি বেড়াবার মতো চমৎকার জায়গা। তার ডান দিকে শহর, সুন্দব পবিপাটি করে সাজানো গোছানো, শহব ঘেঁষে বোটাফোগো বে, জলে ভাসমান রঙিন ইয়টগুলো দূব থেকে খেলনার মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার বাঁদিকে সেই পাহাড দু'টোব গায়ে যেন কেউ সবুজ ভেলভেট মুড়িয়ে দিয়েছে, নিচে প্রবাহিত আটলান্টিক মহাসমুদ্র' সব শেষে তাব চোখ গিয়ে পড়ল ওপরের আকাশে, সেখানে তখন মেঘেদের দল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো. কেউ যেন তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনে দৃষ্টি ফেরাতেই গ্রাহামকে দেখতে পেলো সাবরিনা।

'জায়গাটা চমৎকাব, তাই না?' এই বলে সে আবার জল, স্থল আর আকাশের সেই মহা-সঙ্গমেব অপরূপ দৃশ্যেব শোভা অবগাহন করতে থাকল।

'হ্যাঁ. তা বটে,' বিড়বিড় করে বলল সে। এক দল জার্মানদের কাছ থেকে একটা টেলিস্কোপ হাইজ্যাক করতে সমর্থ হয়েছে হুইটলক। তার হিসেব মতো বলপ্রয়োগ করা ছাড়া খুব বেশি সময় তাদের উপসাগরে ধরে রাখতে পারবে না সে।

আর একটু জলে পড়ে যাচ্ছিল সার্বরিনা, কোনো রকমে গ্রাহামের হাত ধরে নিজেকে সামলে নিলো সে। তার হাতের দিকে তাকাল গ্রাহাম, কিন্তু তার হাতটা ছেড়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না সে।

'তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি, তাড়াতাড়ি করো।' সাবরিনাকে তাড়া দিলো হুইটলক।

সিওভানের পাশে চারজন মাঝ-বয়সী দম্পতিদের ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসল সাবরিণা। দেরী হওয়ার জন্য জার্মান ভাষায় ক্ষমা চেয়ে নিলো সে। নিজেদের ভাষা শুনে তাদের চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে উঠল। তাদের মধ্যে একজন লোক তাকে বলল। যত সময়

লাগে সে নিতে পারে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রাখল সে আবার। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আটলান্টিক মহাসাগরের সামনে সুন্দর একটা পাহাড়ের দৃশ্য। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা বিরাট জানালা, একশো ফুট চওড়া তো হবেই না, একটা নয় দু'টো জানালা। দু'টো জানালার মধ্যে ব্যবধান কুড়ি ফুট তো হবেই। একটা চলাফেরার দৃশ্য তার চোখে ধরা পড়ল,—মনে হলো পাহাড় থেকে একটা স্পীডবোট বেরিয়ে আসছে। টেলিস্কোপে চোখ রাখতে গিয়ে দেখল, সমতল ভূমির নিচে একটা গভীর খাদ।

পরবর্তী কেবল-কার ধরার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সাবরিনা সংক্ষেপে বলল যা সে দেখেছিল।

'কিন্তু আমি তো কোনো খানা-খন্দ দেখতে পাইনি।' বলল গ্রাহাম।

'আমিও দেখিনি,' গ্রাহামের কথায় হুইটলকও সায় দিলো। তারপর সিওভানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল সে, 'আছে নাকি সেরকম কিছু?'

মাথা নাড়ল সিওভান 'পাহাড়-পর্বতে এ তো প্রাকৃতিক ঘটনা। এর ওপর একটা জেটি তৈরী করেছিল স্ক্র্যাডার। সে আমাকে একবার বলেছিল, ইয়ট 'গোলকোন্ডার' জন্ম দিতে এটা যথেষ্ট বড়। সেটা আমি চোখে কখনো দেখিনি, তবে সাধারণত সেটা সে বোটাকোগো উপসাগরে রেখে থাকে।' তাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই কেবল-কার এসে পৌঁছল। মোরো ডা আরকা স্টেসনে কেবল-কার থামতেই অর্ধেক যাত্রী নেমে গিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলো।

'তারাও গিয়ে ঢুকল সেই রেস্তোরাঁয়। খাবারের ফরমাস নিয়ে ওয়েটার চলে যাওয়ার পর গ্রাহাম মুখ খুলল, 'এখন আমরা কি আমাদের কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারি?'

'স্ক্র্যাডার আর ড্রাগোর ব্যাপারে তোমরা কতটুকু জানো?'

'তার জার্মানি ছেড়ে আসার আগে পর্যন্ত তার ডোসিয়ার আমরা মোটামুটি পড়েছি।' উত্তরে বলল সাবরিনা। 'কিন্তু ড্রাগো সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, একটা পোস্টেজ স্ট্যাম্পের পিছনে লেখা যায়।'

'যেমন?'

'যেমন দেশ ছাড়ার আগে সে ছিল চেক ইনটেলিজেন্সের একজন সামান্য ক্লার্ক মাত্র।' উত্তরে বলল সাবরিনা।

'আর সে খবর আমরা পেয়েছি তোমাদের ল্যাংলের লোকেদের কাছ থেকে,' আরো বলল হুইটলক।

'একই কাহিনী তারা আমাকে শুনিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি না,' হাসল সিওভান। 'আমাকে ভুল বুঝো না। এর জন্যে আমি তাদের সমালোচনা করি না। এরকম একটা কিছু অনুমান করে নেওয়ার পক্ষে তাদের কারণ নিশ্চয়ই আছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ড্রাগো সম্পর্কে জানার আরো অনেক কিছু আছে?' জানতে চাইল হুইটলক।'

'আমার মতে হ্যাঁ।'

ইতিমধ্যে ওয়েটার কিছু খাবার, স্কচের বোতল আর চারটে গ্লাস রেখে গিয়েছিল। সাবরিনাই গ্লাসগুলো ভর্তি করে দিলো স্কচের বোতলের ছিপি খুলে। আর গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে

সাবরিনা বলল, 'আজ থেকে বছর দশ আগে স্ক্যাডার তার ছোট্ট কোম্পানি বিক্রীর পকায় বিলিয়ন ডলার সঙ্গে নিয়ে রিওর এসেছিল। সে ছিলো একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। এখানকার রিয়েল এস্টেট মার্কেট সার্ভে করার পর সে তার সব টাকা ঢেলে দেয় লেবলনে। একালকার বিল্ডিং অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক, হোটেল, রেস্তোরা, আমোদ প্রমোদের পার্কের পিছনে প্রচুর অর্থ খাটায় সে। লেবলনের বেশির ভাগ জমির মালিক সে, এখন ব্রেজিলের পাঁচজন নামকরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন সে। সে এখন কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের মালিক।' একটু থেমে সিওভান আবার বলতে থাকে : 'প্রচুর অর্থের মালিক হলেও তার আর একটা দিক আছে। ক্রমে ক্রমে সে একজন সদাশয় ব্যক্তি হয়ে ওঠে, গরীবদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বস্তিবাসীদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় সে। বিমানে আসার সময় পাহাড়ের কোলে বস্তিবাসীদের বস্তি নিশ্চয়ই তোমরা দেখে এসেছ। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। উত্তর ব্রেজিলের প্রায় কুড়ি লক্ষ গরীব মানুষ তার সেই বদান্যতায় খুবই উপকৃত। সে বলে তাদের উপকার করাটা তাব কর্তব্য, তার জীবনের ধ্যান-ধারণা।'

'তা এটাই কি তার দোষ বা ত্রুটি? তার বিরুদ্ধে যা সব অভিযোগ, তা কি তার এই সব বদান্যতার জন্য?'

'তোমার হৃদয় আছে মাইক। হ্যাঁ, নিশ্চযই এসব তার দোষ, তার ত্রুটি। হয়ত সে এখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য শহরের সরকাবী অফিসারদের খুশি করার জন্য ঘুষ দিয়ে থাকবে, একথা যেমন সত্য , তেমনি গরীব মানুষদের উপকার করার জন্য তার দু'হাত ভরে অর্থ বিলানোটা কি তার সেই সামান্য দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে যায় না? দীর্ঘ চার মাস ধরে তদন্তের পর শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকের এটাই হলো সত্যিকারের উপলব্ধি। তাব বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের রিপোর্ট প্রেসে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে রহস্যজনক ভাবে গুয়ানাবারা উপসাগরের জলে ডুবে মাবা যায় সে। পুলিশী তদন্ত একটা ঠাট্টা। এ একটা সম্পূর্ণ কভার-আপ। তারপর সেই রিপোর্ট ছেপে বেরিয়ে আসার আগেব দিন খবরের কাগজের সম্পাদক সেটা বাতিল করে দেয়। সেই রিপোর্ট সম্পর্কে তাব উপলব্ধি হলো, "অত্যন্ত কল্পনাপ্রসূত।"

'সেটা কি আর কখনো ছাপানো হয়নি?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'না, কিন্তু তার একটা কপি আমি কোনো রকমে সংগ্রহ করে রেখেছি। এ আমার সৌভাগ্য বলতে পারো। এতে এমন স্থানীয় সবকাবেব কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারদের নাম উল্লেখ করা আছে। তাবা সবাই স্ক্যাডারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য।'

'আর ড্র্যাগোর ভূমিকা কি ছিলো?' দ্বিতীয়বার গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।'

'তার সরকারী পদ হলো পার্সোনাল সিকিউরিটি এক্সিকিউটিভ। অপর পক্ষে স্ক্যাডারের পার্সোনাল বডিগার্ড।'

'কিন্তু আমাস্টারডামে সে ছিলো স্ক্যাডারের পার্সোনাল সেক্রেটারি,' বলল সাবরিনা।

'স্ক্যাডারের হয়ে সে যখন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা চালায় তখন সব সময় নিজেকে সে এই ভাবেই পরিচিত করে থাকে। স্ক্যাডার তাকে বিশ্বাস করে থাকে। তাকে

নিশ্চিত হওয়ার আগেই, খামটা তার হাত থেকে নেবার আগেই তারা যদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় কর্তকল্প করে দেয়? আর যদি সেটা একবার আমার হাতের মুঠোয় পাই, তখন তার কন্ট্যাক্ট কি রকম আমি জানতে পারব। বুঝতে পারছ না তুমি?'

'তুমি কি বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি সিওভান, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই। উঁচু মহলের সিদ্ধান্ত হলো, নামটা গোপন রাখতে হবে।'

'উঁচু মহল বলতে কত উঁচু?'

'প্রেসিডেন্ট আর এজেন্সির ডাইরেক্টর।'

'এর কোনো মানে হয় না,' রাগতস্বরে বলল সিওভান। 'KGB-তে আমাদের লোক নিশ্চয়ই তার নাম জানে।' একটু থেমে সিওভান জানতে চাইল, 'আচ্ছা ক্যাসি, সেই খামে কি থাকতে পারে বলো তো?'

'শুনেছি, অত্যন্ত গোপনীয় জিনিষ। ফাঁস হয়ে গেলে আমি শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু অতীতে আমরা পরস্পরের প্রতি সব সময় সৎ ছিলাম। যাইহোক, তুমি যেমন বললে, তুমিই একমাত্র প্রতিনিধি যে কিনা নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে আগামীকাল রাতে খামটা ফেরত আনতে যাচ্ছ।' সিওভানের চোখে চোখ রেখে ক্যাসি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কখনো আলফা প্রোগ্রামের কথা শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই শুনেছি। খুব কম লোকই জানে।'

'অবশ্যই প্রেসিডেন্ট আর এজেন্সির ডাইরেক্টর সহ। শুনেছি খামের ভেতরের জিনিষটা এসেছে আলফা প্রোগ্রামের কাছ থেকে।'

'কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর ড্রাগোর মতো লোক পায় কি করে?'

'এর বেশি আমি কিছু জানি না।' উঠে দাঁড়াল ক্যাসি। 'আর সেটা এসেছে একেবারে উঁচু মহল থেকে।'

'কত উঁচু?'

'এই ভাবে বলা যাক,—প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি,' এই বলে লন পেরিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

নিজের মনে হাসল সিওভান।

❑ আট ❑

এ্যাভেনিডা ভিয়েরা সাউটোয়ে রিভিয়েরা ক্লাবের সামনে ইপানেমা বীচের শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে থামছিল গ্রাহাম। চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল সে, আটটা-চল্লিশ। সিওভান তাদের বলেছিল, সাড়ে-আটটায় আসবে, কথা তারা রাখতে জানে না ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় রীতি-নীতি তো মেনে চলবে? তার পরণে কালো রঙের ডিনার সুট, সাদা কারডিন শার্ট। ওদিকে সাবরিনা তার চাহিদা মতো কালো রঙের স্ট্রেপলেস পোশাকের সঙ্গে কালো বোলেরো স্টাইলের জ্যাকেট পছন্দ করেছিল। আর অলঙ্কার বলতে সামান্যই—হীরের দুল আর মানানসই একটা নেকলেস। চুলগুলো ফাঁপিয়ে উর্দ্ধমুখী করে তুলেছিল। এই মুহূর্তে তাকে যেন স্বর্গের সব থেকে সুন্দরী অপ্সরার মতো দেখাচ্ছিল।

'অপরূপা তুমি,' প্রায় ঈর্ষা করেই বলল গ্রাহাম এবং ট্যাক্সি থেকে সে নামতে গিয়ে সাহায্য করতে গেলো সাবরিনাকে।

'ধন্যবাদ,' শুকনো হাসি হেসে বলল সাবরিনা।

তোমার হাতটা আমাকে ধরতে দাও।'

'কি বললে?' প্রতিবাদ করে ওঠার মতো করে বলে উঠল সাবরিনা।

তবুও সে তার একটা হাত সাবরিনার দিকে প্রসারিত করে বলল, 'মনে রেখ, আমরা সদ্য বিবাহিত।'

ইউনিফর্ম পরিহিত ডোরম্যান, বক্সারের মতো বলিষ্ঠ চেহারা, তাদের জন্যে দরজা খুলে দিয়ে পথ করে দাঁড়াল। তার নাম জেনে নেওয়ার আগেই ডেস্ক রিসেপসনিস্ট উষ্ণ সম্বর্ধনা জানাল গ্রাহামকে। পরে গ্রাহাম তার নাম বলতেই আড়ালে রাখা কমপিউটারে নামটা পাঞ্চ করে বলল রিসেপসনিস্ট :

'মিস সেন্ট জ্যাকুইসকে আপনার পৌঁছনর খবর দিচ্ছি, ততক্ষণ আপনি এখানে একটু বসবেন?'

'ধন্যবাদ,' উত্তরে বলল গ্রাহাম।

ঠিক তখনি করিডরের শেষ প্রান্তে রেস্তোরা থেকে অ্যাদ্রে ড্র্যাগোকে বেরিয়ে আসতে দেখল তারা। ভ্যান ডেনের নিখুঁত বর্ণনার কথা দু'জনেরই মনে পড়ে গেলো, রোগাটে মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। আর তার পরণের সাদা পোশাকের তারিফ করতে হয়। সত্যি তার পছন্দ আছে। তবে আজ তাকে সাদা সিল্কের শার্টের সঙ্গে কালো ট্রাউজার পরতে দেখা গেলো।

নিজের পরিচয় দিয়ে ড্র্যাগো এমন সীমিত ভাবে হাসল, তার চোখ জোড়ায় সেই হাসির কোনো প্রতিফলন পড়তে দেখা গেলো না। 'মিস সেন্ট জ্যাকুইস আপনাদের জন্যে ক্যাসিনোয় অপেক্ষা করছেন, দয়া করে আপনারা যদি আমাকে অনুসরণ করেন।' লাল কার্পেট বিছানো সিঁড়ি দিয়ে তাদের নিয়ে যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রাজিলিও আর্টের সঙ্গে আপনারা পরিচিত আছেন তো?'

তারা দু'জনেই মাথা দোলাল।

সিঁড়ির মাঝপথে থেমে পড়ে তাদের বাঁদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো পেইন্টিংগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ড্র্যাগো বলে উঠল : 'অন্যদের সঙ্গে একটা প্যানসেটি, একটা জ্যানিয়া, একটা ডি ক্যাভালস্যান্টি পেইন্টিং এখানে আছে।' ক্ষণিকের জন্য তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'অবশ্যই সব পেইন্টিংগুলো আসল।'

'এমন খোলামেলা জায়গায় এত সব দামী দামী আসল পেইন্টিংগুলো টাঙ্গিয়ে রেখে দুস্কৃতকারীদের লোভ দেখাচ্ছেন না তো?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'আঠেরো মাস আগে আমাদের এখানে ডাকাতি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।' ভিজিটার্স বুকের দিকে ইঙ্গিত করে ড্র্যাগো বলল, 'মিঃ গ্রাহাম , দয়া করে ওটাতে সই করবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডাকাতরা কি ধরা পড়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'একজন অতি ঈর্ষাকাতর প্রহরী তাদের দু'জনকেই গুলি করেছিল। দু'টি জীবনের সেকি বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি।'

তারপর তারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ক্যাসিনোর মূলকেন্দ্রে এসে পৌঁছল। ঠিক তার উল্টো দিকে বার।

ব্রাজিলিও অভ্যর্থনার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাদের দু'জনের চিবুকে আলতো করে চুমু খেলো সিওভান। তারপর ড্র্যাগোর দিকে ফিরে দাঁড়াল। মিস্টার এবং মিসেস গ্রাহাম এসে পৌঁছলেই মিঃ স্ক্যাডার বলেছেন তাঁকে খবর দেওয়ার জন্য।

সিওভানের দিকে তাকাল ড্র্যাগো, শীতল চাহনি। পরক্ষণেই দেওয়াল ঘেঁষা একটা টেবিলের সামনে গিয়ে একটা লোকের কানে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বলল সে। উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে আবার ফিরে এলো বারে। 'মিঃ স্ক্যাডার ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন, তাঁর খেলা শেষ হওয়া মাত্র তিনি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সেই ফাঁকে আপনারা ড্রিঙ্ক করবেন?'

সাবরিনা আর গ্রাহাম দু'জনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ওদিকে স্ক্যাডার তখন তার পার্টনারের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বার-এর দিকে এগিয়ে এল। তিপান্ন বছর বয়সেও তার চেহারা রীতিমত বলিষ্ঠ। সুন্দর বাদামী চুল, কপালের কাছে ঈষৎ ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে। টিকোল নাক, পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সাবরিনা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করল, কেনই বা সে তার চারপাশে পরিবৃত মহিলাদের কাছে অত জনপ্রিয়। তার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে রইল সাবরিনা।

'আশাকরি আমার অনুপস্থিতিতে আপনাদের ওপর নজর রেখেছে অ্যাঁদ্রে।' গ্রাহামের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করে বলল স্ক্যাডার।

'একেবারে নিখুঁত হোস্টের মতোই ব্যবহার করেছেন উনি ' ড্র্যাগোর দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে বলল গ্রাহাম।

'খুব ভাল। ওই যে আপনাদের ড্রিঙ্কস এসে গেছে ' বারম্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল স্ক্যাডার। 'তা আপনারা বিয়ে করলেন কবে?'

'গতকাল,' উত্তরে বলল গ্রাহাম।

'গতকাল?' হাততালি দিয়ে উঠল স্ক্যাডার। 'তাহলে এখনই তো অনুষ্ঠান করার সময়। স্যাম্পেনের ব্যবস্থা করি?' ড্র্যাগোর দিকে ফিরতেই সে তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার ইচ্ছেমতো রোয়েডেরার ক্রিস্টালের ফরমাস করল বারম্যানকে।

'আমার বিশ্বাস, আপনারা দু'জনে পুরনো বন্ধু, তাই না?' সাবরিনার উদ্দেশে বলল স্ক্যাডার।

সিওভানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসল সাবরিনা। মধ্যাহ্নভোজের সময় তারা তাদের বন্ধুত্বের মহড়া দিয়ে নিলো বেশ কয়েকবার এবং নিজেদের মধ্যে প্রশ্নের মালা গেঁথে তাদের নকল বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এমন একটা উপাখ্যান রচনা করে নিলো, যা অভিনয় করার সময় তাদের ভূমিকায় কারো খুঁত যেন না থাকে যেন বাস্তব হয়, এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় অন্যের কাছে।

'প্যারিসে মডেলের কাজ করার সময় আমরা পরস্পর মিলিত হই। মনে হয়, যেন আমাদের সেই বন্ধুত্ব সারা জীবনের বললেও কম করে বলা হয়। সিওভান, সে কতদিনের কথা বলো তো? দশ বছর?'

সিওভান তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'আমি তখন প্যারিসে, ন'বছর আগে হবে। তাহলে ন'বছরই হবে। এরই মধ্যে আমরা এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। দীর্ঘ ন'বছর পরে আমি জানতে পারি, ও বিয়ে করেছে।'

সিওভান এবং সাবরিনার হাতে স্যাম্পেনের গ্লাস তুলে দিয়ে স্ক্র্যাডার নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'সদ্যবিবাহিত দম্পতির উদ্দেশে চিয়ার্স। মিঃ গ্রাহাম, সত্যি আপনি খুবই ভাগ্যবান।'

হাসল গ্রাহাম। 'অত্যন্ত স্পেশাল লেডি এই মিসেস গ্রাহাম।'

তার অমন হৃদয় জয় করা কথাতেও ভুলল না সাবরিনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাহামের নিখুঁত অভিনয়ের কথাও ভুলতে পারছিল না সে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন একজন সদ্যবিবাহিত স্বামী। তার চোরা-চাহনি, মৃদু হাসি, সময় সময় তাকে স্পর্শ করা এ সবই যেন অতি বাস্তবোচিত।

'সিওভান আমাকে বলেছিল, আপনি নাকি মালবহনের গাড়ির ব্যবসা করেন?'

'ঠিক শুনেছেন, আমার ব্যবসা নিউ ইয়র্কে।' গ্রাহাম তার ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বার করে স্ক্র্যাডারের হাতে তুলে দিলো।

'মাইক গ্রাহাম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। হুইটেকার হলেজ,' কার্ডের লেখাগুলো পড়ল স্ক্র্যাডার।

'বছর তিনেক আগে জো হুইটেকারকে আমি কিনে নিয়েছি, কিন্তু কোম্পানির সুনাম আর গুডউইল রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি কোম্পানির নাম বদল করাটা পাগলাম হবে। তাই—'

'খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন,' এই বলে কার্ডটা ড্র্যাগোর হাতে তুলে দিলো স্ক্র্যাডার।

এই রকমই চাইছিল গ্রাহাম। তার কোম্পানির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ড্র্যাগো দেখবে, তার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, তার কৃতিত্বের পক্ষে সেটা হবে একটা বাড়তি সংযোজন। হুইটেকার হলেজ আসলে UNACO'র একটা অঙ্গ, একটা ইনটেলিজেন্স এজেন্সি কোম্পানি। এই কোম্পানিব কাজকর্মের বিস্তার নিউ ইয়র্কের ভেতরে এবং বাইরে। এর কাজ হলো UNACO'র প্রতিটি ফিল্ড অপারেটিভদের সাহায্য করা, বিনিময়ে তাদের কাজের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে তারা। আর তার মুনাফার টাকা জমা পড়ে স্রেফ UNICEF'র অ্যাকাউন্টে।

তবে গ্রাহাম জানত না, সিওভান ক্লাবকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল, সে তার অতিথি হিসেবে তাদের আহ্বান করতে যাচ্ছে, আর তার প্রস্তাব মতো ড্র্যাগো আগেই সেই কোম্পানির ব্যাপারে অনুসন্ধানেব কাজ সেরে রেখেছিল। ড্র্যাগো তার কন্ট্যাক্টের কাছ থেকে আরো জানতে পারে, হুইটেকার হলেজ কোম্পানির সুনাম আছে। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি এবং তার মূলধন পাঁচ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ক্লাবের সদস্যদের বন্ধু কিংবা পরিচিত কেউ নতুন সদস্য হতে চাইলে তাদের ব্যাপারে অত সব খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কারোর অতিথিদের ব্যাপারে নতুন সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অবশ্যই বাজিয়ে নিতে হয়। স্ক্র্যাডার তার টেবিলে জুয়া খেলার জন্য নতুন কাউকে আহ্বান করার আগে তার যোগ্যতা এই ভাবেই যাচাই করে থাকে।

স্ক্যাভার তার শ্যাম্পেনের গ্লাসটা শেষ করে গ্রাহামকে জিজ্ঞেস করল। 'মিঃ গ্রাহাম। আপনি কি জুয়া খেলতে চান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গ্রাহাম, 'সেটা নির্ভর করে বাজি ধরার ওপর।'

'খেলোয়াড়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বাজির রকমফের সব সময়েই বদল হতে পারে। আপনাকে জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, আপনার আর আপনার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্ল্যাকজ্যাক গেম আমি ছেড়ে রেখে এসেছি। তা আপনি কি টেবিলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?'

'কেন নয়?'

'ভাল।' সাবরিনা এবং সিওভানের দিকে ফিরে স্ক্যাভার বলল। 'আমি আপনাদের দু'জনকেই সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।'

'নিশ্চয়ই,' সাবরিনার দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে বলল স্ক্যাভার। 'এটা একটা ঠাট্টাও হতে পারে।'

সাবরিনা তখন নিজের মনে বলছিল, এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে।

UNACO'র পয়সায় জুয়া খেলবে সে, আর নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে তাকে তার এই বেহিসেবী টাকা খরচ করার জন্য জবাবদিহী করতে হবে কোলসিনস্কির কাছে। আর যেহেতু সে তার সঙ্গে আছে, দোষটা তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে কোলসিনস্কি। কিন্তু সে-ই বা কি করতে পারে? কোনো যুক্তিই মানতে চায় না গ্রাহাম, বিশেষ করে যদি সেই যুক্তি সে দেখায়। আর এক্ষেত্রেও একরকম তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল গ্রাহাম, 'কোনো বক্তৃতা নয়!' তারপর তারা স্ক্যাভারকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ক্যাসিনোর ফ্লোরে।

'কেনই বা বক্তৃতা দিতে যাবো? কোনো ভাবেই তুমি তো আমার কথা শুনবে না।' অনুযোগ করল সাবরিনা।

'জানো, আগামীকাল রাতে তার পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাওয়ার সুযোগ করে নিতে হলে স্ক্যাভারের সঙ্গে অভিনয় আমাদের করতেই হবে।'

'আর এও আমি জানি, আমরা যখন ফিরে যাবো, সেরগেই আমাদের ভৎসর্না করতে ছাড়বেন না।'

'কেবল আমি যদি হেরে যাই তবেই।'

টেবিলে ছ'টি বেটিং স্পেস ছিলো। তার মধ্যে তিনটে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিলির কনসুলেট মেজর অ্যালফানসো, স্থানীয় ব্যবসায়ী রওয়ল ল্যাজেস এবং ফ্রেঞ্চম্যান গ্রেনেলির সঙ্গে গ্রাহামের পরিচয় করিয়ে দিলো স্ক্যাভার।

গ্রাহামের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ড্র্যাগো বলে উঠল, 'আপনি যত টাকা চাইবেন, ক্রুপার যোগান দিয়ে যাবে। তবে টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার পাওনা আপনাকে মিটিয়ে যেতে হবে।'

ড্র্যাগোর দিকে না তাকিয়েই গ্রাহাম বলল, 'এখানে রিওর লাস ভেগাসের আইন কার্যকর হয়, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু এটা হল একটা প্রাইভেট ক্লাব,' মৃদু হেসে উত্তর দিলো ড্র্যাগো। 'তবে এখানে মিঃ স্ক্যাভারের আইনই স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ তার আইন আন্তর্জাতিক ব্ল্যাকজ্যাক আইনের আওতায় পড়ে বলে।'

'আচ্ছা, এই ক্লাবে পাঁচ-তাসের কৌশল কি স্বীকৃতি পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, সেই কৌশল চালু আছে!' উত্তরে বলল ড্র্যাগো।

'বাজির সীমা কত পর্যন্ত?' গ্রাহাম জানতে চাইল।

'কম করেও এক হাজার ক্রুজেইরোজ, আর সর্বোচ্চ সীমা পনের হাজার পর্যন্ত।'

মনে মনে দ্রুত অঙ্ক কষতে থাকে গ্রাহাম। তারপর ক্রুপয়রের উদ্দেশে বলল সে, 'পনের হাজার ক্রুজেইরেরাজ।' ক্রুপয়র দু'টো নীল রঙের পাঁচ হাজার ব্রাজিলিও ডলারের নোট এবং পাঁচটা এক হাজার ডলারের সাদা নোট তুলে দিলো তার হাতে।

গ্রাহামের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে ক্রুদ্ধ হলো সাবরিনা। নিজের কিংবা UNACO'র ক্ষতি হতে পরে তার তরফ থেকে এমন কোনো কাজের চ্যালেঞ্জ জানালেও তা থেকে কখনই বিরত হয় না সে।

দু'টো পাচ হাজার ডলারের নোট বাজি ধরার জায়গায় রাখল গ্রাহাম। বাজির সব টাকা রাখা হলে ক্রুপয়র তখন প্রতিটি খেলোয়াড়ের কার্ড উল্টে রাখল টেবিলে ওপর। তবে সে তার নিজের কার্ডটা সোজা করে রাখল—সেটা তুরুপের তাস। তারপর সে আবার পাঁচজন খেলোয়াড়কে পাঁচটা কার্ড দিলো। আর সেগুলোও উল্টে রাখা হলো টেবিলের ওপর। তার নিজের কার্ডটা এবার উল্টে রাখল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্ডটা তুলে সে দেখল, সেটা স্বাভাবিক কিনা,—সাহেবের তাস। তার পয়েন্ট সংগ্রহ—একুশ। খেলা এখন স্রেফ নিয়মমাফিক হয়ে দাঁড়াল অন্য খেলোয়াড়দের কাছে। যদি না তাদের মধ্যে কারোর কাছে একটা সাহেবের তাস থাকে। সেক্ষেত্রে তার বাজির টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু কেউই সেটা দেখাতে পারল না। অতএব তাদের সবার বাজির টাকা এবং কার্ডগুলো সংগ্রহ করে নিলো ক্রুপয়র।'

পরবর্তী খেলার জন্য গ্রাহাম তার এক হাজার ডলারের পাঁচটা নোট টেবিলের ওপর রাখল। ক্রুপয়রের প্রথম তাস পাঁচ। গ্রাহামের দু'টো তাসের মধ্যে একটা রানী, আর একটা চার। তারপরের তাসটাও গ্রাহামকে যেন এক অসাধারণ সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিলো,—সাহেবের তাস। আড়াই লক্ষ ডলারের বাজি। শেষ তাস পরিবেশন করল ক্রুপয়র। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। দেখা গেলো এবার গ্রাহামের সৌভাগ্যের দরজাটা যেন হাট করে খুলে দিলো তার ভাগ্যদেবী,—তুরুপের তাস, টেক্কা। গ্রাহাম তার সংগৃহীত তাসগুলো হেনরির হাতে তুলে দিলো। নিজের মনে হাসল ড্র্যাগো। সাবরিনা তখনো জানে না গ্রাহামের ভাগ্যে কি আছে। না জেনেই চোখ বুজে অভিশাপ দিলো গ্রাহামকে মনে মনে। সে যেন জেনে গেছে এবারেও হার হবে গ্রাহামের। কিন্তু এবার সে অনেক অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল।

শেষ তাসটা তুলল হেনরি এবং গ্রাহামের সংগৃহীত পয়েন্টগুলো গুনতে শুরু করল। তারপর তাসগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিলো সে। সারা ক্যাসিনোর লোক আনন্দে ফেটে পড়ল। মঁসিয়ে গ্রাহাম ছয় তাসের কৌশলে কুড়ি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, সর্বোচ্চ সংখ্যা।

হাউসের নিয়ম অনুযায়ী মঁসিয়ে গ্রাহামের অবশ্যই পাওয়া উচিত তার বাজির চারগুণ টাকা। তার বাজির অঙ্কটা ছিলো আড়াই লক্ষ ডলার। তার মানে মঁসিয়ে গ্রাহামের কাছে হাউস এক মিলিয়ন ডলার ঋণী।'

ড্র্যাগোর দিকে তাকাল গ্রাহাম, তার দৃষ্টিটা কেমন যেন বিবর্ণ। আর সেই বিবর্ণ ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সে তার শ্যাম্পেনের গ্লাসের অবিশিষ্টটুকু এক ঢোকে গলাধকরণ করে ফেলল।

সাবরিনার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে গ্রাহাম দেখল, তার চোখের ভাষা একবারে বদলে গেছে, তার স্থির অকম্পন চোখে প্রত্যাশার বাইরে যেন অনেক কিছুরই ছবি ফুটে উঠেছে হঠাৎই। তার সেই চোখর ভাষা কখন যে কথা হয়ে ফুটে উঠল নিজেই সে বোধহয় জানে না। 'এখন আমি ভাবতে পারি, এখানকার সবাইকে তুমি উড়িয়ে দিয়েছ।'

'তাই বুঝি?' উদাসীন ভাবে বলল গ্রাহাম।

'মিঃ গ্রাহাম, সত্যি মুগ্ধ করার মতো লোক বটে আপনি,' কথাটা বলে অস্ফুটে হাসল স্ক্যাডার। ছ 'নম্বর তাসর সুযোগটা আপনি নিতে গেলেন কেন?'

'ধরুন না কেন, ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্যে?' উত্তরে বলল গ্রাহাম।

গ্রাহামের পাশে একটা টুলের ওপর বসে স্ক্যাডার তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো ড্র্যাগোর দিকে। কি সে চায়, ড্র্যাগোর অজানা থাকার কথা নয়, সঙ্গে চামড়ার কেসে রাখা চেকবুকটা এগিয়ে দিল তার দিকে আর সেই সঙ্গে সোনালী ঝরণা-কলমটাও। 'আপনি কি চান পেমেন্ট আপনাকে চেকে দেবো, নাকি নগদে?'

'যে টাকাটা দিয়ে আমি প্রথমে খেলা শুরু করি, সেটা বাদ দিয়ে বাকী টাকাটা আপনার পছন্দ মতো কোনো চ্যারিটি ফান্ডে দান করে দেবেন। আমি নিশ্চিত, টাকাটা সঠিক জায়গায় অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে মিস সেন্ট জ্যাকুইস।'

ব্লাঙ্ক চেকের ওপর হাত রাখতে গিয়ে স্ক্যাডাবের হাতটা যেন হিম-শীতল হয়ে গেলো এবং আড়চোখে তাকাল গ্রাহামেব দিকে। 'মিঃ গ্রাহাম, আমি আবার আপনাকে বলিছ, সত্যি আপনি এক মজার লোক বটে।'

'কেন, একথা কেন বলছেন? রিওয় আপনি কতো আতঙ্কজনক ঘিঞ্জি নোংরা পল্লী দেখেছেন, সেখানকার গরীব মানুষগুলোর উন্নতির জন্যে এ টাকা তো আপনি খরচ করতে পারেন, বিশেষ করে টাকাটা যখন বাচ্চাদের সাহায্যে লাগবে।'

'একটা চ্যারিটি ট্রাস্টের আমি চেয়ারম্যান, যার কাজ হলো গরীব বাচ্চা ছেলে মেয়েদের দেখ-ভাল করা।' উঠে দাঁড়িয়ে. বলল স্ক্যাডার। তারপর একটা চেক লিখে সিওভানের হাতে তুলে দিলো এবং গ্রাহামের সঙ্গে করমর্দন করে বলল সে, 'ধন্যবাদ, এ এক অপূর্ব বদান্যতা আপনার।'

'এই টাকা থেকে বাচ্চারা উপকৃত হলে আমি খুশি হবো,' বলল গ্রাহাম।

'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন,' এই বলে জনতার দিকে ফিরে বলল স্ক্যাডার, 'খেলা শেষ।'

হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। তারপর ধীরে ধীরে তারা ফিরে গেলো।

গ্রাহাম এবং সাবরিনার উদ্দেশ্যে বলল স্ক্যাডার, 'চলুন বাইরে যাওয়া যাক। অনুমতি দিলে আমি আপনাদের জন্য ড্রিঙ্কের ফরমাস দিতে পারি সেখানে।'

'আমরা এখানে একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। তাছাড়া আপনার তো আবার সদস্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের ব্যাপার আছে মনে আছে তো?'

শব্দ করে হাসল স্ক্যাডার। 'ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের ধরে রাখতে চাই,' তারপর সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলো সে বার-এ।

'মাইক!' কিছুক্ষণ পরে পিছন থেকে স্ক্যাডারের ডাক শুনে ফিরে তাকাল গ্রাহাম। 'যে ভাবেই হোক, টাকাটা UNICEF-এ যাচ্ছে?'

'ও টাকা আপনার, আপনি ভাল জানবেন।'

'দেখুন, ও সব টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। ও টাকা আমি চাই না। ও টাকা বাচ্চাদের।'

'আসুন, বার-এ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

পরিবেশনকারিনী ড্রিঙ্ক সার্ভ করে চলে গেলে স্ক্যাডারই প্রথমে মুখ খুলল, 'আগামীকাল রাতে আমার বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি। প্রতি বছর কার্নিভাল উৎসবের সঙ্গে তাল রেখে বাড়িতে একটা পার্টি দিয়ে থাকি। সিওভান একটা ভাল বুদ্ধি দিয়েছে। তা সেই পার্টিতে আপনারা যোগ দিতে আসুন না কেন? অবশ্য যদি আপনাদের আগে থেকে অন্য কোনো নিমন্ত্রণ থাকে, তাহলে অন্য কথা— '

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল সাবরিনা, 'আমাদের কোথাও যাওয়ার কথা নেই, আছে নাকি মাইক?'

'না।' হাসল গ্রাহাম। 'আমরা এখানে ভালবেসেই এসেছি। যদি না আপনাদের কোনো অসুবিধে হয়—'

'অবশ্যই হবে না। তাহলে ওই কথা রইল। কাল সকালে আপনাদের হোটেলে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসব। ধরুন কাল রাত সাড়ে-আটটায় সময় আমার বাড়িতে আপনাদের নিয়ে আসার জন্য একটা গাড়ি হাজির থাকবে সেখানে। আর একটা কথা, সিকিউরিটির ব্যাপারে আমন্ত্রণ পত্রটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন, বুঝেছেন!'

ড্রিঙ্কের পর সাবরিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল সিওভান, 'আমি ক্লান্ত, হাত-মুখ ধুয়ে একটু সতেজ হতে চাই, তা তুমিও কি—?' তার সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না সাবরিনার, কোনো বিশেষ কারণে সে তার সঙ্গ চায়। তাই সিওভানকে অনুসরণ করল সে।

টয়লেটের সামনে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবরিনার হাতে আলতো স্পর্শ রেখে সিওভান বলল, 'এই খামটা নাও। অনেকক্ষণ এটা আমি তোমাকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তুমি তো পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলতে পারো, পারো না?'

'একটু একটু,' শান্ত ভাবে বলে খাম থেকে একটা কাগজের শীট বার করল সাবরিনা। ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে লেখা একটা নির্দেশিকা : 'কয়েক দিনের মধ্যে ড্রাগের একটা বিরাট চালান আশা করা হচ্ছে। মিঃ আন্দ্রে ড্র্যাগো হয়ত জড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্যই তোমার সঙ্গে মিলিত হবে, কাজটা অত্যন্ত জরুরী!'

'আমি এ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারি না। জানাজানি হয়ে গেলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারে।'

'তা তুমি তোমার খবরদাতার সঙ্গে কথা বলেছ?' জানতে চাইল সাবরিনা, 'করার চেষ্টা করি, কিন্তু সে তখন বাড়িতে ছিলো না। এখনই আর একবার চেষ্টা করে দেখছি।'

'হুইটলককে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলতে পারি। কিন্তু তোমার সেই খবরদাতা কি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' এক মুহূর্ত কি ভেবে সিওভান বলে উঠল, 'আমি কারলোসকে বলব, হুইটলকের কাছে তার পরিচিতি হিসেবে একটা চিঠি আছে। সে চাইলে সে তার পছন্দ মতো মিলিত হওয়ার জায়গা স্থির করতে পারে। হুইটলককে ডেকে পরিস্থিতির কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারো তুমি। হোটেলে চিঠিটা পৌঁছে দেওয়াব জন্য আমি একটা ট্যাক্সি না হয় নিয়ে নেব।'

'তুমি যদি তোমার খবরদাতাকে তার বাড়িতে পাও, তাহলে এটা একটা ফলপ্রসূ চেষ্টা হতে পারে।'

'এখন তার বাড়িতে অবশ্যই থাকা উচিত,' উত্তরে সিওভান তার ঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'মাইকের ব্যাপারে কি করবে?'

'পরে আমি ওকে বলে দেবো। এখন তো এসো।'

বেসমেন্টে ক্লাবের সিকিউরিটি রুমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্ক্র্যাগো। দশটা ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশন সেট সারিবদ্ধ ভাবে দেওয়ালের হ্যাঙ্গারে টাঙান ছিলো। তারই মধ্যে একটার স্ক্রীনের ওপর তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ এখন। ক্যাসিনোর একটা ক্যামেরার লেন্স তখন ঘোরান ছিলো সাবরিনা এবং সিওভানের দিকে। টি ভি'র সাউন্ডবক্সে কোনো শব্দ ছিলো না। তবে পূর্ব ইউরোপে থাকার সময় বোবাদের ভাষা বোঝবার মতো কিছু দক্ষতা তার অর্জন করার সুবাদে সে তাদের ঠোঁট নড়তে দেখে মোটামুটি তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা উপলব্ধি করতে পারে। সে এখন নিশ্চিত ভাবে জেনে গেছে, গ্রাহামের মেয়েটি নিশ্চয়ই সেই চিরকুটটার ভাষান্তর করতে পেরেছে, তবে তাদের দু'জনের ঠোঁট নাড়া দেখে তার উপলব্ধি হলো, রিওর এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু কি সেই "ঘটনা" হতে পারে? ড্রাগ? নাকি সেই খামটার ভেতরে অন্য আরো কিছু আছে? আর এই গ্রাহামরাই বা কে? সিওভানের মতো তারাও কি CIA'র লোক? সিওভানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার সে করেছিল বছর খানেক আগে, তবে স্ক্র্যাডারকে তার সেই আবিষ্কারের কথা বলেনি সে। অপেক্ষা করে আছে সে, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, সে তার নিজের তুরুপের তাস নিজেই ব্যবহার করবে।

সাবরিনা এবং সিওভানকে বাইরে বেরুবার পথে এগিয়ে যেতে দেখেই তার চিন্তায় বাধা পড়ল। দ্রুত হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে দু'জন প্রহরীর একজনকে কাছে ডেকে বলল সে 'এখনি ল্যাভেলকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে!' তারপর রিসেপশন ডেস্কে ডায়াল করে বলে উঠল সে 'মারিসা?'

'হ্যাঁ, বলুন।

'আমি ড্র্যাগো কথা বলছি, সিকিউরিটি রুম থেকে দেখ যদি সেন্ট জ্যাকুইস কিংবা মিসেস গ্রাহাম রিসেপশন ফোন ব্যবহার করে, আমি জানতে চাই তারা কাকে ফোন করছে।'

'হ্যাঁ স্যার, তাই হবে।'

ওদিকে জ্যাঁ-মেরি ল্যাভেল ঘরে এসে প্রবেশ করতেই রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর নামিয়ে রাখল ড্র্যাগো। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে ল্যাভেলের, মুখে তার কাঠিন্যের ছাপ, কালো গোঁফ। ১৯৮৭ ডুভেলিয়ারের রাজত্বের অবসান হওয়ার পর হাইতি থেকে পালিয়ে আসার আগে টনটন ম্যাকাউটের সিনিয়র অফিসার ছিলো সে। এ খবর একমাত্র ড্র্যাগোই জানত। সরকারী ভাবে রিভিয়েরা ক্লাবের প্রধান সিকিউরিটি অফিসার সে। বেসরকারী ভাবে সে ছিলো ড্র্যাগোর অত্যন্ত বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট এবং বিতর্কিত ফ্যাভেলা ভিজিলেন্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো।

টি ভি. পর্দায় বিশ্রামকক্ষের তোলা ছবির দিকে আঙুল দেখাল ড্র্যাগো। সিওভান তখন রিসেপশন ডেস্কের ফোনের মাউথপীসে মুখ রেখে নরম গলায় কথা বলছিল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে এবার কি যেন বলল মারিসাকে। সে তখন চামড়ার-বাঁধাই করা ক্লাবের ডাইরেক্টরিটা তার হাতে তুলে দিলো। সিওভান তার প্রয়োজনীয় নম্বরটা ডাইরেক্টরি থেকে সংগ্রহ করে ডায়াল করল, তারপর রিসিভারটা সাবরিনার হাতে তুলে দিলো।

'কে ওই সোনালী চুলের মেয়েটি?' জিজ্ঞেস করল ল্যাভেল।

'আরে, আমিও তো খোঁজ করছি, কে ওই মেয়েটি?' স্বল্প কথাবার্তার পর সিওভানের হাতে ক্লাবের একটা খাম তুলে দেয় মারিসা। সিওভান তার হাতব্যাগ থেকে একটা খোলা-খাম বার করল এবং এক শীট কাগজ পুরল দ্বিতীয় খামে। পরে খামের মুখটা বন্ধ করল। মারিসার কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে খামের ওপর খসখস করে কি যেন লিখল। তারপর সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

'কারলোস মনটেরিও নামে কাউকে তুমি জানো?' ফোনে ড্র্যাগো জিজ্ঞেস করল মারিসাকে।

'হ্যাঁ স্যার। অসাধু প্রকৃতির লোক। তার পরিচয় একজন ইনফরমার হিসেবে। গুপ্তচরও বলা যেতে পারে তাকে।'

'তাই মনে হয়। আর এও মনে হয়, কোনো একটা চিঠি সে পাঠিয়েছে মিস সেন্ট জ্যাকুইসকে, আর সেই চিঠির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তার সঙ্গে মিলিত হতে চায় সে।'

'হ্যাঁ এবার আমি বুঝতে পারছি স্যার। আপনি কি চান আমি তার পিছু নিই?'

'না, দরকার নেই। আমি জানি, কোথায় থাকে সে।'

'তাহলে মন্টেরিও যদি তার সঙ্গে আলোচনা করে, তখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন?'

'সেই চিরাচরিত কাজটাই করতে হবে। বোটাফোগা উপসাগরে তার দেহটা ফেলে দিও, বাকী কাজটা হাঙর করে ফেলবে।'

ঘর ছেড়ে চলে গেলো ল্যাভেল।

আর এবার মনিটরের ওপর ড্র্যাগো তার দৃষ্টি ফেলাতে গিয়ে দেখল, সাবরিনা আর সিওভান ক্যাসিনো পেরিয়ে বার-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। গ্রাহাম দম্পতি এবং হুইটলকদের পুরোপুরি জানার পর সে যদি বোঝে, সে তার শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে, তখন তাদের খতম করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না সে।

সারাটা সন্ধ্যে হোটেলে বসেই কাটাল হুইটলক। নিউ ইয়র্কে কারমেনের কথা ভাবতে গিয়ে তার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার মনের একটা দিক চাইছিল ফোন করে তার কণ্ঠস্বর শোনে, তার কত দিন তার গলায় আওয়াজ শোনেনি সে। আবার মনের আর একটা দিক তাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল এই বলে যে, তার স্বার্থপরতা তাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। আর মনের এই টানাপোড়েনে পড়ে বারবার রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে কারমেনকে ফোন করতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। তার ফোন নম্বরটা ডায়াল করা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। শেষ বারের মতো রিসিভারটা তুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় সাবরিনা ফোন করল তাকে।

সিওভানের ইনফরমারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে গেছে সে। এর অর্থ হলো, তার ব্যক্তিগত সমস্যা ছাপিয়ে অন্য আর কিছু যেন তার মন জুড়ে বসেছে। নারজ থাকা সত্ত্বেও সে তার হোলস্টারের ব্রাউনিং MK-2 পিস্তলটা লুকোবার জন্য একটা হাল্কা জ্যাকেট চাপিয়ে নিলো গায়ে। তারপর রিসেপশন ডেস্ক থেকে একটা খাম সংগ্রহ করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ট্যাক্সি ধরার জন্য।

শহরের সব থেকে ব্যস্ত রাস্তা এ্যাভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গাসের ওপর কাফে কানা। সেখানে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্যে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো হুইটলক। মন্টেরিওর চেহারার মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়েছিল সাবরিনা। বছর তিরিশ বয়স হবে তার, তবে এই অল্প বয়সেই মাথায় টাক পড়েছে, আর তাকে সনাক্ত করার একটা বড় সহায়ক হলো, দরজা থেকে তিন নম্বর টেবিলে তার বসে থাকার কথা। হ্যাঁ, সাবরিনার বর্ণনা মতো নির্দিষ্ট টেবিলেই বসেছিল সে। হাতে তার কফির কাপ। তার সামনে একটা খবরের কাগজ বিছানো ছিলো। তার টেবিলের উল্টোদিকের একটা খালি চেয়ারে গিয়ে বসল হুইটলক।

'ওই চেয়ারটা অন্য একজনের,' তার দিকে না তাকিয়েই বলল হুইটলক। 'একজনকে আশা করছি আমি।'

'সে এখন এখানেই হাজির।'

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল মন্টেরিও। 'আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ দেখান!'

টেবিলের ওপর খামটা ছুঁড়ে দিলো হুইটলক।

খামটা ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে নোটটা বার করে সেটা সে হুইটলকের হাতে ফিরিয়ে দিলো। 'আপনাকে ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে কি জানেন, মিস সেন্ট জ্যাকুইস আমাকে বলেছিল, একজন ইংরেজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাই স্বভাবতই আমার ধারণা ছিলো...।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হুইটলক বলে উঠল, 'স্বভাবতই আপনার অনুমান ছিলো, আমি হবো একজন সাদা চামড়ার লোক, এই তো?'

অপরাধীর মতো মাথা নেড়ে মন্টেরিও বলল, 'আশাকরি আমি আপনাকে অপমান করিনি।'

'না, একটুও নয়।' পরিবেশনকারিনীর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে হুইটলক বলে উঠল, 'কফি প্লিজ।' তারপর মন্টেরিওর দিকে ফিরে বলল, 'তা এত ভাল ইংরেজি বলতে আপনি কোথা থেকে শিখলেন?'

'নাইট স্কুলে। ইংরেজি বলা টুরিস্টদের গাইড করতাম, তারপরেই আমি আবিষ্কার করলাম ; অপরাধমূলক কাজ করা অনেক বেশি লাভজনক। সে যাই হোক, গতকাল রাতে আড়ি পেতে আমি সব শুনেছিলাম। আমি তখন পাস্তর এ্যাভিনিউ'র একটা বাইরে বসে ড্রিঙ্ক করছিলাম। আর তখনি আমার ঠিক পাশের টেবিলে পাঁচজন লোক এসে বসল।' এই বলে সে খেতে শুরু করল।

মন্টেরিওর হাত চেপে ধরে হুইটলক তাকে সাবধান করে দেয়, 'হয় খাবার খান। নয় তো কথা বলুন।'

'না খেলে কথা বলার শক্তি কোথায় পাবো?'

'শক্তি পরে সঞ্চয় করবেন,' বিড়বিড় করে বলল হুইটলক, 'তার আগে আপনার কাহিনী বলে যান।'

'এই পাঁচজন লোক আন্দ্রে ড্রাগোর ভিজিলেন্ট-স্কোয়াডে কাজ করে থাকে। তাদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শুনে থাকবেন।'

মাথা নাড়ল হুইটলক।

'তারা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। তাদের সব কথা বুঝতে না পারলেও তবে তাদের আলোচনার সারমর্ম আমি একটা ন্যাপকিনে লিখে রেখেছিলাম।' পকেট থেকে একটা কাগজের ন্যাপকিন বার করে মেলে ধরল হুইটলকের সামনে। 'একটা কলম্বিয়ান ফ্রাইটার, "পালমিরা" কয়েক দিনের মধ্যেই মন্টেভিডিও যাওয়ার পথে রিও অতিক্রম করবে। রিও উপকূলের কোনো এক জায়গায় হেরোইনের একটা কনসাইনমেন্ট "পালমিরা" জাহাজ থেকে "গোলকোন্ডায়" স্থানান্তরিত করা হবে। "গোলকোন্ডা" মার্টিন স্ক্যাডারের ইয়ট, ড্রাগো চাইলেই সেটা ব্যবহার করতে পারে। বন্দরের কোনো পুলিশই "গোলকোন্ডাকে" চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না। আর এই ভাবেই বিনা বাধায় নির্বিবাদে স্ক্যাডারের প্রাইভেট জেটিতে ড্রাগ পাচার করা যেতে পারে। আর এই হলো ঘটনা।'

'এর পরেও কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায়। আপনি তাদের চিনলেন কি করে? মনে হয়, তারা আপনাকে জানে না নিশ্চয়ই?'

'না। তারা আমাকে বেশ ভাল করেই জানে। কিন্তু আমি যতটা জানি, ঠিক ততটা নয়। আমার মুখে নকল দাড়ি ছিলো। আর চুলগুলো কাঁধের নিচে ঝুলে পড়েছিল আমার। তাছাড়া আমার সামনে তারা অমন খোলামেলা ভাবে কথা বলার অপার একটা কারণ হলো, লন্ডনের

একজন লেডির সঙ্গে আমার ডেট ছিলো। সারা রাত ধরে ইংরিজিতে কথা বলেছি আমরা। তাই তারা নিশ্চয়ই ভেবে থাকবে যে, আমি তাদের কথা বুঝতে পারিনি।'

'আপনি আপনার নোটে বলেছেন, হয়ত ড্র্যাগো জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কেন এই নিশ্চয়তা?'

'তার নাম আমি একবারই উল্লেখ করতে শুনেছি, কিন্তু আগেই বলেছি তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক মতো আমি শুনতে পাইনি।'

'ব্যক্তিগত ভাবে আপনি কি মনে করেন?'

'স্ক্যাডারের কথা যদি ধরেন, তাহলে আমার সব সততা ব্যতিরেকে বুকে নিশ্চিত নই অন্তত তার ব্যাপারে।'

'স্ক্যাডারের ক্ষেত্রে কেন এত নিশ্চয়তা?'

'কেন, তার ছেলের কথা বলেনি মিস সেন্ট জ্যাকুইস?'

'না, বলেনি তো।'

UNACO ডোসিয়ারে কোনো ছেলে-মেয়ের উল্লেখ নেই।'

'ঠিক আছে ঘটনার কথা আমি সংক্ষেপে বলছি। রিওয় স্ক্যাডারের পৌঁছনর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা খবরের কাগজে বেদনাদায়ক কাহিনী প্রকাশিত হয়, সে কাহিনী একটা বছর দশেক ছেলের, গরীব মানুষজনের বাড়ি-ঘর পুড়ে গেলে ছেলেটির পরিবারের সবাই সেই আগুনে পুড়ে নিহত হয়। সেই কাহিনী পড়ে স্ক্যাডার এতই মর্মাহত হয়ে পড়ে যে, ছেলেটিকে দত্তক নিয়ে ফেলে। প্রথম কয়েক বছর তারা অবিচ্ছিন্ন থেকে যায়, কিন্তু কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিঃ-ক্ষণের বয়সে পৌঁছতেই ছেলেটি ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ে। ছেলেটিকে মর্গে দেখে সেই প্রথম ঘটনার কথা জানতে পারে স্ক্যাডার। অতি মাত্রায় হেরোইন সেবনের করেছিল সে। সেই দিন থেকে ব্রাজিলিয়ান ড্রাগ-ব্যারনদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে। বিশেষ করে যারা রিওতে ছিলো।?'

'ড্র্যাগো সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তা কেন?'

'কারণ ব্রাজিলের পল্লী-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার জন্য স্ক্যারডারের নির্দেশ সে পালন করলেও কাজটা তার মনঃপূত ছিলো না। যদি না তার নিজস্ব নেটওয়ার্কের কাজ অন্য কোথাও শুরু করে থাকে ; তাই এই টানাপোড়নে মনে হয় না, এই কেসের সঙ্গে জড়িত সে। আর এই কারণেই এত অনিশ্চয়তা ; তাছাড়া সে যে স্ক্যাডারকে ডাবল-ক্রস করছে এরকম অপবাদও দেওয়া যায় না তাকে ; বিশেষ করে স্ক্যাডারের একজন চাকরের দাবী, সে নাকি ফোনে আড়ি পাততে গিয়ে শুনেছে, ড্র্যাগো কাকে যেন বলছিল, ভালব জন্য ব্রেজিল ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বিদায় বেলায় একটা অবিস্মরণীয় উপহার দিয়ে যাবে সে রিওর জনসাধারণকে।'

'আর সেই বিদায়ী-উপহার ড্রাগও তো হতে পারে,' উত্তরে বলল হুইটলক।

'তা হতে পারে। কিন্তু ভালর জন্য বলতে কি সে বলতে চেয়েছিল আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কেনই বা ব্রাজিল ছেড়ে চলে যেতে চাইছে সে? এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, গত চার বছর ধরে এখানে সে তার যশ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, সে সবই তাকে হারাতে হবে। এর কোনো মানে হয়?'

তার দিকে স্থির চোখে তাকাল মন্টেরিও। 'হয়ত আমি একজন অপরাধী হতে পারি, কিন্তু আমি এখনো ড্রাগকে ঘৃণা করি। খুব বেশি দেরী হয়ে গেলেও এসব সর্বনাশা মাদকদ্রব্যের আমদানি এখানে বন্ধ করুণ মিস্টার।'

বিল মিটিয়ে চলে গেলো হুইটলক। তার গমন-পথের দিকে তাকাতে গিয়ে মন্টেরিও দেখল একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসেছে হুইটলক। মিনিট দশেক পরে নৈশভোজ সেরে বেরিয়ে এলো সে সেখান থেকে। অ্যাভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গাস স্ট্রীট তখন গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। সেই জ্যাম কাটতে অনেক সময় লাগবে। তাই সে ঠিক করল মেট্রোয় বাড়ি ফিরবে, ট্যাক্সির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী হবে মেট্রোরেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিষ দিতে দিতে কাছাকাছি সাবওয়ে সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে হেঁটে চলল মন্টেরিও। হঠাৎ তার সামনে একটা কালো মার্সিডিজ গাড়ির দরজা খুলে যেতে দেখল, আর তখনি গাড়ি থেকে এক লাফে নেমে দাঁড়াল ল্যাভেল। ল্যাভেলের পিছন দিকে ফিরে তাকাল মন্টেরিও। ল্যাভেলের দু'জন সঙ্গী তার খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল তখন। নিরস্ত্র সে, স্বভাবতই ভয় পেলো। এখন পালাবার একটাই মাত্র পথ, গাড়িতে ঠাসা অ্যাভেনিডা প্রেসিডেন্ট ভার্গিস পেরিয়ে ছুট দেওয়া। গাড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় সারির ভেতরে পৌঁছতেই একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো সে BMW সিলভার বুলেটের হাত থেকে। কিন্তু একটা চলমান ভ্যানের চালক আচমকা ব্রেক কষতেই অন্য আর একটা গাড়ির পিছনে গিয়ে প্রায় ধাক্কা লাগাবার উপক্রম করে ফেলেছিল। পরবর্তী নির্দেশের জন্য ল্যাভেলের দিকে তাকাল সেই দু'জন লোক। মাথা নাড়ল সে। গাড়ির দু'টো সারির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মন্টেরিও তখন, ওদিকে তার সামনে একটা বাস ছুটে আসছিল। বাসের উইংমিররের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেলো সে। একটা লরি তখন ছুটে আসছিল দ্রুত গতিতে। উঠে দাঁড়াবার সময় পেলো না মন্টেরিও। লরির চাকার তলায় তার দেহটা পিস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা রাস্তার ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো।

কালো মার্সিডিজ গাড়িতে উঠে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলো ল্যাভেল নিজেকে নিজের বোকামির জন্য, মন্টেরিওকে জীবিত অবস্থায় ধরতে না পারায়। রাগে গজগজ করতে করতে সে তার চালককে রিভিয়েরা ক্লাবে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো।

'তা এর থেকে তোমার কি মনে হয়?' মন্টেরিওর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় তার আলোচনার কথা আনুপাতিক ভাবে বর্ণনা দিলে হুইটলককে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। হুইটলকের ঘরে বসে তাদের কথা হচ্ছিল, গ্রাহামও হাজির ছিলো সাবরিনার পাশে।

'ভাল কথা, "গোলকোন্ডার" ব্যাপারে সিওভান কি বলেছিল তোমাদের মনে আছে তো? স্ক্যাডার কিংবা ড্র্যাগোর সরকারী ভাবে অনুমতি পেয়ে তবেই সেটা এখানে নড়াচড়া করতে পারে। তারপর স্ক্যাডারের সম্পর্কে মন্টেরিওর মন্তব্যটাও একবার ভেবে দেখতে হবে তার কথা মতো। এ ব্যাপারে জড়িত বলে আমার মনে হয় না সে। আবার ড্র্যাগো সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িত, যার অনেক উত্তরই অস্পষ্ট ; অসম্পূর্ণ অন্তত এই মুহূর্তে আমি বলব, এর পিছনে তার হাত থাকলেও থাকতে পারে।'

'তোমার সঙ্গে আমিও একমত,' উত্তরে বলল গ্রাহাম। 'আর সেরকম হলে তোমার বকেয়া কাজকে বিদায় জানাতে পারো তুমি। যদি দেখা যায়, আগামীকাল রাতে কোনো এক সময়ে সেই হেরোইনের প্যাকেট "গোলকোন্ডায়" স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তাহলে তখন তোমার কাজ হবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।'

'কিন্তু আমি তো একা এ কাজ করতে পারব না।'

'তাহলে সেরগেইকে ডেকে পাঠাও,' বলল সাবরিনা, 'এখানকার এমন এক পরিস্থিতির কথা শুনলেই লাফিয়ে উঠবে সে, তারপর প্রথম সুযোগেই সে তার অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বে রিওর উদ্দেশে বিমান ধরার জন্য।'

'এখনি তাকে ডাকো,' টেলিফোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল গ্রাহাম। 'এখন সে নিশ্চয়ই টিভি'র সামনে বসে হয় জিওপারডি কিংবা কুইজ শো দেখছে, এসব শো খুবই প্রিয় তার।'

'পরে তাকে দিনের রিপোর্ট দেওয়ার সময় এ ব্যাপারে আলোচনা করব। আমি এখন খুবই ক্লান্ত বন্ধু।'

'আমিও একটু বিশ্রাম নিতে চাই।' সাবরিনার দিকে ফিরে বলল গ্রাহাম, 'তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাবরিনা। 'ক্যাসিনো আমাকে ভীষণ ক্লান্ত করে তুলেছে।'

'তোমরা দু'জন চলে যাওয়ার আগে আমার আগামীকালের কাজের কথাগুলো একবার ঝালিয়ে নিই, কি বলো? প্রথমেই আমি মিলিত হচ্ছি সিলভিয়ার সঙ্গে। সিওভান যার নাম উল্লেখ করেছিল। তার আর একটা পরিচয় হলো, স্ক্যাডারের সঙ্গে কাজ করেছিল সে। স্ক্যাডারের প্রাইভেট গ্যালিরিতে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করার জনাই তার সঙ্গে মিলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' তার কথায় সায় দিয়ে বলল গ্রাহাম। 'তার কারণ তার সাঙ্গপাঙ্গদের দৃষ্টি এড়িয়ে একমাত্র তুমি সেখানে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসতে পারো। সুন্দর ও ফর্সা মুখের জয় সর্বত্র, তোমাকে বেশ ভালভাবেই রিসেপশন দেওয়া হবে বলে আমি আশাকরি। পরিবর্তে কাল বিকেল নাগাদ "গোলকোন্ডায়" হোমিং ডিভাইস স্থাপন করার ব্যবস্থা আমি করব।'

তারা দু'জনেই এক সঙ্গে তাকাল সাবরিনার দিকে।

সাবরিনার চোখ ঘোরাফেরা করল পালা করে তাদের দু'জনের মুখের ওপর। 'ঠিক আছে, আমাকে তাহলে সারাটা দিন সিওভানের সঙ্গে কাটাতে হবে পার্টিতে যাওয়ার কস্টিউম প্রস্তুত রাখার জন্য। বিশ্বাস করো, এটা আমার পছন্দ নয়।'

'আচ্ছা মাইক, পার্টিতে যাওয়ার পোশাকে কোনো বৈচিত্র্য আনবে না তুমি?' জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'মেয়েদের কস্টিউমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সৌভাগ্যবশতঃ, পুরুষরা কে কি পরল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না।'

'একটা সমতা আনার জন্যেও কি নয়?' বিড়বিড় করে বলে গ্রাহামকে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল সাবরিনা। হুইটলককে শুভরাত্রি জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো তারা।

বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলো হুইটলক। তার মনে তখন অনেক চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রথমেই সে ভাবল, জিওপারডি কারমেনের অতি প্রিয় প্রোগ্রাম। কিন্তু হঠাৎ সেই প্রোগ্রামের কথা কেনই বা তুলতে গেলো গ্রাহাম? প্রসঙ্গটা যেন আবার ব্যথিত করে তুলল তাকে। কথাটা মনে হতেই নিউ ইয়র্কে সে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট ফোন করল এবং প্রথমবার রিং হতেই শব্দ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল এবং মুখে হাত বোলাতে গিয়ে ভাবল সে, তাকে ফোনে ডেকে কোনো সমাধানেই পৌঁছন সম্ভব হবে না। রিসিভারটা আবার তুলে নিয়ে সে এবার ফোন করল UNACO'র হেডকোয়ার্টারে।

'লিউলিন এন্ড লী কোম্পানি, শুভসন্ধ্যা,' সারহার টেপ করা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাবে। 'এখন আমাদের অফিস বন্ধ, তবে আপনি যদি আপনার নাম আর ফোন নম্বর দেন ; কাল সকালে খুশি হয়ে আমাদের ম্যানেজাব আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

টেপ করা নির্দেশ শেষ হতেই হুইটলক বলে উঠল, 'সি-ডাব্লু. হুইটলক। ID 1852963।'

খানিক বিরতি, তারপরেই একটা ক্লিক করার শব্দ হলো এবং অপর প্রান্তে রিসিভার তোলার শব্দ ভেসে এলো।

'শুভ সন্ধ্যা মিঃ হুইটলক,' নরম গলায় বলল ডিউটি অফিসার।

'শুভ সন্ধ্যা ভেন্ড', উত্তরে UNACO'র সাংকেতিক ভাষায় বলল হুইটলক, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বিমানে করে একটা CB3, একটা G5 আর তিনটে পনেরো পাউন্ডের M8 পাঠাতে হবে এখানে।'

CB3 হচ্ছে একটা সুইমার ডেলিভারি ভ্যান। G5 হল পোর্টেবল ক্রেন, আর M8 ; একটা লিমপেট যান।

'কিন্তু মিঃ হুইটলক, এত অল্প সময়ের নোটিশে ওগুলো পাঠানো তো সম্ভব নয়। ওই সব জিনিষগুলো স্টোরে প্যাক করা রয়েছে।'

স্টোরস ডিপার্টমেন্টের লোকদেব বলুন, এগুলো খুবই জরুরী। তারা যেন কষ্ট করে একটু হাত লাগাবার চেষ্টা করে। এবার দয়া করে কোলসিনস্কির লাইনটা একবার দিন।'

টেলিফোনে UNACO'র অপারেটিভরা যে ভাষায় কথা বলে ঠিক সেই ভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলো সে কোলসিনস্কিকে।

ড্রাগ পাচারের ব্যাপারে সতর্কিত হতেই দ্রুত হাতে সুটকেস গোছগাছ করে নিয়ে পনেরো মিনেটের মধ্যে জন এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো কোলসিনস্কি।

❑ নয় ❑

সামনে নীল সমুদ্র, মাথার ওপর নীলাকাশ, আর সমুদ্রোপকূলের কোল ঘেঁষে বিরাট বিরাট সিঁড়ির ধাপের মতো উঠে গেছে পাহাড়ী শহরটা। সিঁড়ির একেবারে ওপরের কয়েকটা ধাপ ঘিরে রোসিনহা, গরীব রিওবাসীদের আশ্রয়স্থল ঝুপরি, কার্ডবোর্ড প্লাইউডের দেওয়াল আর টিনের ছাউনি। মানুষের চরম দুঃখ ও কষ্টের ভোগান্তির জায়গা সেটা। প্রথমে হুইটলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল জায়গাটা। তবু তা সত্ত্বেও ট্যাক্সি চালকের মন্তব্য হলো, 'সব থেকে বড় পরিহাস

কি জানেন স্যার, এই ঝুপরিগুলোই শহরের বড় আকর্ষণ ; আরো মজার ব্যাপার কি জানেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কোটিপতিদের বিরাট বিরাট ইমারতগুলো এইসব ঝুপরিগুলোর কাছে যেন অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়।' হুইটলকের ইচ্ছে মতো যতটা সম্ভব পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল ট্যাক্সি-চালক। চালক তাকে পনের মিনিট সময় দিলো। তার বেশি এক সেকেন্ডও নয়। সেই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা না বলার জন্য সতর্ক করে দিতে ভুলল না সে। কারণ তার বিদেশী টান চিনতে পেরে তারা তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, বিদেশীদের একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না তারা। রোসিনহায় কোনো ভ্রমণার্থীকে স্বাগত জানানো হয় না। তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ট্যাক্সি চালককে ধন্যবাদ জানিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চলল হুইটলক। অসমান উঁচু নিচু পথ, চড়াই-উতড়াই, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছিল তাকে। কখনো বা হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছিল তাকে। সরু পথ, দু'টো পা আর দু'টো হাত রাখার মতো জায়গা ছাড়া তার বেশি এক ইঞ্চি জমিও ছিলো না সেখানে। বাচ্চাদের পরনে কম্বলের পোশাক, তার পরনে সুন্দর পোশাক দেখে বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তারা। তারপর কি ভেবে তারা যে ঝুপরির ভেতরে চলে যেতে থাকে। সে প্রায় তাদের রুখতে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্যাক্সি চালকের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়ে যেতেই নিজেকে গুটিয়ে নিলো সে। এখন তার একটাই উদ্দেশ্য, যে কাজে এখানে আসা, সেটা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। তাই সে দ্রুত পা চালিয়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে একটা টিনের চাল দেওয়া বাড়ির সামনে এসে থামল। দরজায় নক্ করতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল, যদি কোনো কঠোর প্রকৃতির লোককে অযথা বিরক্ত করে ফেলে, তাহলে তার এখানে আসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাইহোক, আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে দরজায় নক্ করতেই একটি বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারে। তার জামার হাত দু'টো ছিন্ন, মুখে কাদা-মাটির দাগ।

যতটা সম্ভব পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল হুইটলক। 'সুপ্রভাত, তোমার বাবা আছেন?' হুইটলক ধরে নিলো, সিলভা মেয়েটির বাবা।

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। সে তখন সিলভার নাম ধরে ডাকতে যাবে। ঠিক তখনি ধূসর চুলের একটি লোক পিছন দিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

'সুপ্রভাত,' একটু ইতস্তত করে বলল লোকটি।

'সুপ্রভাত। আচ্ছা আপনি কি সিলভিয়া?'

এবার লোকটির মুখে একটা দেঁতো হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মিস সেন্ট জ্যাকুইস আপনার কথা আমাকে বলেছিল, আপনাকে আমি আশা করতে পারি। আসুন, দয়া করে ভেতরে আসুন।'

লোকটার মুখে চমৎকার ইংরিজি শুনে বেশ মজা উপভোগ করল হুইটলক। দেখে মনে হয়, তার আশপাশের বাসিন্দাদের থেকে যেন সে একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ।

'আমি জোয়াও সিলভা,' একটা হাত প্রসারিত করে দিলো সে। দৃঢ় হস্তে করমর্দন করল হুইটলক।

বাচ্চা মেয়ের কাঁধে হাত রেখে সিলভা বলল,' ও হলো লুইসা, আমার মেয়ে। ও বোবা। আর সেই কারণে দরজার সামনে আপনার কথা সে ঠিক বুঝতে পারেনি।'

লুইসার সামনে হাঁটুমুড়ে বসে হুইটলক তার ওয়ালেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে নিজের হাতে রাখল। মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার বাবার নির্দেশ পাওয়ার জন্য তার দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল সিলভা নীরবে। মেয়েটি তখন সাবধানে হুইটলকের হাতের তালু থেকে মুদ্রাটা তুলে নিলো। তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'আপনি অত্যন্ত দয়ালু,' এই বলে ঘরের ভেতরে একটা আরামকেদারার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে বসতে বলল। 'আপনার কথা বলার সুরটা? ইটন না হ্যারো?'

'এ তো তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবে র‍্যাডলি।'

'ওটা আমি জানি না। দেখুন, আমি ছিলাম মিঃ স্ক্যাডারের ব্যক্তিগত সাজভৃত্য, তাঁর সঙ্গে সাত বছর কাজ করার সময় তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তারা সবাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল।'

'তা তখন কি ঘটেছিল, জানতে পারি?' ঘরের চারদিকে তাকাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল হুইটলক।

'নিঃসন্দেহে অ্যাম্রে ড্র্যাগোর নাম আপনি শুনে থাকবেন?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই শুনে থাকি,' উত্তরে বলল হুইটলক।

'ড্র্যাগো ড্যানোয় পৌঁছনর পর থেকেই আমি স্বস্তি পাইনি, এখানে আপনাকে বলে রাখি, এই ড্যানো হচ্ছে মিঃ স্ক্যাডারের এস্টেট। আমি তার ঈর্ষার কারণ হই ; তার ধারণা, আমি নাকি মিঃ স্ক্যাডারের খুব কাছে চলে যাচ্ছি। তাই আমি তার প্রধান টারগেট হয়ে যাই। মিঃ স্ক্যাডারের নিজস্ব কয়েকটা মূল্যবান জিনিষ সে আমার ঘরে রেখে দেয়। তবে মিঃ স্ক্যাডার আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো সে আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে আছে। তারপর ড্র্যাগো আমাকে ব্ল্যাকলিস্ট করে। তাই যখনই আমি কোনো চাকরী পেতাম, সে তখন আমার নতুন নিয়োগকর্তার কাছে গিয়ে ঠিক হাজির হতো এবং আমার অতীতের ঘটনার কথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলত তাকে। এক জায়গায় স্থিতি হয়ে চাকরীতে কিছুতেই টিকে থাকতে পারতাম না। আর এর ফলে আমার স্ত্রী একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যায় আমার বাড়ি থেকে। এখন লুইসাই আমার একমাত্র ভরসা।'

'আর ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই কি এই সব অন্যায় কাজ করেছিল ড্র্যাগো?'

'হ্যাঁ। তার কাছে আমি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলাম।' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল সিলভা। 'এখানকার লোকেরা তাকে তাদের একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু সে নিজেকে তাদের কাছে যে ভাবে দেখাতে চাইত, তারা ঠিক সেই ভাবেই তাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।'

মামুলী কার্পেটের দিকে স্থির চোখে তাকাল হুইটলক। 'আমি কি চাই, মিস সেন্ট জ্যাকুইস আপনাকে বলেনি?'

'হ্যাঁ বলেছে, এখানে সব কিছুই আমি পেয়েছি।' এক ডজন কাগজের শীট হুইটলকের হাতে তুলে দিলো সিলভা। 'আমার ভাল মনে আছে, এটা হলো বাড়ির লে-আউট। স্বভাবতই হয়ত আমি চলে আসার পর মিঃ স্ক্যাডার সেটার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকবে।'

'আর গ্যালারি?'

'কেন যতটা ভাল করে বলা সম্ভব, "স্যাংচুয়ারির' ব্যাপারে আমি তো বিস্তারিত ভাবে বলেছি—'

'স্যাংচুয়ারি?' বাধা দিয়ে বলে উঠল হুইটলক।

'হ্যাঁ। এই গ্যালারিতে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে থাকতেন মিঃ স্ক্যাডার, বিশেষ করে কোনো ব্যাপারে যখন তার মন খারাপ হয়ে যেত। কিংবা তিনি যখন কোনো গোলমালে পড়তেন। তার মনে হতো, সেই গ্যালারি তার মনে অনেক শান্তি এনে দিতো আর তার প্রভাবও ছিলো মিঃ স্ক্যাডারের ওপর। তাঁর এক বন্ধু এই গ্যালারির নাম "স্যাংচুয়ারি" দিয়েছিল। নামটা মনে দাগ কাটার মতো। "স্যাংচুয়ারির" পিছনে আর একটা গ্যালারি ছিলো। কিন্তু আমি যতদূর জানি, সেখানে কাউকে ঢুকতে দিতেন না মিঃ স্ক্যাডার।'

'তিনি সেখানে কি রাখতেন আপনি কি জানেন?'

'আসল পেইন্টিংগুলো। হ্যাঁ, একবার তিনি আমাকে এরকমই যেন বলেছিলেন।'

'তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, সেখানে প্রবেশের সুযোগ কেবল মাত্র তাঁরই ছিলো?'

'হ্যাঁ, সেখানে প্রবেশের জন্য এক ধরণের রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করতেন তিনি। আর সেটা তিনি তাঁর শয়নকক্ষে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতেন। আমি আমার এই ডায়াগ্রামে সেই আলমারির একটা সঠিক অবস্থানের ছবি এঁকেছি।'

সেই ডায়াগ্রামের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হুইটলক তার পকেট থেকে একটা খাম বার করে সিলভার হাতে তুলে দিলো। 'মিস সেন্ট জ্যাকুইসের সঙ্গে আপনার চুক্তি মতো এতে পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে।'

টাকাটা সিলভা হাত পেতে নিলো বটে, তবে তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, মনের সাড়া তার নেই, যা পরমুহূর্তেই ভাষা হয়ে প্রকাশ পেলো : 'মিঃ স্ক্যাডারের কোনো কিছু বিক্রী করাটা আমি ঘৃণাবোধ করি। সেই অপ্রিয় কাজটা করতে হচ্ছে নেহাতই লুইসার খাতিরে। জানেন, মিঃ স্ক্যাডারের মতো ভালো নিয়োগকর্তা কেউ হতে পারে না, আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।'

'এরপর আপনি যাবেন কোথায়?'

'উরুগুয়েয় আমার এক খুড়তুতো ভাই টেকুয়ারেমবোর বাইরে একটা ফার্মের ফোরম্যান। প্রায়ই সে বলে থাকে, আমার জন্যে ভাল চাকরি না হলেও শ্রমিকের একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবে। লুইসার জন্যই সেখানে যাওয়া, অন্তত নতুন পরিবেশে গেলে রোসিনহার বেদনাদায়ক স্মৃতিটা ভুলতে পারবে। এখানে তার ভবিষ্যতই বা কি বলুন?

তার শুভ কামনা করে অপেক্ষারত ট্যাক্সির উদ্দেশে ফিরে চলল হুইটলক।

রোসিনহায় ঢুকতেই ভাঙা ঝরঝরে লাল বুইকটা এসে থামল সিলভার টিনের ঝুপরির সামনে। গাড়ির আরোহী বলতে ড্র্যাগো, তার চালক ল্যারিওস আর তার সঙ্গী ল্যাভেল। ড্র্যাগোর পরনে সবুজ ওভারঅল, মাথায় একটা পানামা টুপি, চোখে গাঢ় রঙিন সানগ্লাস। চালকের পাশে বসে থাকা ল্যাভেলের পরণেও সবুজ ওভারঅল, মাথায় সোয়েট-স্টেন্ড বেসবল ক্যাপ। তিনজনই সশস্ত্র।

গাড়িটা থামিয়ে দ্রুত নেমে এসে ড্র্যাগোর দরজাটা খুলে দিলো সে। ল্যাভেল তার ওয়ালথার P5-এ সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়ে আবার পকেটস্থ করে অনুসরণ করল ড্র্যাগোকে।

ড্র্যাগোই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে যাবে, ঠিক তখনই সংলগ্ন শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো সিলভা। দুজন সশস্ত্র লোককে দেখা মাত্র সিলভার। শিরদাঁড়ায় একটা হিমশীতল প্রবাহ বয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ফিরে সে তার মেয়েকে একবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলো। লুইসা তখন দরজার দিকে পিছন করে শয়নকক্ষে বসেছিল।

'এখানে তোমার কি চাই?' তিক্তস্বরে জিজ্ঞেস করল সিলভা। 'তুমি তো জানো এখানে তোমাকে স্বাগত জানানো হয় না।'

'কবে থেকে—' কৈফিয়ত চাইতে যায় ল্যাভেল।

ল্যাভেলের ক্রোধ দমন করার জন্য মাঝ-পথে তাকে বাধা দিয়ে তার উদ্দেশে বলে উঠল ড্র্যাগো, 'মিঃ স্ক্র্যাডারের সামনে জোয়াওকে চোর প্রমাণ করার জন্য সে আমাকে কখনো ক্ষমা করেনি।'

'চোর?' খিঁচিয়ে উঠল সিলভা। 'এ তোমার বানানো গাল-গল্প, সে তুমি বেশ ভাল করেই জানো।'

'আশ্চর্য, তোমাকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না।' ড্র্যাগো তার পায়ের কাছে সিলভার সুটকেসের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে কোথাও যাচ্ছো।'

'তোমার তাতে কি?'

'হ্যাঁ, আমি বুঝি, তোমার ব্যাপারে আমার নাক গলাবার দরকার নেই।' উত্তরে বলল ড্র্যাগো। 'সে যাইহোক, এখন বলো তো, আজ সকালে যে ইংলিশম্যান তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কে সে? তা তোমার অস্বীকার করার আগে তোমায় বলে রাখি, যে ট্যাক্সি-চালক তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তার কাছ থেকে মোটামুটি একটা রিপোর্ট আমি পেয়েছি।'

'তাই বুঝি! তাহলে শোনো, মিঃ স্ক্র্যাডারের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে এসেছিল একজন ইংলিশম্যান। কিন্তু আমি তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমি তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারব না। তাই সে চলে গেলো।'

'তাই বলে পনের মিনিট পরে? দেখ জোয়াও, এর থেকেও ভাল গল্প তুমি বলে পারতে। সে তোমার মর্জি। যাইহোক, কি নাম তার বলো?'

'আমি জানি না,' উত্তরে সত্যি কথা বলার মতো করেই বলল সিলভা।

তার কাঁধে হাতের ভর রেখে তাকে তার শয়নকক্ষে টানতে টানতে নিয়ে এলো ড্র্যাগো। 'তোমার মেয়েটি খুবই সুন্দরী। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়, সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের হবে নিশ্চয়ই!'

এই মুহূর্তে সিলভার মুখ দেখে মনে হলো, খুব রেগে গেছে সে। 'মিঃ ড্র্যাগো, দয়া করে আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করো না।'

'আমি করব না, কিন্তু ল্যাভেল একবার কতকগুলো বাচ্চাদের যা দুরাবস্থা করেছিল, সে কথা চিন্তা করলে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। তাই তোমাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি, তাকে এখানে পাঠাতে আমাকে যেন বাধ্য করো না।'

থরথর করে কেঁপে উঠল সিলভা। 'আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো। তবে ওকে দিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করো না। প্লিজ—'

কাছাকাছি একটা চেয়ারের হাতলের ওপর বসে ড্রাগো জিজ্ঞেস করল, 'কে এই ইংলিশম্যান?'

'জানি না। তার নাম সে আমাকে কখনো বলেনি। প্লিজ মিঃ ড্র্যাগো, আমাকে আপনার বিশ্বাস করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি জোয়াও', ড্র্যাগোর ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 'তোমাদের এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা কে করেছিল?'

'মিস সেন্ট জ্যাকুইস।'

'আর সে কি চেয়েছিল?'

'মিঃ স্ক্যাভারের বাড়ির প্ল্যান।'

'কোনো বিশেষ জায়গার?'

'স্যাংচুয়ারির!'

'দারুন কৌতুহলের ব্যাপার তো।' ড্র্যাগো উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেশের দিকে ইঙ্গিত করল। 'তার মানে এই সব প্ল্যান বিক্রী করে রোসিনহা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা তুমি পেয়েছ, এই তো?'

'যা কিছু আমি করেছি, সে সবই লুইসার জন্য। এর থেকে ভাল জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যাশী সে।'

'আহা কি মর্মস্পর্শী ব্যাপার?' ড্র্যা'' · · কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো। তারপর ল্যাভেলের দিকে তাকিয়ে হুকুম করল, 'ওকে খতম করে দাও!'

ল্যাভেল তার পকেট থেকে ওয়ালথার P5 বার করে সিলভিয়ার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সিলভিয়ার ভারি দেহটা আছড়ে পড়ল করোগেটের দেওয়ালে। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা স্তব্ধ হতবাক করে দিলো লুইসাকে। তার ভয়ার্ত চোখ দুটো বিস্ফারিত এবং একটা অনিশ্চয়তার ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায় দু'চোখে।

'মেয়েটির ব্যাপারে তোমার কি সিদ্ধান্ত বলো?' স্থির চোখে লুইসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ল্যাভেল।

'তুমি কি মনে করো? এ খুনের সাক্ষী সে একজন।' সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ড্রাগো তারপর ল্যাভেলের দিকে ফিরে তাকাল। 'তাদের মৃতদেহগুলো সরানর জন্য কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে, এবার তুমি নিশ্চিন্ত তো?' এই বলে সে তার বুইকে ফিরে এসে ন্যারিওসকে বলল তাকে রিভিয়েরা ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রোসিনহার এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাগো তার মাথা থেকে পানামা টুপিটা খুলে ফেলল, সেই সঙ্গে চোখ থেকে সানগ্লাসটা সরিয়ে ফেলল। তারপর সে তার সবুজ ওভারঅল জিপারমুক্ত করতেই তার পরনের সাদা শার্ট এবং কালো ট্রাউজার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গ্লোভ কমপার্টমেন্ট থেকে সে তার টাই বার করে গলায় লাগিয়ে নিলো। পানামা টুপি এবং সানগ্লাসটা সরিয়ে ফেলল। একটা ব্লক থাকি থাকতে তাকে নামিয়ে দিলো ন্যারিওস। রিভিয়েরা ক্লাবে যাওয়ার বাকি পথটুকু হেঁটে

চলল সে। রিসেপসন কক্ষে ড্র্যাগো প্রবেশ করতেই মারিসা বলে উঠল, 'শুভ আফটারনুন মিঃ ড্র্যাগো।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসেপসন কাউন্টারের ওপরে রাখা এক গাদা খবরের কাগজ থেকে 'নিউ ইয়র্ক টাইম'র একটা কপি টেনে বার করল। তারপর মারিসার দিকে ফিরে বলল সে, 'নিউ ইয়র্কে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের লাইনটা আমাকে দিও। আমি এখন আমার অফিসে চললাম, ও. কে?'

সেকেন্ড ফ্লোরে ড্র্যাগো তার অফিসে বসে আগের দিনের সেলস ফিগার চেক করছিল, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভারটা হাতে তুলে নিলো।

'মিঃ ড্র্যাগো, মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের লাইন—'

'বলুন, আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?' একটা সুললিত মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে।

'মিলস ভ্যান ডেন প্রিজ।'

লুইস আরমন্ডের লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে অপারেটর কথা বলতে বলল তাকে।

ওদিকে লুইস আরমন্ড দুঃখের সঙ্গে জানাল, 'আমার আশঙ্কা, মিঃ ভ্যান ডেন এখানে নেই। আমস্টারডামে ফিরে গেছে। তবে রিজস মিউজিয়ামে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

রিজস মিউজিয়ামেও পাওয়া গেলো না তাকে। সেখানে ফোন করতে প্রফেসর হেনড্রিক ব্রন্ডেনডিক জানালো, 'বেশ কয়েকদিনের জন্য মিলস কাজে আসবে না। সম্ভাবত আমি তাকে আপনার বার্তা পৌঁছে দিতে পারি।'

'না, তার আর দরকার হবে না।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে ড্র্যাগো ভাবে, কেনই বা মিলসকে পাওয়ার জন্য ব্রন্ডেনডিকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলা হলো তাকে?

এই সময় দরজায় নক্ হতেই তার চিন্তায় বাধা পেলো। ওয়েটার ঢুকল, তার হাতে ব্রান্ডির বোতল এবং গ্লাস। ওয়েটারের বিলের ওপর সই করে সে চলে যেতেই ভ্যান ডেনের বাড়ির ফোন নাম্বার ডায়াল করল ড্র্যাগো, কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জরুরী কেসে ভ্যান ডেন তার শাশুড়ির ফোন নম্বরটা ব্যবহার করতে বলেছিল তাকে। একজন মহিলা সাড়া দিলো।

'মিলস-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ড্র্যাগো।

'কিন্তু মিলস তো নেই এখানে। তবে ইচ্ছে করলে আপনি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' ডাচ ভাষার সুর প্রতিধ্বনিত হলো মহিলার কণ্ঠস্বরে।

'না। তার প্রয়োজন নেই। সে এখন কোথায় বলতে পারেন?'

'আমেরিকায়, পেইন্টিং'এর সঙ্গে গেছে সে।'

'ধন্যবাদ, আপনার এই সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ,' এই পর্যন্ত বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

আবার ফোন করল সে, তবে এবার রোসিনহা থেকে মৃতদেহ দুটি অপসারণ করার ব্যবস্থা করার জন্য। ল্যাভেলকে এখন তার খুবই প্রয়োজন। আজ রাতে গোলকোন্ডার অপারেশনের

ব্যাপারে শেষ বারের মতো আলোচনা সেরে নিতে হবে তার সঙ্গে। 'গোলকোন্ডার' শুধু পরিচালকই হবে না সে, ' পালমিরার' ক্যাপ্টেনের কাছে তার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে তাকে। দু'মাস আগে কলম্বিয়ান ড্রাগ-ব্যারনের সঙ্গে মোটামুটি একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেছে তার। আঠারো কিলোগ্রাম হেরোইনের দাম তাকে নগদে চল্লিশ লক্ষ ডলার দিতে হবে, যা সে বছর দু'ই আগে স্ক্যাডারের কাছ থেকে যোগাড় করে রেখেছিল। তারপর একবার সেই হেরোইনের প্যাকেটগুলো 'গোলকোন্ডায়' তোলা হয়ে গেলে বন্দরে ফিরিয়ে আনা হবে। সেখান থেকে ভ্যানে করে শহরের একটা গোপন ল্যাবরেটারিতে নিয়ে যাওয়া হবে, ভেজাল দিয়ে ছোট ছোট প্যাকেটে পুরে রাখা হবে সরাসরি খদ্দেরদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। তবে ব্রেজিলে নয়, সেগুলো আবার তোলা হবে 'গোলকোন্ডায়'। কার্নিভাল শেষ হওয়ার পরেই স্ক্যাডারের বাৎসরিক তীর্থযাত্রা হিসেবে 'গোলকোন্ডা' তখন মিয়ামির উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই পর্যন্ত তার দলের সদস্যরা জানলেও তারা যা জানে না , সেটা হলো, মিয়ামি স্ট্রীটে ড্রাগ পৌঁছনর পরেই ড্র্যাগো উধাও হয়ে যাবে। খামটা তার নতুন জীবনের পাসপোর্ট। এখন তাকে দেখতে হবে, ইনটেলিজেন্সে তার প্রাক্তন সহকর্মীরা শেষ পর্যন্ত তার নাগাল পায় কিনা। পাঁচ বছর আগে আমেরিকায় বিদ্রোহ করার অপরাধে তাকে ধ্বংস করার খাঁড়া ঝুলছে তার মাথার ওপর। CIA তাকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। এখন সে বদলা নেওয়ার জন্য একটা মোক্ষম পথ বেছে নিয়েছে। টিনএজারদের মাদকদ্রব্যে আসক্ত করে তোলা। প্রতি গ্রীষ্মে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্লোরিডায় বেড়াতে আসে, ড্রাগের সাহায্যে তাদের প্রভাবিত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিশেষ করে হেরোইনের দাম কমিয়ে দেওয়ায় হাই-স্কুলের ছেলেদের পক্ষে অর্থ যোগাড় করাটা এখন খুবই সহজতর হয়ে গেছে। তবে যাদের হাতে নূন্যতম অর্থ নেই, তারা তখন হেরোইন কেনবার জন্য যে কোনো অপরাধ করতে প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে অপরাধ বেড়ে যাবে, আর মাদক দ্রব্যে আসক্ত অপরাধীরা ধ্বংসের কাজে নেমে পড়বে তখন।

সব থেকে বড় পরিহাস হলো, এ সব পরিকল্পনার কাজে অলিখিত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল স্ক্যাডার। ড্রাগ কেনার টাকা এসেছে তার কাছ থেকে, সেই সব ড্রাগের প্যাকেট খালাস করা হবে তার জেটি থেকে। আর সেই মাদক দ্রব্য মিয়ামিতে পাচার করার জন্য ব্যবহার করা হবে তারই ইয়ট।'

১৩০ ফুট লম্বা 'গোলকোন্ডা' আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ইয়ট স্ক্যাডারের গৌরব, চারবছর আগে ইতালিয়ান ভর্সিলক্র্যাফ্ট শিপইয়ার্ড কেনার পর থেকেই তার বিজয় উৎসব শুরু। পাঁচ পাঁচটা ডাবল কেবিন, একটা সান লাউঞ্জ, একটা সেলুন একটা ডাইনিং রুম, এক নাগাড়ে পাঁচ মাস সমুদ্রে ভাসার মতো রসদের ব্যবস্থা আছে সেখানে। শক্তিশালী দু'টি ক্যাটারপিলার মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের গতি দ্রুত করার পক্ষে যথেষ্ট।

তারের বেড়ার পাশে গ্রাহাম তার ভাড়া করা অডি কোয়াটরোটা পার্ক করে কুড়ি গজ দূরে একটা প্রাইভেট জেটিতে নোঙর করা 'গোলকোন্ডার' দিকে তাকাল। দেখতে জনশূন্য মরুভূমি বলে মনে হলেও সে বেশ ভাল করেই জানে, কম করেও দু'জন সশস্ত্র প্রহরী পাহাড়া দিচ্ছে সেখানে, আবার প্রহরীর সংখ্যা তার থেকে বেশিও হতে পারে। তার মূল পরিকল্পনা ছিলো

জলের নিচে জাহাজের কাঠামোর মধ্যে কোথাও একটা হোমিং ডিভাইস স্থাপন করা। কিন্তু সিওভান তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, 'গোলকোন্ডায়' প্রপেলারে একটা মাইন পোঁতা আছে। তাই তার উপদেশ হলো, জাহাজের কাঠামো চেক না করে সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। এর পরে তার সামনে কেবল একটা বিকল্প পথ, সেখানে গিয়ে সুপার স্ট্রাকচারে হোমিং ডিভাইসটা স্থাপন করে আসা।

অডি কোয়াটরোটা থেকে বেরিয়ে এসে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে নিলো গ্রাহাম, পরণে ঝলঝলে হলুদ রঙের টি-শার্ট। তার কপালে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। ডেলটার সেই সব দিনগুলোয় ডুয়ান হিচিন্স-এর কথা মনে পড়ে গেলো তার, একজন উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী টেক্সাস, প্রচুর অর্থ তার। সে এক অদ্ভুত চরিত্র। ভিয়েতনামে এমনি এক অদ্ভুত চরিত্রের অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যে কিনা চলার পথে প্রয়োজনে যে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পিছ-পা হতো না। সে যতই কঠোর কিংবা নিষ্ঠুর হোক না কেন। প্রাইভেট ইয়টে বেআইনী প্রবেশাধিকার ঠিক এমনি এক পরিস্থিতি। ডুয়ানকে কখনো কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কিন্তু জনসাধারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার শাস্তি চায়।

তালা-বন্ধ গেট। পকেট থেকে নেল-ফাইলটা বার করে দ্রুত তালার ওপর ঘষতে থাকল সে। একটু পরেই গেটের তালা খুলে গেলো। গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলল গ্রাহাম। ডেকটা তখনো মরুভূমির মতোই ফাঁকা শূন্য। গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে পৌঁছেও সেই একই দৃশ্য চোখে পড়ল। সে তখন তন্নতন্ন করে সারা ইয়ট খুঁজে দেখার চেষ্টা করল। যদি কেউ কোথাও লুকিয়ে থাকে। তখনো হোমিং ডিভাইসটা লুকিয়ে রাখার জন্য গোপন জায়গার খোঁজ করতে থাকে। এই সময় হঠাৎ একজন প্রহরী এসে হাজির হলো সেখানে সশস্ত্র হাতে সঙ্গে তার স্টার Z-84 সাব-মেসিন গান। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহাম যেন ডুয়ান হিচিন্স হয়ে গেলো, ঠিক তার মতো চিন্তা করছে, তার মতোই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার মধ্যে এখন। হাসল সে, তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। হাত তোলার কোনো রকম চেষ্টা করল না।

তার হাতের তালুবদ্ধ ডিভাইসটা সতর্ক করে দিলো তাকে। দ্বিতীয় প্রহরীও এলো এক সময়, আর সে-ও সশস্ত্র।

'তোমাদের ওই কান ঝালাপালা করা এলার্ম বেলটা?' টেক্সান সুরে টেনে টেনে বলল গ্রাহাম।

প্রহরী দু'জন কিছুই বলল না। সোনালী চুলের দীর্ঘদেহী একজন লোকের আবির্ভাব ঘটল সেখানে। একজন প্রহরীর দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ দিতেই ছুটে গিয়ে এ্যালার্ম বেলের সুইচটা টিপল সে।

'এ খুবই ভাল হলো,' এ্যালার্ম বেল বন্ধ হতেই বলে উঠল গ্রাহাম। 'তা বৎস, তুমি কি এখানকার ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন হলট ডিয়েটল,' তার উত্তরে পরিষ্কার জার্মান টান ছিলো। 'কিন্তু তুমি কে?'

'ডুয়েন হিচিন্স, তোমার সেবার অপেক্ষায়। তোমার এই ইয়টের জন্য একটা ভাল দর দিতে এসেছি।'

'দর?'

'হ্যাঁ, হোটেলে একটা গুজব শুনেছি, এই ইয়টটা নাকি বিক্রী করা হবে। এখনও পর্যন্ত যে দর তুমি পেয়েছে, তার থেকে অনেক ভাল দাম আমি তোমাকে দিতে পারি।'

'এই ইয়টটা মার্টিন স্ক্যান্ডারের, আর অবশ্যই এটা বিক্রীর জন্য নয়। তিনি কখনই 'গোলকোন্ডা বিক্রী করবেন না,' খিঁচিয়ে উঠল ডিয়েটল, তার মুখটা রাগে উত্তেজনায় থমথম করতে থাকে। 'এখন হয় তুমি এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে এখানে অনধিকার প্রবেশের জন্যে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি,' কথা বলার ফাঁকে হর্সটের অজান্তে গ্রাহাম তার সীটের পিছনে হোমিং ডিভাইসটা রেখে দিলো। তারপর চলে আসার সময় বলল সে, 'মার্টিকে বলো, আমি এসেছিলাম। যদি সে তার মত বদলায় প্যালেস হোটেলে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

হোটেলের রিসেপসনিস্টের কাছ থেকে চাবি নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রাহাম।

'কেমন উপভোগ করলে রিও, ড্রয়েন?'

পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে কোলসিনস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো গ্রাহামের। হাসল সে। 'সেরগেই আপনি? আপনি কখন এলেন এই শহরে?'

'এই কয়েক ঘণ্টা আগে,' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি। 'আমি এখন কাইজার পার্কে রয়েছি।'

লিফটে উঠে সেভেন্থ ফ্লোরের বোতাম টিপল গ্রাহাম। লিফটে উঠতে উঠতেই 'গোলকোন্ডার' ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে নিলো গ্রাহাম। তারপর লিফট থেকে বেরিয়ে সে তার ঘরের সামনে এসে বলল, 'সাবরিনা এখানে নেই। বিকেলের দিকে ফিরবে।'

'কোথায় গেছে সে?'

'এই পোশাকগুলো বদল করে সব বলব।'

'হুইটলক এখানে আছে তো?'

দরজা খুলে বলল গ্রাহাম। 'হ্যাঁ, থাকার তো কথা।'

ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করার পর বলে উঠল কোলসিনস্কি, 'চমৎকার, খুব চমৎকার।'

'হতেই হবে। এটা যে হনিমুন স্যুইট।' মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল গ্রাহাম।

গ্রাহামের সুইট থেকেই হুইটলকের ঘরে ফোন করে তাকে বলে দিলো কোলসিনস্কি, সুইমিং পুলের কাছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সে।

ওদিকে পোশাক বদল করে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো গ্রাহাম। তার পরনে এখন নীল রঙের শর্টস এবং সাদা টিসার্ট। তারা আবার লিফটে চড়ে রিসেপসন কক্ষে নেমে এলো।

সুইমিংপুলের ধারে সাঁতারের পোশাকে একটা ছাতার শেডের নিচে বসে অপেক্ষা করছিল হুইটলক। ওয়েটার তাদের ফরমাস নিয়ে চলে গেলো।

কোলসিনস্কিই প্রথম মুখ খুলল, 'এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতির ব্যাপারে কে আমাকে বলবে?'

তারা দু'জনেই পালা করে সকালের ঘটনার কথা বলে গেলো।

'তার মানে সেই প্ল্যানগুলো দেখার কোনো সুযোগই এখনো পাওনি?' গ্রাহামকে জিজ্ঞেস করল কোলসিনস্কি।

'না, এখনো হয়নি।'

'আমি ওগুলো আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' তার সামনে টেবিলের ওপর রাখা সিলভার প্ল্যানগুলোর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল হুইটলক। ' ড্রইংগুলো খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিন্তু ড্রইং'এর বিস্তারিত বিবরণগুলো চমৎকার।'

ইলাস্টিক ব্যান্ড সরিয়ে প্ল্যানগুলো খুলে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকল গ্রাহাম।

'তাহলে তোমার ভাড়া করা ইয়টটা কি রকম?' হুইটলককে জিজ্ঞেস করল কোলসিনস্কি।

'খুবই পুরনো, কিন্তু ইঞ্জিনটা ভাল।' বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল হুইটলক, 'কেন, গতকাল রাতে আমি যে ভাবে খবর নিতে বলেছিলাম, তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে নাকি?'

'না, আদৌ একেবারে নয়। আমি যে সময় জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে যাই সেই সময়ের মধ্যে দু'টো ক্রেটই বিমানে তোলা হয়ে যায়। অতএব কোনো রকম সন্দেহ ব্যতিরেকেই ওগুলো আমরা ইয়টে তুলতে পারব।'

'স্ট্রাইক ফোর্স-টু টিমের সর্বশেষ খবর কি।' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'লিবিয়ান সময় মতো মাঝরাতে জেল ভাঙবে তারা।' এই বলে কোলসিনস্কি তার ঘড়ির দিকে তাকাল। 'তার মানে আর মাত্র ঘণ্টা ছ'য়েকের মধ্যেই।'

'তা তাদের সুযোগটা কি রকম হতে পারে?' এবার প্রশ্নটা করল হুইটলক।

'ভালই তো। মরোক্কোর জেল ভাঙার সময় তোমাদের যে রকম কঠিন বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল এক্ষেত্রে তার থেকে কমই হবে। UNACO'র চার্টারের মূল স্বাক্ষরকারী দেশ হচ্ছে মরোক্কো। অপরপক্ষে লিবিয়া সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এসেছে। তাই অগত্যা তাদের কৃতকর্মের ভোগ করতেই হবে। আগুন নিয়ে খেলার কুফলটা তারা এবার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে।'

খালি গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হুইটলক। 'সেরগেই', এখনই তিনটে বেজে গেছে। বিকেলের মধ্যে অনেক কাজই আমাদের সারতে হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো কোলসিনস্কি। তারপর গ্রাহামের কাঁধে আলতো ভাবে চাপড়ে বলল সে, 'মাইকেল, আজকের রাতটা তোমার শুভ হোক।'

'হুঁ!' কোনোদিকে না তাকিয়েই অন্যমনস্ক ভাবে অস্ফুটে বলল সে।

'পার্টিটা উপভোগ করো মাইক,' মৃদু হেসে বলল হুইটলক। তবে সে জানে, এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো কি ভাবে ঘৃণা করে থাকে গ্রাহাম।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' কথাটার পুনরাবৃত্তি করে প্ল্যানগুলো তেমনি আগের মতো পড়তে থাকল গ্রাহাম।

হুইটলক এবং কোলসিনস্কি বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে পরস্পর পরস্পারের দিকে তাকাল। তারপর তারা এগিয়ে চলল রিসেপসন ডেস্কের দিকে।

❑ দশ ❑

গ্রাহামকে সিওভানের উপহার দেওয়া সাদা পিক ক্যাপটা মাথায় চাপাতে দেখে সাবরিনা বলে উঠল, 'তুমি যদি একবার সিওভানকে ভাল করে জানতে পারো, তাহলে ঠিক বুঝবে, ওর মতো ভাল মেয়ে বুঝি আর হয় না।

'আহা!' বিড়বিড় করে বলল গ্রাহাম।

'বেচারী, ছেলেবেলায় ওর ওপর দিয়ে কত ঝড়ই না বয়ে গেছে। ওর মা ছিলো সুরাসক্ত। তার বাবাই তাকে বড় করে তোলে। তার বাবার মৃত্যুর পর মা তাক ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সিওভানও তখন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে একটা পকেটমারের দলে যোগ দেয়। পরে সেই দলটা ভেঙ্গে গেলে, তাকে তখন বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। বাড়ি ফিরে এসে সে দেখে, তার মা আবার বিয়ে করেছে। তার সৎবাবা ছিলো একজন মদ্যপ। তাকে খুব মারধোর করত। তাই সে আবার পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। আবার তখনি একটা মডেলিং এজেন্সি আবিস্কার করে বসে তাকে। কুড়ি বছর বয়সে প্যারিসের একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফারের সঙ্গে বিয়ে হয় তার।

'তারা দু'জনে কি এখনো একসঙ্গে থাকে?'

'আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া, তাদের বিবাহ-জীবনের কথা এর থেকে বেশি কিছু বলতে চায়নি বলে আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

বাথরুম থেকে সাববিণাকে বেরিয়ে আসতে দেখা মাত্র গ্রাহামের দৃষ্টি যেন পেরেকের মতো বিদ্ধ হতে থাকে তার সারা দেহের ওপর। সাদা লেসি লিওটার্ড যেন তার দেহে একেবারে সেঁটে আছে, রুপোলী বিকিনি তার গলা পর্যন্ত জড়ানো।

তার সেই চাহনি দেখে সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার?'

'এভাবে ফিফথ্ এভিনিউ দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি গ্রেপ্তার হয়ে যাবে।'

'আমি সেটা একটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করব।' তাচ্ছিল্যের মতো করে বলল সাবরিনা। 'আসলে সিওভানের মতে একটা যথেষ্ট রক্ষণশীলদের জন্য। পার্টিতে সব মহিলারাই চাইবে আজ সন্ধ্যায় পোশাকের দিক থেকে কে কতখানি বেপরোয়া হতে পারে। পোশাকে যার যত কামজ আর বিদেশী প্রভাব থাকবে ততই ভাল।'

'আমি তো বলি। তোমার আজকের এই কস্টিউম অত্যন্ত বেপরোয়া ধরনের। এরকম পোশাক ক্যারি বোধহয় কখনো দেখেনি।'

এই প্রথম ক্যারির পক্ষে ক্ষতিকারক উক্তি শুনল সাবরিনা গ্রাহামের মুখ থেকে। এর আগে সব সময় ক্যারিকে একজন শোভন-সম্ভ্রম মহিলা হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ তার এই পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছে, সে তার আগের ভুলের সংশোধন চাইছে।

'অন্য সব দম্পতিদের মতো আমাদের মধ্যেও মতভেদ ছিলো বৈকি,' গ্রাহাম আরো বলল, 'আমার অনুমান, একজন হার্ডলাইন রিপাব্লিকান সেনেটরের মেয়ে হিসেবে অদ্ভুত ধরনের মেয়ে ছিলো সে।'

'ওর বাবা কি একজন সেনেটর ছিলো?'

'হ্যাঁ, ডেলাওয়ারের সেনেটর হাওয়ার্ড ডি ওয়ালশ।'

'ডিমোক্র্যাটদের চাবুক ছিলো সে। আমি জানি, আমার বাবা কখনো পছন্দ করত না তাকে।'

'আমিও করতাম না, কিন্তু ক্যারির স্বার্থে তাকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

'তার অভিভাবকদের কাছে তুমি কি এখনো যাও?'

'আমাদের বিয়ের আগেই ওর মা মারা যান। আর ক্যারি ও মাইক উধাও হয়ে যাওয়ার পর ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেই শেষ বার। ওর বাবা তখন রাগে ফুঁসছিল। সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করি, সত্যিই কি রকম গোঁয়ার ছিলো সে! তার একজন অনুগামী বলে, তার মেয়ে ও নাতীকে উদ্ধার করার জন্য উগ্রবাদীদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রেগন প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। লিবিয়া থেকে ফিরে আসার পর সে আমাকে কি বলেছিল জানো? "আমার মেয়ে ও নাতীকে উদ্ধার করার জন্য উগ্রবাদীদের সঙ্গে আমি একটা বোঝাপড়া করতাম, তাতে যদি বেশ কিছু আমেরিকান নিহত হতো। আমি পরোয়া করতাম না।" তার ওই কথাগুলো আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করে ফিরবে। দু'মুখো বেজন্মা!' রাগে উত্তেজনায় কথা বলতে গিয়ে দেওয়ালে ঘুঁষি মেরে গ্রাহাম আরো বলল। 'আমি যদি তার কথা-মতো উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে হামলা করতাম তাহলে হয়ত আমার স্ত্রী ও ছেলেকে উদ্ধার করতে পারতাম ঠিকই। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে কত নিরীহ আমেরিকান যে মারা যেত তা গুনে শেষ করা যেত না। তাই আমি যা ঠিক মনে করেছি, তাই করেছি।' এই পর্যন্ত বলে শয়নকক্ষে ফিরে যাওয়ার আগে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো গ্রাহাম। এক নাগাড়ে সে তার মনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিল।

'তোমার রাগের কারণ আমি এখন বুঝতে পারছি,' নরম গলায় বলল সাবরিনা। 'যদি কাউকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে আমাকেই প্রথমে তার ভূমিকা নিতে হয়, কারণ অযথা আমি তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাম গলাতে গিয়েছিলাম।'

'যাকগে, ওসব কথা ভুলে যাও,' প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল গ্রাহাম।

এই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসেপসনিস্ট খবর দিলো, তাদের গাড়ির চালক এসে হাজির হয়েছে।

রিসেপসন ডেস্কের সামনে একজন মাঝ-বয়সী চালককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রাহাম জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মিঃ স্ক্র্যাডারের চালক?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার নাম ফিলিপ। আজ সন্ধ্যার জন্য আমি আপনাদের ব্যক্তিগত চালক। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

গাড়ি বারান্দার নিচে একটা স্যাম্পেন-রঙের রোলস রয়েস পার্ক করা ছিলো।

'দারুন চমৎকার তো,' গাড়ির ছাদে হাত বোলাতে গিয়ে বলল গ্রাহাম।

'এরকম পনেরোটা গাড়ি আছে মিঃ স্ক্র্যাডারের। প্রতিটি গাড়ির একজন করে চালক আছে।' এই বলে তাদের গাড়িতে ওঠার সুবিধে করে দেওয়ার জন্য পিছনের দরজা খুলে দিলো ফিলিপ। তারা গাড়িতে উঠে বসলে সে আরো বলল, 'এখানে টেলিভিসন নেই, টেলিফোন আর একটা ডেস্কের ক্যাবিনেট আছে। আপনাদের খুশি মতো ব্যবহার করতে পারেন। আশাকরি,

আজকের এই যাত্রাপথ আপনাদের উপভোগ্য হয়ে উঠবে।' তারপরেই গাড়িতে স্টার্ট দিলো সে, রোলস রয়েস ছুটে চলল হাওয়ার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা পায়ের তলায় পিষে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল ল্যাভেল। তারপর সে তার দৃষ্টি একটু একটু করে সরিয়ে গোলকোণ্ডার ওপর ফেলল। ড্র্যাগোর দেওয়া চাবি দিয়ে গেটের দরজা খুলল। সেই সময় দু'টো কালো রঙের মার্সিডিজ থেকে তিনজন লোক নেমে দাঁড়াল। তার মতো তাদের পোশাকের রঙও কালো। তাদের অনুসরণ করে জেটির দিকে এগিয়ে গেলো ল্যাভেল। 'গোলকোণ্ডার' ডেকের ওপর উঠে এসেই ডিরেটলের নাম ধরে ডাকল ল্যাভেল। ঠিক সেই সময় ইয়টের পাটাতন থেকে বেরিয়ে এলো সে, তার পিছনে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী।

'জিন-মেরি,' তোমরা এখানে কি করছ?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল ডিরেটল।

'জানো হর্সট, ব্যাপারটা একটু জটিল ধরনের,' চকিতে একবার প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল ল্যাভেল। 'কোথাও গোপনে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এসো, আমার কেবিনে এসো।'

'আচ্ছা হর্সট,' ডিরেটলের হাতে আলতো হাতের স্পর্শ রেখে ল্যাভেল বলল, 'এই মুহূর্তে এখানে কতজন প্রহরী আছে?'

'স্রেফ দু'জন প্রহরী, আগামী সপ্তাহের আগে নাবিকরা ফিরছে না'। কার্নিভালের সময় তাদের লম্বা ছুটি দিয়েছেন মিঃ স্ক্যাডার। তা এ প্রশ্ন তুমি কেন করছ বলো তো?'

'তোমার কেবিনে গিয়ে এর ব্যাখ্যা করব।'

কেবিনে প্রবেশ করে ডিরেটল জিজ্ঞেস করল, 'তা এ সব কি ব্যাপার?'

'বলছি। তবে তার আগে এখানকার স্থানীয় জায়গাগুলোর একটা চার্ট সামনে পেলে ভাল হয়। আছে নাকি?'

'অবশ্যই আছে,' তার কথায় খুশি প্রকাশ পেলো 'বিশেষ কোনো জায়গা তুমি পছন্দ করো নাকি?'

'লেম পয়েন্ট,' প্রথমে যে নামটা তার মনে এলো বলল সে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ডিরেটল চার্টটা দেখবার জন্য। তার পিছন থেকে চোরা-দৃষ্টি ফেলল ল্যাভেল। সিল্কের স্কার্ফের দু'টো অংশ দু'হাতে ধরে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ল্যাভেল। আর মনে মনে ভাবছিল সে, খুনও হবে অথচ রক্তপাত হবে না, এমনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্কার্ফের কথা মনে পড়ল তার, টনটন ম্যাকউইকে খতম করতে গিয়ে এই স্কার্ফটাই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল সে। ভাবতে ঠগেরা তাদের বাধা অপসারণ করার জন্য এই রকম অস্ত্রই ব্যবহার করে থাকে। এই সব কথা ভাববার ফাঁকে পিছন থেকে ড্র্যাগোর গলায় সিল্কের স্কার্ফটা পেঁচিয়ে ধরে শক্ত করে চেপে ধরতে থাকল। ধীরে ধীরে ডিরেটলের দেহটা শিথিল হয়ে পড়তে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত তার স্থির অকম্পন দেহটা ল্যাভেলের পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল। আরো তিরিশ সেকেন্ড ধরে স্কার্ফটা তার গলায় পেঁচিয়ে ধরে

রইল ল্যাভেল, তারপর তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আর্কটা তার গলা থেকে খুলে ফেলে সে তার পকেটে চালান করে দিলো।

ওদিকে তার নির্দেশ মতো তার সঙ্গীরা প্রহরী দু'জনকে খতম করে তাদের মৃতদেহ পাটাতনের নিচে চালান করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মার্সিডিজ গাড়ির দিকে সে ইশারা করতেই দু'জন লোক বেরিয়ে এলো সেখান থেকে এবং ইয়টের দিকে এগোতে লাগলো, প্রত্যেকের হাতে একটা করে হোল্ডল। দুটি মার্সিডিজ গাড়ি চলতে শুরু করল অতঃপর এবং নিমেষে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। হোল্ডলগুলো খোলা হলো এবং অস্ত্রগুলো বিলিয়ে দেওয়া হলো। ছ'টি MP-5 সাব-মেশিন গান এবং Z-75 অটোমেটিক। ল্যাভেল তার নিজস্ব ওয়ালথার P-5 বহন করছিল।

তাদের মধ্যে দু'জন লোক প্রথমে গিয়ে উঠল ইয়টে এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে। পরে তাদের আবার দেখা গেলো, ল্যাভেলের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইশারা করল, সব ঠিক আছে। তাদের মধ্যে একজন লোককে ইগনিশন চাবিটা দিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফিরে গেল সে। অপারেশনের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার খবরটা ড্র্যাগোকে দেওয়ার জন্য।

'গোলাকোভার' ইঞ্জিন গর্জে ওঠার সময় কোলসিনস্কি এবং হুইটলক পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা কোপাকাবানা কুইন লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখে বায়নাকুলার।

'আমাদের এ পথ-চলা কতদূর হবে কে জানে?' হুইটলক জিজ্ঞেস করলো।

'বেশ কয়েক মাইল তো বটেই। নিজেদের প্রচারের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।'

বায়নাকুলারে চোখ রেখে হুইটলক আবার বলল, 'কে জানে স্ক্যাভারের পার্টিতে মাইক আর সাবরিনার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা কিরকম হচ্ছে?'

কোকাকোলার ক্যানে ঠোঁট ঠেকিয়ে উত্তরে বলল কোলসিনস্কি, 'আমাদের থেকেও অনেক বেশি মজা লুটছে তারা।'

দশফুট উঁচু এক-জোড়া লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রোলস-রয়েস। ড্যাশবোর্ডে রাখা রেডিও-সেটের নব ঘুরিয়ে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করল ফিলিপ। ক্লোজড-সারকিট টেলিভিসনের ক্যামেরার লেন্স পড়ল গাড়ির ওপর। আর তারপরেই ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে লোহার গেট দু'টো খুলে গেলো। সাপের মতো আঁকা-বাঁকা সীমাহীন সবুজ লনের খানিকটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসে আর একটা ছোট গেটের সামনে এসে আবার গাড়ি থামাল ফিলিপ। গেটের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা 'ড্যানে'। সেই গেটটাও কন্ট্রোলরুম থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে খোলা হলো। গেটের ওপারে গোলাকৃতি কোর্টইয়ার্ড। প্রশস্ত। সামনেই একটা ছোটখাটো পাহাড়। গাড়িটা থামতেই সোনালী স্যুটের একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো গাড়ির দরজা খোলার জন্য।

ওদিকে ফিলিপ তখন জানালা খুলে বলে উঠল, 'আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, এখানকার যে কোনো কর্মচারীকে জানিয়ে দেবেন সে তখন আমাকে খবর দিয়ে দেবে।

আপ্যায়নের ব্যাপারে আপনারা দু'জনেই পার্টির আনন্দ উপভোগ করবেন।' পরমুহূর্তে গাড়িটা উধাও হয়ে যায়।

সামনের পাহাড় থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না গ্রাহাম। পাহাড়ের সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। তার সেই বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করে একজন লোক বলে উঠল, 'দেখছি মিঃ স্ক্যাডারের পাহাড়টা দেখে তাঁর প্রশংসা করছেন আপনি মনে মনে, তাই না?' তার কথায় পরিষ্কার ভাবে জামাইকাবাসীদের সুর ধ্বনিত।

'সত্যি, এরকম সৌন্দর্য অন্য কোনো পাহাড়ে পড়েনি এর আগে কখনো,' উত্তরে বলল সাবরিনা।

'এই পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে সুসজ্জিত রাস্তার নক্সা মিঃ স্ক্যাডারেরই তৈরী। সব সময় সব ব্যাপারে চমক দিতেই ভালবাসেন তিনি।' রিসেপসন কাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা বলল, 'দয়া করে আপনারা যদি আমাকে অনুসরণ করেন – '

তাদের সামনে ইলেকট্রনিক দরজা খুলে গেলো, একটা ছোট্ট গোলাকৃতি ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। সেখানে সুন্দরী রিসেপসনিস্ট তাকে বন্ধুর মতো সম্ভাষণ জানাল। তার হাতে একটা কার্ড তুলে দিলো গ্রাহাম, সে তখন কার্ডটা কম্পিউটারে নামটা ফিড করতেই স্ক্রীনে ভেসে উঠল : 'VIP/AD' শব্দ। তাদের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল ড্র্যাগো। তারা এখানে এসে হাজির হলেই টেলিফোনে তাকে কিংবা স্ক্যাডারকে খবর দিতে হবে। যাতে করে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান যায়। জামাইকান ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতেই সে তাদের কাছাকাছি লিফটের দিকে নিয়ে গেলো তাদের। সেই লিফটে চড়ে তারা সেই পাহাড়ের আরো তিনশ ফুট ওপরে উঠে গিয়ে আর একটা রিসেপসনকক্ষে গিয়ে পৌঁছাল। জামাইকান লোকটা এবার সেখানকার রিসেপসনিস্টের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ফিরে গেলো লিফটে। রিসেপসন ডেস্কের ডান দিকের লোহার দরজাটা খুলে যায়, ড্র্যাগো এগিয়ে এলো, তার মুখে স্নিগ্ধ হাসি। তাদের সঙ্গে করমর্দনের পালা চুকিয়ে ড্র্যাগো বলল, 'আপনারা এখানে আসার জন্য আমি খুব খুশি। মিঃ স্ক্যাডার নিজে এখানে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি করবেন তিনি, মাঝপথে মেয়রের স্ত্রী তাঁকে পাকড়াও করলেন, তাঁর আবদার তিনি তাঁর সঙ্গে নাচবেন। আপনারাই বলুন, এরপর তিনি কিই বা করতে পারেন?' একটু থেমে ড্র্যাগো আবার বলল, 'আপনারা দু'জনেই পার্টিতে যোগ দিতে চান নিশ্চয়। আসুন, আপনাদের পথ দেখিয়ে দিই।' এই বলে সে তার আইডেন্টিটি কার্ডটা লোহার দরজার গর্তে ফেলতেই সেটা খুলে যায়। আর দরজা পেরিয়েই আর একটা লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

'আচ্ছা, এই পাহাড়টা কত উঁচু বলুন তো?'

ড্র্যাগো বোতাম টিপতেই লিফটের দরজা খুলে যায়। 'পাহাড়টা এমনিতেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন'শো সত্তর ফুট ওপরে। আর যে রিসেপসন কক্ষে আপনারা এসে উঠেছিলেন, সেটা তিনশো ফুট ওপরে।'

'আর আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা কত উঁচুতে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আটশো ফুট ওপরে বাগান, আর সেই বাগানেই আজকের পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।'

লিফ্‌ট থাকতেই দরজা খুলে যায়, সামনেই মোজায়েক টাইলের পেসিও। শান্ত পেসিও। কাঠের দরজায় চোখ পড়তেই তারা দেখল দরজার ওপারে লন, সেখানেই পার্টি চলছে। শব্দ নিরোধক প্রুভ দরজা বলে সেখানকার বাজনার শব্দ কিংবা অতিথিদের কথাবার্তায় কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। ড্র্যাগো এবারেও তার আইডেনটিটি কার্ড-পাঞ্চ করতেই দরজা খুলে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্মিলিত আওয়াজ তাদের কানে এসে লাগল। আধ ডজন সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে লনে এসে নামল তারা। সাদা জ্যাকেট পরিহিত একজন ওয়েটার তাদের সামনে এসে হাজির হলো, তার হাতের ট্রেতে দু'গ্লাস পানীয়।

'আপানাদের এখানে আসার খবর শুনেই পানীয়ের ফরমাস দিয়ে রেখেছিলাম,' ওয়েটারের হাতের ট্রের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ড্র্যাগো।

গ্রাহাম আর সাবরিণা তাদের গ্লাস দু'টো হাতে তুলে নিতেই ড্র্যাগো বলে উঠল, 'আর, ওই যে মিঃ স্ক্র্যাডার আসছেন। মাপ করবেন, অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি, আমাকে এখন অনেককেই অভ্যর্থনা জানাতে হবে।' সুইমিংপুলের দিকে এগিয়ে গেলো ড্র্যাগো, সেখানে এক দল ব্যবসায়ী আলোচনারত।

স্ক্র্যাডাবের পোশাক বলতে সাদা শর্টস আর একটা ফ্লোরাল শার্ট। উষ্ণ করমর্দন করল সে তাদেব সঙ্গে। তারপর সাবরিনার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে স্ক্র্যাডার উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল, 'মিসেস গ্রাহাম, আজ রাতে আপনি এমন সেজেছেন মনে হয় তাতে অনেকেই বিহ্বল হয়ে পড়বে।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে উত্তর দিলো সাবরিনা।

'আপনবা অমন সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে নাচলে আশাকরি আপনি কোনো আপত্তি করবেন না।' গ্রাহামেব দিকে ফিরে বলল স্ক্র্যাডার।

'না, না, আদৌ নয়।'

'তাহলে মিসেস গ্রাহাম, এবার আপনাকেই জিজ্ঞেস করি, আবার সঙ্গে ড্যান্স করতে আপনার ভাল লাগবে তো?' জিজ্ঞেস কবল স্ক্র্যাডার।

'নিশ্চয়ই, আমারো ভাল লাগবে বৈকি!' এক গাল হেসে জবাব দিলো সাবরিনা।

ইতিমধ্যে সিওভান এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। সে আসতেই তার পোশাক একটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল পুরুষদের মধ্যে। তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই তার। তার দৃষ্টি তখন পড়েছিল তাঁবুর দিকে এগিয়ে চলা স্ক্র্যাডার এবং সাবরিনার দিকে। 'তোমার জগতের কথা ভাবছে ও।' অন্তরঙ্গ সুরে সিওবান বলল গ্রাহামকে।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ তোমাদের দুজনের মধ্যে কৌতূহল জাগানোর মতো আলোচনা হয়েছে।' মুখের মতো জবাব দিলো গ্রাহাম।

'আমরা তা করি বটে, তবে তুমি যেরকম ভাবছ ঠিক সে ভাবে নয়। তুমি খুবই ভাগ্যবান। সবাই ভাবে, যেহেতু আমি একজন চিত্রাভিনেত্রী আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। সত্যি কথা বলতে কি জীবনে কখনো আমি এরকম নিঃসঙ্গ-বোধ করিনি।'

গ্রাহাম নিজের গ্লাসের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সাবরিনা বলছিল, তোমার নাকি বিয়ে হয়েছিল।'

'জেফ মৃত,' আদ্র গলায় উত্তর দিলো সে।

'আমি দুঃখিত।' সমবেদনা জানাল গ্রাহাম।

'বছর দুই আগে একজন গ্লাস ডীলার ভুল করে ওকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে প্যারিসের একটা নাইট ক্লাবের সামনে ছুরিবিদ্ধ করে হত্যা করে।' ইতিমধ্যে তার হাতের গ্লাসটা খালি হয়ে গিয়েছিল। সেটা গ্রাহামের হাত তুলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে গ্লাসটা ভর্তি করে দেওয়ার জন্য বলব না। বরং ওই পুলের ধারে চলো, ওখানে বার আছে, আমাদের পছন্দ মতো ড্রিঙ্ক পাওয়া যাবে।'

'তা তুমি কি ড্রিঙ্ক করছ?'

'তোমার মতোই।'

লন পেরিয়ে সুইমিংপুলের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। রাবুল ন্যাজেসকে এগিয়ে আসতে দেখে চিনতে পারল গ্রাহাম। গতকাল রাতে ক্ল্যাডারের ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে যারা ছিলো, তাদের মধ্যে সে একজন। উজ্জ্বল ফ্লোরাল এবং স্লেভ শর্টসে ভালো মানিয়েছিল তাকে।' তার সঙ্গে নাচ করার জন্য সিওভানকে অনুরোধ করল সে। নেতিবাচক মাথা নেড়ে সিওভান তাকে এড়িয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে গেলে এবার সে তার একটা হাত মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে তার সঙ্গে নাচের জন্য দাবী জানাল।

ন্যাজেসের মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল করে দিতে গিয়ে তার দিকে আঙুল তুলে গ্রাহাম তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'আমি পর্তুগীজ ভাষা জানি না। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে বলতে পারি, তোমার সঙ্গে কোথাও ও যেতে চায় না। এখন ওকে একা থাকতে দাও।'

'কে আমার সদাশয় জুয়ারী এলেন!' গ্রাহামের দিকে লাল চোখ করে তাকাল ন্যাজেস। 'ওর প্রতি নজর দেবার তুমি কে হে? ও তো তোমার সঙ্গে আসেনি? কিংবা তুমি কি ওর সঙ্গে এসেছ? তোমার স্ত্রীকে যদি এই মুহূর্তে কাছে পেতাম। তার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করতাম—'

মুহূর্তে গ্রাহামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, ন্যাজেসের মাথায় প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারতেই সুইমিংপুলে আছড়ে পড়ল। এক জোড়া দম্পতির সঙ্গে কথা বলছিল স্ত্র্যাগো। দৃশ্যটা দেখে ছুটে এলো সে। দু'জন ওয়েটারকে পর্তুগীজ ভাষায় হুকুম করল তাকে জল থেকে তোলবার জন্য। তাকে যখন জল থেকে তোলা হলো, দেখা গেলো তার বাঁদিকের চোখের ভ্রু কেটে রক্ত পড়ছে। তার স্ত্রী মারিয়া মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে কাছাকাছি একজন ওয়েটারের উদ্দেশ্যে বলল, তাড়াতাড়ি বরফ আনার জন্য। মারিয়ার নির্দেশের বিরোধিতা করে গ্রাহাম তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। ঘটনার কথা কানে গিয়েছিল ক্ল্যাডারের। সাবরিনাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ছুটে এলো ঘটনাস্থলে সে।। সমস্ত ঘটনাটা তাদের খুলে বলল সিওভান।

তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে ন্যাজেসের দিকে ফিরে স্ত্র্যাগো হুকুম করল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি এই এস্টেট ছেড়ে চলে না যাও আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।'

'আর ওর ব্যাপারে কি হবে?' ন্যাজেসের হয়ে অনুযোগ করতে যায় মারিয়া।

'চুপ করো মারিয়া।' তার স্ত্রী গ্রাহামের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে গেলে ল্যাজেন্স খিঁচিয়ে উঠল। তারপর স্ক্যাডারের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'মার্টিন, এ ব্যাপারে আমাদের বন্ধুত্ব যেন নষ্ট না হয়।'

'বন্ধুত্বের কথা তুলো না। তুমি আমার আতিথেয়তার চরম অপমান করেছ,' পাল্টা ক্রোধ দিখিয়ে স্ক্যাডার বলে উঠল, 'আরে কি বলল শুনতে পেয়েছ? এখনি এখান থেকে বিদায় হও।'

'কিন্তু মিঃ মার্টিন, আপনি তো ঘটনাস্থলে ছিলেন না,' মারিয়া ফুঁসে উঠল, 'ম্যাগো যা বলবে আপনি তাই বিশ্বাস করবেন?'

'মারিয়া, যথেষ্ট হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল ল্যাজেন্স।

'না, আমাকে বলতে দাও।' স্ক্যাডারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তবু বলে চলে মারিয়া : 'ম্যাগোকে আপনি প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছে সে এখন। তাই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে আপনি রেহাই পান ততই ভাল আপনার, তার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আগে আপনার যে সম্মান ছিলো সেটা আপনি ফিরে পাবেন। ওর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন, তা না হলে ও আপনাকে শেষ করে ফেলবে।' মারিয়া এবার নীরব হয়ে তার স্বামীর হাত ধরে এগিয়ে গেলো লিফ্‌টের দিকে চলে যাওয়ার জন্য।

তাদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে স্ক্যাডার দুঃখ প্রকাশ করল। 'মারিয়া সব সময় বড় বড় কথা বলে থাকে। ওই হলো ল্যাজেন্সের পতনের কারণ।' একটু থেমে সে আবার বলল ; 'ওদের ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনার হয়েছে, আর নয়।' তারপর সিওভানের দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'আমার সঙ্গে নাচবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' সাবরিনার দিকে ফিরে চোখ পিটপিট করে বলল সে, 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'ওকে আঘাত করার কি একান্তই প্রয়োজন ছিলো?' তারা সবাই চলে গেলে গ্রাহামের কাছে কৈফিয়ত চাইল সাবরিনা।

'আঘাত করার যথেষ্ট কারণ আছে। যাক ওসব কথা থাক এখন। আমি এখন আলমারি থেকে ট্রান্সমিটারটা আনতে চললাম। স্ক্যাডারকে আটকে রেখ।'

'তার ঘরে কি ভাবে তুমি যাবে, এখনো তুমি আমাকে বলোনি। দরজা পথে তুমি যেতে পারো না। কারণ সেগুলো রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অপারেশন করা হয়।'

'সে তো সিলভা'র প্ল্যান অনুযায়ী। শুধু তাই নয়, প্রতিমুহূর্তে এখানকার প্রতিটি জায়গার ছবি নেওয়া হচ্ছে ক্লোজড-সারকিট টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে। তাই দরজা পেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।'

'তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'পরে উত্তরটা আমি তোমাকে দেবো।'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাবরিনা বলল, 'মাইক, আমি তোমার পার্টনার। তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কি আমাকে কাঁদতেই হবে?'

উত্তর দেওয়ার আগে তার প্রশ্নটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করল গ্রাহাম। 'ঠিক আছে, আমার ধারণা, বাথরুম কিংবা স্ক্যাডারের সুইটে কোথাও ক্যামেরা নেই। সিলভা'র দেওয়া প্ল্যানেও ক্যামেরার উল্লেখ নেই। তাই আমি ঠিক করেছি, বাথরুম দিয়ে স্ক্যাডারের সুইটে প্রবেশ করব।'

'জানি, হয়ত এটা বোকার মতো প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু কি ভাবেই বা বাথরুমে তুমি ঢুকবে? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, কেবল একটাই পথ . ' সে যা বলতে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় মনে করেই মাথা নাড়ল সাবরিনা।

'হ্যাঁ, কেবল একটাই পথ,' তার অসমাপ্ত কথাটা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে গ্রাহাম বলল, 'পাহাড়ের দিক থেকে বাথরুমের জানালা-পথ দিয়ে, আর শয়নকক্ষের ব্যালকনি দিয়ে।'

'সে তো ভয়ঙ্কর পাগলামো।'

'চুপ করে থাক,' রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠল গ্রাহাম। 'এই কারণেই কোনো কিছু করার আগে আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তোমার অবস্থাটা অনেকটা অতি সাবধানী মায়ের মতো। সব সময় যার চিন্তা শুধু, এই বুঝি তার ছেলের হাত-পা ভেঙে গেলো!'

'আমি তোমার যত্ন নিই বলেই সময় সময় ওই রকম মায়ের ভূমিকা আমাকে নিতে হয়।' নরম ও শান্ত গলায় বলল সাবরিনা। যদি তুমি কখনো ভুল করে ফেল ?'

'আমি বাচ্চা ছেলে নই যে ভুল করব। তাছাড়া ডেলটা'র এ ধরনের অপারেশন আমি অনেক করেছি। আর সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি আমার মনে সামান্য একটু সন্দেহও জাগে, বিন্দুমাত্র চেষ্টা আমি করব না। ও কে ?' সাবরিণার দিকে তাকিয়ে হাসল গ্রাহাম।

'সতর্ক থেকো,' এই বলে তার চিবুকে আলতো চুমু খেলো সাবরিনা।

'চেষ্টা করব। এখন যাও, স্ক্যাডারের ওপর নজর রাখ।'

'আর ড্র্যাগো?'

'ওর জন্যে চিন্তা করো না। একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আমার ওপর নজর রাখতে থাকবে ও। আর আমি তো তখন— '

ওদিকে বার থেকে ওদের ওপর নজর রাখছিল ড্র্যাগো। ওরা দু'জনে এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র ড্র্যাগো তার বেল্ট থেকে টু-ওয়ে রেডিওটা খুলে নিয়ে সুইচ টিপল, তারপর কন্ট্রোলরুমে ডিউটি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশ দিলো, গ্রাহাম বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র সে যেন নিজে তার প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখে।

সিলভার দেওয়া ডায়াগ্রাম মনে রেখে এক রকম সবার দৃষ্টি এড়িয়ে স্লাইডিং-ডোর ঠেলে হলে গিয়ে প্রবেশ করল গ্রাহাম। হলের চার দেওয়ালে পেইন্টিং'র সংগ্রহ ঝুলে থাকতে দেখল। দেখে বোঝাই যায় না, ওগুলো রেমব্রান্ডট কিংবা ভারমীরের আসল ছবি নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ছবিগুলো বিশ্বের প্রধান প্রধান জালিয়াতদের অতি নিখুঁত সৃষ্টি, খালি চোখে একটা খুঁতও বার করা মুশকিল। সিলভার দেওয়া ডায়াগ্রামটা আর একবার দেখে নিতে ভুলল না সে,—স্পাইরাল সিঁড়ি নিচে একটা বিরাট হল পর্যন্ত নেমে গেছে, হলের একেবারে শেষ প্রান্তে স্ক্যাডারের বেডরুম স্যুইট। সিঁড়ির সামনে এসে পকেটে হাত রেখে শেষবারের মতো

দেওয়ালে অদ্ভুত পেইন্টিংগুলোর ওপর তাকাতে গিয়ে এমন ভান করল, যেন সত্যি সত্যি অতি নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করছিল। অতি নিখুঁত অভিনয়। কারণ সে জানে, তার প্রতিটি গতিবিধির ছবি ক্লোজড-সারকিট টেলিভিশন ক্যামেরায় তোলা হচ্ছিল তখন।

হলের শেষ প্রান্তে এসে একজোড়া দরজার মুখোমুখি হলো গ্রাহাম। দরজা দু'টো অলঙ্কৃত। অথচ ডান দিকে সাধারণ একটা সাদা দরজা, যা সেখানকার কারুকার্য করা দামী দামী আসবাব পত্রের কাছে একেবারে বেমানান। দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো সে। টয়লেট ও ওয়াশবেসিন সহ ছোট্ট একটা ঘর। হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবল সে, দেওয়ালটা ভেঙে দিয়ে বাথরুমটা নিজের স্যুইটের ভেতরে করে নেয়নি কেন স্ক্যাভার? কত লোকই বা ব্যবহার করবে সেটা? যাইহোক, চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলো সে। জানালায় লেসের পর্দা লাগানো। কমোডের উপর উঠে লেসের পর্দা সরিয়ে দরজাবিহীন জানলা-পথে মাথা গলিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাহাড়ের দৃশ্যটা, ঘরটা ছিলো সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে কম করেও দু'শো পঞ্চাশ ফুট, আর বাথরুম থেকে স্ক্যাভারের ব্যালকনির দূরত্ব খুব বেশি হলো কুড়ি ফুট। বাথরুমের নিচে পাহাড়ী জায়গাটা অসমান হলেও চলাফেরা করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। তবে কেবল মাত্র অসুবিধে হলো আলোর অভাব। তাই একমাত্র চাঁদের আলোর ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

ভাল করে আর একবার চারিদিক জরীপ করে নিয়ে সে এবার পিছন ফিরে প্রথমে পা দু'টো জানালা পথে গলিয়ে দিলো, তার মনে হলো, পা দু'টো পাথরের ওপরে পড়েছে। বাথরুম থেকে ইঞ্চিখানেক জায়গা সরে দাঁড়াতেই পাহাড়ী জায়গার শীতল স্পর্শ অনুভব করল পায়ের নিচে। এখন প্রতিটি ইঞ্চি তাকে নড়তে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, কারণ একটু অসতর্ক হলেই খাদের নিচে পড়ে যেতে পারে সে। তাই এক পা বাড়িয়ে তাকে থামতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে অপর পাটা বাড়াবে কিনা! ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেলো মেঘের আড়ালে, তার একমাত্র আলোর রোশনাই উধাও হয়ে গেলো চোখের সামনে থেকে, পরিবর্তে এক পুরু অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠল। নিজেকে অভিশাপ দিলো তার মন্থর গতির জন্য, তখন পাহাড়ের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। দূরে ইপানেমা বীচ থেকে বাজী পোড়ানর আলোয় আকাশটা মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছিল, তবে সে আলোর তেমন সাহায্য পেলো না সে। যাইহোক, হঠাৎ চাঁদের আলোটা উধাও হয়ে যাওয়ার মতো হঠাতই আবার চাঁদটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশে। আর সেই আলোয় ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোল বেয়ে এগিয়ে চলল সে ব্যালকনির দিকে তখন।

ব্যালকনি থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে তখন গ্রাহাম, হঠাৎ একটা এক-টুকরো আলগা পাথরে পা ফসকে যায় তার। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে পাশের পাহাড়টা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু অসমান পাথরে-তার হাতটা শুধু কেটে গেলো না, দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়তেই একটুর জন্যে মুখ থুবড়ে পড়ার হাত থেকে কোনো রকমে রেহাই পেয়ে গেলো। তারপর ভাল করে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু পর মুহূর্তে আবার তার পা ফসকে গেলো, হাত দু'টো যেন অবশ হয়ে যেতে থাকল। দেহের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে তখন। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তখন, কোনো রকমে বাঁ-হাত দিয়ে পাহাড়ের গা-টা আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা, পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা অনন্য প্রচেষ্টা। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল তার। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে ফেলছিল তখন। তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে। তার দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। যাইহোক, শেষ কয়েক ফুট আর কোনো অঘটন ঘটল না। ব্যালকনির কাছে এগিয়ে গিয়ে কোনো রকমে দু'হাত দিয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড বুক ভরে নিশ্বাস নিলো চোখ বন্ধ করে। তারপর রেলিং টপকে ব্যালকনির ওপর কাঁপা কাঁপা পা দু'টো ফেলল কোনো রকমে।

সেখানেও প্রায় মিনিট খানেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গ্রাহাম। ঠাণ্ডা বাতাসে তার ঘাম শুকোতে থাকে। চোখ খুলেই সে তার হাঁটুর দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠল। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল, হাঁটুর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। সেই রক্তের ধারা গিয়ে নেমেছে তার ক্যানভাস জুতোর ওপর। সে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর স্লাইডিং-দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে 'গোলকোণ্ডার' নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্লাইডিং-দরজায় ইনফ্রা-রেড আলোকরশ্মিটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। স্ক্যাভার কি তার বেডরুম স্যুইটেও কি সে রকম কোনো ব্যবস্থা করে রেখেছে? সে এখন নিজেকে স্ক্যাভারের ভূমিকায় খাড়া করার চেষ্টা করল। সামনেই ব্যালকনি, আর তার পরেই সাড়ে-ছ'শো ফুট গভীর খাদ। তার পায়ের নিচে কার্পেট। পায়ের ক্ষতস্থান থেকে ঝড়ে পড়া রক্ত যাতে কার্পেটের ওপর কোনো চিহ্ন রাখতে না পারে তার জন্য মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা তোয়ালে দিয়ে হাঁটুর ওপর জড়িয়ে ধরল। সেই অবস্থায় এ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর আলো জ্বালতেই সুসজ্জিত বাথরুমটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দামী মারবেল পাথরের মেঝে ও দেওয়াল। বেসিনে সোনার ট্যাপ। দেওয়াল ক্যাবিনেট থেকে ব্যাণ্ডেজ সংগ্রহ করে রক্তমাখা তোয়ালেটা সরিয়ে সে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সেখানে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিলো। রক্তমাখা তোয়ালেটা ওয়াশিং বাস্কেটে চালান করে দিতে ভুলল না। তারপর আলো নিভিয়ে বেডরুমে ফিরে আসতেই স্লাইডিং-দরজার ডান দিকের দেওয়ালে ভ্যানগগের নকল পেইন্টিংটা সরাসরি তার চোখে পড়ে গেল।

স্ক্যাভারের ব্যক্তিগত আলমারির কথা বলেছিল সিলভিয়া। হ্যাঁ, তার ডায়াগ্রামে যেমন দেখান হয়েছে, ঠিক সেখানেই তো ছবিটা রয়েছে। ছবিটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে গ্রাহামের নজরে পড়ল ছবিটা দেওয়ালের এক দিকে পেরেক দিয়ে আঁটা। পেরেকগুলো খুলে ফেলে পেইন্টিংটা সরাতেই আলমারিটা চোখে পড়ল তার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। কিন্তু পরমুহূর্তে তার সেই হাসিটা আতঙ্কে পরিণত হয়ে গেলো। সিলভিয়া বলেছিল, আলমারিতে কম্বিনেশন লক লাগানো ছিলো, জেলটায় ঠিক এ ধরনের তালা ভাঙতে শিখেছিল সে। কিন্তু তার সামনে আলমারিটার ভারি তালা লাগানো, যা চাবি দিয়ে খুলতে হয়! রাগে দুঃখে সে তখন দেওয়ালে হাত ঠুকল, মাথা চাপড়াল। সে এখন বুঝতে পারছে, সিলভিয়াকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার পর আলমারিটা বদল করে ফেলেছে স্ক্যাভার। শেষ পর্যন্ত পেইন্টিং'র ফ্রেমটা আবার দেওয়ালে পেরেক দিয়ে এঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ব্যালকনিতে। রেলিং-এ ভর দিয়ে বাইরে রাতের অন্ধকারের দিকে তাকাল। সে তখন ভাবছিল, তার দীর্ঘ সময়ের

অনুপস্থিতিতে হ্র্যাগো সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এমন কি ভেতর থেকে বন্ধ টয়লেটের দরজা খুলতে না দেখে ভেঙে ফেলতে পারে সে। দরজায় নক্ করার পর গ্রাহাম না খুললে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে তার কেমন সন্দেহ হবে, তাই দরজা ভাঙতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত।

এই সব কথা ভেবেই সে ঠিক করল, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ততই ভাল।

মনোগ্রাম করা রুমাল দিয়ে স্ক্র্যাভার তার মুখের ঘাম মুছল। সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছিল সে। বাইরে বেরিয়ে এসে সাবরিনাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল সে, 'আপনারা দু'জন আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবেন।'

'কিন্তু আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার জন্য এখানে এসেছিলাম,' দাঁত বার করে হাসল সাবরিনা। 'আর এসেছিলাম অনেক কিছু দেখবার জন্য।'

'আপনাকে কি শেখাব, আপনি তো স্বয়ং সম্পূর্ণ,' মুখে একটা রহস্যময় হাসি হেসে স্ক্র্যাভার বলল, 'পরে শেখাব। তার আগে বলুন, মাইক কোথায়?'

'একটু বেড়াতে গেছে ও।'

'আশাকরি কোনো গন্ডগোলে পড়েনি তো?'

'না। না সেরকম কিছু নয়।' হেসে বলল সাবরিনা।

ওদিকে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিওভান তার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলো। তার দিকে তাকিয়ে সাবরিনা বলল, 'সিওভান বলছিল, আপনি নাকি কলাশিল্পের একজন বিশারদ।'

'ও আমাকে তোষামোদ করে থাকে। পেইন্টিং সংগ্রহ করতে আমি ভালবাসি, কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, আমি শিল্পকলায় একজন বিশারদ! তা আপনি কি আর্টে খুবই আগ্রহী?'

'ওটা আমাব সখ বা হবি বলতে পারেন। কিন্তু খুব বেশি প্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয় না—' একটু থেমে কি ভেবে সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'তা কোনো বিশেষ সময়ের শিল্প-কলার ব্যাপারে আগ্রহ আছে?'

'রেনেসাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা তার মুখে এসে গেলো। 'কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন, ওই পিরিয়ডের সব মহান শিল্পকলাগুলো হয় কোনো মিউজিয়ামে, কিংবা কোনো প্রাইভেট সংগ্রাহকের সংগ্রহশালায় রয়েছে, যারা কোনো মূল্যেই সেগুলো বিক্রী করতে চায় না। তাই আমি ঠিক করেছি, দ্বিতীয় উপায় হিসেবে সেই সময়ের নকল ছবি আমি সংগ্রহ করতে চাই।'

'তার মানে আপনি...........জালিয়াতি করা পেইন্টিং চান?'

'সে সবই আইনসিদ্ধ, আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, সে সব ছবি আসলের মতোই সমাদৃত।' উত্তরে স্ক্র্যাভার বলতে থাকে, 'আসলে আমি যদি সেই সব নকল ছবি আসল বলে জনসাধারণের কাছে বিক্রী করতে যাই, তখনি আইন ভঙ্গ করার প্রশ্ন আসে।'

'তাহলে আপনার সংগ্রহশালায় সবই নকল ছবি?'

'আংশিক ভাবে। কেন, "সাক্চুয়ারির" ব্যাপারে সিওভান কিছু বলেছে নাকি?'

'এ ব্যাপারে কিছু কিছু সে বলেছে বটে, তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার সব কথা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'তা আপনি কি সেই সব পেইন্টিংগুলো দেখতে চান?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়?'

'তাহলে যাওয়া যাক?'

মাইককেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল স্ক্যাভার। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে সে বলেছিল, স্বাধীন ভাবে মাইককে এখানে ঘুরতে দিন, ও ভীষণ প্রকৃতি ভালবাসে। কিন্তু তা নয়, আসলে সে চেয়েছিল, এবং মাইকের প্রত্যাশাও সেরকম, এখান থেকে কিছু সময় সে যদি তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর স্ল্যাগো তার খোঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে। আর সেই ফাঁকে গ্রাহাম তার প্রয়োজনীয় কাজটা সেরে নিতে পারেব। শেষ পর্যন্ত তার সেই ইচ্ছায় স্ক্যাভার সাড়া দিতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাবরিনা। তারপর অনুসরণ করল স্ক্যাভারকে।

লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে স্ক্যাভার জিজ্ঞেস করল, 'মাইকের সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হয়?'

'রাষ্ট্রপুঞ্জ', সত্যি কথাই বলল সে, 'আমি সেখানে অনুবাদকের কাজ করি। প্রধানত ফরাসী ভাষায়।'

'চমৎকার শোনাচ্ছে,' এই বলে সে তার পকেট থেকে ID কার্ডটা বার করে ধাতব লিফটের দরজার গর্তে ফেলতেই সেটা খুলে গেলো।

লিফটে উঠে বোতাম টিপল স্ক্যাভার। তারপর সাবরিনার দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'আপনি বিবাহিত, জানতাম না তো।'

'আইন-সম্মত ভাবে আমি বিবাহিত, কিন্তু আজ দশ বছর হলো ক্যাটেরিনা আর আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সে একজন গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিক, তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমি তাকে পুনর্বিবাহ করতে চাইব কখনো। মুক্ত পুরুষ হিসেবে আমি এখন খুব সুখেই আছি।'

একসময় লিফ্ট থামতেই তারা বেরিয়ে এলো লাল কার্পেট পাতা করিডরে। একটা দুধ সাদা দরজার সামনে এসে স্ক্যাভার তার কার্ডের সাহায্যে দরজাটা খুলে সরে দাঁড়াল সাবরিনাকে ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। সাদা ঘরে সাতটা পেইন্টিং ঝুলছিল, তিনটে ডান দিকে, তিনটে বাঁদিকে, আর একটা দরজার ঠিক বিপরীত দিকে দেওয়ালের মাঝখানে। আর শেষের এই ছবি,—একটা পুরনো টেবিল, টেবিলের এক প্রান্তে একটি গ্লাস, একটা ফ্লুট, একটা নিঃশেষিত মোমবাতির পোড়া অংশ একটা ইতিহাস বই-এর কোন-মোড়া এক পাতা পৃষ্ঠা আর ছবির ঠিক মাঝখানে উপরের দিকে একটা করোটি।

'ছবিটা সম্মোহিত করার মতো, তাই না?' সাবরিনার পিছন থেকে শান্ত গলায় বলে উঠল সে। 'হারমেন স্টীনউইজিকের "ভ্যানিটাস"। আসল ছবিটা আঁকা হয়েছিল ১৬৪০ সালে। সেটা এখন লেইডেনে ডি ল্যাকেনহাল মিউজিয়ামের শোভা বর্দ্ধন করছে।'

'মৃত্যুর সঙ্গে আবিষ্ট করার মতো ছবি বটে,' ছবির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল সাবরিনা।

'এ একটা নির্ভুল বর্ণনা।' সাবরিনার হাতে আলতো স্পর্শ রেখে বলল স্ক্যাডার। একটা সহজাত প্রবৃত্তির বশে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো সাবরিনা। 'আমি দুঃখিত, আমি আপনাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য বলিনি। সমস্ত পেইন্টিং'র দিকে তাকিয়ে দেখুন। বাঁদিকে রেমব্র্যান্ডটের "দ্য সিন্ডিকস", ফার্ডিনান্ড বোলের "লেপার কলোনির গভর্নর", আর ম্যাথিউ লি লেনের "অপেশাদারদের পুনর্মিলন"। ডানদিকের তিনটিই কনস্টেবলের,—"হ্যাম্পস্টেড," "ওয়েস্ট এন্ড ফিল্ড", এবং "মেডোসের ম্যালিসবারি ক্যাথেড্রাল"। আর তারপর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে রয়েছে "ভ্যানিটাস"।'

'আর ওগুলো সবই নকল?'

'দুর্ভাগ্যবশত হ্যাঁ। প্রতিটি পেইন্টিং'র নিচে একটা করে পিতলের ফলক আছে, বলা যেতে পারে যার নিচে আসল ছবিটা ঝুলছে।'

সাবরিনা তার হাত দু'টো আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে পেইন্টিংগুলো নিরীক্ষণ করতে থাকল। তারপর এক সময় মুখ খুলল : 'বাঁ-দিকের তিনটি ছবি বলছে, একদল লোক আলোচনারত। সিন্ডিকেট, হেষ্ট কোম্পানির বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, লেপার কলোনি—শহরতলী—আপনার কারখানার কর্মচারীবৃন্দ, যারা অস্ত্র তৈরী করে থাকে ; আর অপেশাদার—আমলারা সব ; যারা আপনাকে আপনার কোম্পানি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিল এবং কোম্পানিটা বিক্রী করে দিয়েছিল। তারপর ডানদিকের ছবিগুলো হলো,—ল্যান্ডস্কেপ। প্রকৃতি। মানুষ আর প্রকৃতি, পৃথিবীর দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতার উৎস। কিন্তু তা সত্বেও আরো বৃহত্তর শক্তির কাছে তারা বশীভূত, আর সে শক্তি হলো মৃত্যু।' স্ক্যাডারের দিকে তাকিয়ে বলল সাবরিনা, 'আমি জানি, আমার কথাগুলো একটু নাটকীয় শোনাচ্ছে, কিন্তু এ ছাড়া আমি কি আর করতে পারি বলুন?'

একেবারে বোকা বনে গেছে সে। 'আমার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো এর আগে কেউ এমন সুন্দর আর নিখুঁত ভাবে একত্রিত করে বলতে পারে নি। যেন আপনি আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। কিন্তু হেষ্ট স্ক্যান্ডালে আমার জড়িয়ে পড়ার কাহিনী আপনিই বা জানলেন কি করে?'

'মাইক বলেছে। আশাকরি পুরনো ব্যাথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে হতাশ করিনি।'

'না, একেবরেই নয়। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, দশ বছর আগেকার ঘটনা তিনি এখনো মনে রাখলেন কি করে।'

'ওর স্মরণ-শক্তি খুবই প্রবল। ওর এই গুণটা আবার অনেকের কাছে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই সে তাকে খুনও করতে পারে।' উত্তরে বলল সাবরিনা, 'আমি এখন জানতে চাই, জায়গাটা আপনি "সাংচুয়ারি" নাম দিলেন কেন?'

'আপনার পিছনের ওই চেয়ারে বসুন, আমি আপনাকে উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছি।'

'চেয়ার?' শুভ, হতবাক সাবরিনা। প্যাডেড চামড়ার আরামকেদারা আর কাঠের ক্যাবিনেট, দু'টোই সাদা রঙের, সাদা দেওয়ালের সঙ্গে এমনি মিশে ছিলো যে ঘরে প্রবেশ করার সময় দেখতেই পায়নি সে। যাইহোক, আরামকেদারায় যুতসই হয়ে বসল সে। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ক্যাবিনেটের ডালা খুলল ফ্ল্যাভার। ক্যাবিনেটের মধ্যে নানান ধরনের ডিস্ক। ফ্ল্যাভার তার পছন্দ মতো ডিস্ক নির্বাচণ করতে বলল। সাবরিনার প্রিয় ক্লাসিকাল মিউজিক। প্রোকোফিয়েভের সিনডারেলা স্যুইট পছন্দ করল সে। লিওনার্ড স্লেটকিনের সেন্ট লুইস সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা।

তার হাত থেকে কমপ্যাক্ট ডিস্কটা নিলো ফ্ল্যাভার। তার পছন্দের তারিফ করল সে। তারপর সেটা প্লেয়ারের মধ্যে রেখে স্যুইচ টেপার আগে একটা হেডফোন তার হাতে তুলে দিলো। হেডফোনটা কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে ব্যাখ্যা করে শান্ত ভাবে ঘরের একেবারে এক কোণায় চলে গেলো এবং ঘরের মধ্যে হাল্কা আলো জ্বেলে দিলো। ওদিকে সাবরিনা তখন কানে হেডফোন লাগিয়ে চোখ বন্ধ করল। সে তখন বাইরের সব চিন্তা তার মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। পুরনো স্মৃতি তার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। অবচেতন মনে তখন প্রতিফলিত হচ্ছিল তার অন্ধকার দিক, নিষিদ্ধ সব গোপন তথ্য। 'তার প্রতি বিশ্বাস রেখ, যেমন সে নিজেকে বিশ্বাস করে,' নিজের মনে বলে সে এবং তার চোখের সামনে থেকে সব কিছু ফিকে হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। হঠাৎ তার মনে হল, সে এখন সম্পূর্ণ ভাবে আরাম করছে, এবার সে হাত বাড়াল কম্প্যাক্ট ডিস্ক প্লেয়ারটা চালু করার জন্য। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ভূমিকার পর্ব শেষ হতেই চেয়ারের হাতলে ফিট করা স্যুইচটা টিপতেই এক ডজন মাল্টিকালারড আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঘরের ছাদে, সেখানে রামধনুর ছটা। রামধনুর সাত রঙ, আর এখানের রঙ তার থেকেও বেশি, এক ডজন। আর তখনি চোখ মেলে তাকাল সে। সেই আলোয় নিজেকে সম্মোহিত হতে দিলো সে। তখন সে পুরোপুরি মোহাচ্ছন্ন।

তারপরেই ফ্ল্যাভারের কথাগুলো মনে পড়ল তার, 'এ আমার চিকিৎসাবিদ্যা থেকে আবিষ্কার। এ যেন শেষ পর্যন্ত আমার অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন রচনা করা যা আমি বছরের পর বছর ধরে প্রশংসা করে যাবো। বাইরের জগতের তিক্ততা ও নিষ্ঠুরতার চেয়ে এ যেন একটা অস্থায়ী পবিত্র স্থান। এই চেয়ারে যে বসবে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আর এসবই নির্ভর করে আপনার অবচেতন মনের ভাবনার ওপর।'

'ভ্যানিটাসের দিকে নিজেকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল। করোটি পেইন্টিং'য় ওপর এলোমেলো আলোর রোশনাই, করোটির বিকৃত ভাবটা ভয়ঙ্কর ভয়াবহ রূপ নেয় তখন। কিন্তু সে সবই তার মনেই থেকে যায়। অনেক চেষ্টা করেও "ভ্যানটাসের" দিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না। সেই পরিস্থিতিতে তার হাত দু'টো শিথিল হয়ে আসে। তারপর কোনো রকম সতর্ক ব্যতিরেকেই সেই ছায়ামূর্তিটা তার চিত্তের জগতে আবার বিচরণ করতে থাকে। এখন কেবল সেটা শূন্যগর্ভে পতনের অপেক্ষায়। তার মনে হলো, সে এবার পড়ে যাবে, তার পতন অনিবার্য...

'না, না, এ হতে পারে না!' চিৎকার করে উঠে সে তার কান থেকে হেডফোনটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

স্ক্যাডার তখন তাড়াতাড়ি ঘরের তীব্র আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কাছে ছুটে গেলো। 'আপনি ঠিক আছেন তো সাবরিনা?'

কপালের ঘাম মুছে বলল সাবরিনা, 'আমি দুঃখিত। জানি না কোন্ অশুভ শক্তি ভর করেছিল আমার ওপর।'

'আমি জানি, "ভ্যানিটাস"। কিছু কিছু লোকের ওপর এর প্রভাব পড়ে থাকে। আমি আপনাকে বলেছিলাম না, আপনার অবচেতন মনের ওপর এর সব কিছু নির্ভর করে। আমি দুঃখিত।'

'কেন? আমার চিন্তা-ভাবনার জন্যে আপনি কেন দায়ী হতে যাবেন?' হেডফোনটা কুড়িয়ে নিয়ে.সে বলে উঠল, 'আশাকরি এটার ক্ষতি আমি করিনি।'

'ওটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়,' তার কাছ থেকে হেডফোনটা নিতে গিয়ে বলল স্ক্যাডার। 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে। আপনার এখন একটু ব্র্যান্ডির প্রয়োজন।'

'ও জিনিষটা আমি ভীষণ ঘৃণা করি। আমার এখন একটু সতেজ জায়গায় যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আমারও এখন বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমাকে এখানকার সবকিছুর স্যুইচ অফ করে দিতে হবে।'

"ভ্যানিটাসের" সামনে দিয়ে দাঁড়াল সাবরিনা। তীব্র আলোয় সেটার রূপ এখন ভিন্ন ধরনের, একেবারে অন্য রকম। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো সে।

'আপনি প্রস্তুত, তো?'

'নিশ্চয়ই!'

'এতক্ষণে মাইক নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে,' লিফ্‌টে প্রবেশ করে বলল স্ক্যাডার।

'আমিও তাই আশাকরি,' নরম গলায় বলল সাবরিনা।

টয়লেটে ফিরে এসে জানালাটা আবার বন্ধ করে দিলো গ্রাহাম। মুখে আর বুকে ঠান্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে থাকে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফেলে। তার হাঁটুর ব্যথার চেয়ে বেশি চিন্তিত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত-ঝরা বন্ধ না হওয়ার জন্য। এই সময় দরজার ঘন ঘন শব্দ শোনা গেলো।

'মিঃ গ্রাহাম?' ড্র্যাগো ডাকছে। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'পেটের ব্যথায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এই যা,' বাথরুমটা একবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে দরজা খুলে দিলো গ্রাহাম।

'হায় ঈশ্বর, আপনাকে খুবই খারাপ দেখাচ্ছে,' মৃদু চিৎকার করে উঠল ড্র্যাগো। 'এখানে আজ রাতে বহু চিকিৎসক আমন্ত্রিত। আপনাকে দেখার জন্য একজন ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

'না! না! সত্যি আমি ঠিক আছি। একটু যা দুর্বল হয়ে পড়েছি, ব্যস এই পর্যন্ত। থেমে গ্রাহাম বলল, 'কিন্তু আমি যে এখানে আছি, আপনি তা জানলেন কি করে।'

;এ বাড়ির প্রতিটি পাবলিক প্লেসের ছবি ক্লোজড-সারকিট ক্যামেরায় ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত। আপনাকে মিঃ স্ক্যাডারের স্যুইটের দিকে আসতে গিয়ে টয়লেটে ঢুকতে দেখেছিল ভিউটি

অফিসার। দশ মিনিট পরেও আপনাকে টয়লেট থেকে বেরুতে না দেখে সে ভাবল, বোধহয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। তাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সে।'

'কিন্তু আমার নাম সে জানল কি করে?'

'আমার মতো আজকের প্রতিটি অতিথির নাম জানে ডিউটি অফিসার। আর এ সব ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়েছে।'

'এবার বুঝতে পারছি, কেন যে মিঃ স্ক্যাডার এত বড় গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাকে। অবশ্যই আপনি আপনার কাজের ব্যাপারে সচেতন।'

'তা আমাকে তো সচেতন থাকতেই হবে মিঃ গ্রাহাম। তাঁর মতো অবস্থায় মিঃ স্ক্যাডারের অনেক শত্রু থাকাটাই স্বাভাবিক। আর তারা যদি তাঁর সিকিউরিটি ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি দেখতে পায়, তারা সেই দুর্বলতায় সুযোগ নেবে। এমন কি তার জন্যে তার জীবনহানির আশঙ্কা পর্যন্ত থেকে যায়।' তারপর বাগানে এসে তাঁবুর দিকে গ্রাহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ড্র্যাগো বলে উঠল, 'ওই যে আপনার স্ত্রী, দেখতে পাচ্ছেন ওঁকে?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি বৈকি!' মনে মনে ভাবল গ্রাহাম। ড্র্যাগো আর স্ক্যাডারের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে পেইন্টিংটা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সাবরিনাকে একটা নিরালা জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্ক্যাডারের বেডরুমে সেই গোপন আলমারির কথা বলল, যা তার পক্ষে খোলা খুবই কঠিন। সেরগেই আর হুইটলকের সঙ্গে আলোচনা করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পেইন্টিংটা ফিরে পাওয়ার একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতেই হবে।'

'তাহলে এখন কি করবে?'

'এখানে আর থাকার কোনো মানে হয় না—' হঠাৎ কথার মাঝে থেমে গেলো গ্রাহাম, বার-এ একজন লোকের সঙ্গে ড্র্যাগোকে কথা বলার দৃশ্যটা প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করল তাকে।

তার সেই অবাক করা দৃষ্টি অনুসরণ করে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা, 'কি ব্যাপার মাইক?'

'না। না। এ হতে পারে না,' লোকটার মুখের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বলে উঠল সে। কিন্তু কতক্ষণই বা সে এ-ভাবে মুখ ঢেকে রাখবে। সে জানে তার দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকতে পারবে না সে। এখন তার সামনে একটা পথই খোলা আছে।

'আমাকে চুমু খাও তুমি,' সাবরিনার উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে।

'কি বললে?' বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল সাবরিনা।

'আমাকে চুমু খাও, আর সেটা যেন বাস্তবোচিত হয়।' কথাটা বলেই সে তাকে বুকে টেনে নিলো, একটা হাত দিয়ে সে তার পিঠটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, আর অপর হাতটা, তার গলায় একটা বেষ্টনী রচনা করল। সাবরিনা নিজেকে তার বুকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে তার চুল বিলি কাটতে থাকল।

'রাশিয়ায় হলে এর জন্যে ওদের গ্রেপ্তার করা হতো,' লোকটার কথায় ইউক্রেনিও সুর ধ্বনিত হলো।

'সদ্যবিবাহিত আমেরিকান,' মৃদু হেসে আভাষ দিলো ড্র্যাগো।

ওদিকে গ্রাহাম তখন সাবরিনার গলায় চুমু খেতে খেতে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি চলে গেছে?'

অপরাধীর মতো চোখ মেলে তাকাল সে। 'তাঁবুর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে তারা।'

'আমাদের দিকে মুখ করে?'

তাকে সে তার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'সিওভানের খোঁজ করো। এখনি!'

চকিতে একবার গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বার-এর দিকে ছুটল সাবরিনা। সিওভানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে সাবরিনা জানতে চাইল, 'এসব কি হচ্ছে মাইক?'

'তা ওকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?' সিওভানের দিকে হিমশীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে।

'আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে?' বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল সিওভান।

'ড্রাগোব বন্ধুটির ব্যাপারে কেন তুমি আমাদের সতর্ক করে দাওনি?'

'বন্ধু? কোন্ বন্ধু?'

লোকটার চেহারায় আনুপর্বিক বর্ণনা দিতেই সিওভান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'বুঝেছি, তুমি কার কথা বলতে চাইছ? তুমি যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে সে তখন এখানে এসে পৌঁছয়। কিন্তু ওই লোকটা যে কে আমি জানি না।'

'আমি ভেবেছিলাম, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসেব KGB'র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে তুমি চেনো।'

'আমি কেবল জানি, রিওতে একজন নিয়মিত ভাবে এসে থাকে। কিন্তু আমি তাকে জীবনে কখনো দেখিনি।'

'য়ুরি লিওনভের নাম তোমরা কেউ শুনেছ?'

দুজনেই মাথা নাড়ল। 'তাহলে ওই লোকটাই কি লিওনভ?' একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সিওভান।

'হুঁ! KGB ডাইরেক্টরেটের প্রধান। ফরেন ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের ব্যাঘাত ঘটানই হলো তার ডিপার্টমেন্টের কাজ। অবশ্যই KGB'র সে একজন শক্তিশালী লোক। আমি যখন ডেলটায় ছিলাম, তখন একবার ফিনিশ-সোভিয়েট বর্ডারে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম।' সাবরিনার হাতে আলতো স্পর্শ রেখে গ্রাহাম আরো বলল। 'আর তাই তো আমি ওই চুম্বনের দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম। যদি সে আমাকে দেখে ফেলত, তাহলে আমাদের সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেত।'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে মাথা নাড়ল সাবরিনা। 'তাহলে এখন এখানে থেকে কি আর লাভ বলো?'

'হয়ত এ ব্যাপারে একটা সমাধান খুঁজে বার করতে পারেন সেরগেই।' সিওভানের দিকে ফিরে গ্রাহাম বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। রিসেপসনে আমরা অপেক্ষা করছি, তুমি আমাদের গাড়ির চালক ফিলিপকে পাঠিয়ে দাও। আর অসময়ে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের হয়ে স্ক্যাডারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। তাকে বলো, আমার শরীরটা ভাল নেই। আমার শরীর খারাপের ব্যাপারে ড্র্যাগো জানে।'

'আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও। যে ভাবেই হোক তোমরা দু'জনে এখান থেকে সরে পড়। কাল দুপুরে আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। কাল পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি জীবিত থাকার চেষ্টা করব।' ভারাক্রান্ত গলায় বলল সিওভান।

ঠিক বেরোবার মুখে তাদের দেখা হয়ে গেলো ড্র্যাগো এবং লিওনার্ডের সঙ্গে। 'মিঃ গ্রাহাম, তোমার পেটের অবস্থা কিরকম?'

'এখনো মোচড় দিচ্ছে, তাই একটু আগেই আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।' এই বলে জোর করে হাসবার চেষ্টা করল গ্রাহাম।

'আমেরিকানস?' অবজ্ঞার মতো বিড়বিড় করে ড্র্যাগোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকল লিওনার্ড।

'লোকটা যদি সত্যি সত্যিই লিওনার্ডই হয়ে থাকে, তাহলে কিছু বলল না কেন সে?' তাঁবু থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিলো, বিশেষ করে ড্র্যাগোর মতো একটা লোকের সামনে!'

'এর কোনো মানে হয় না,' সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে বিড়বিড করে বলল গ্রাহাম।

ওদের লিফটে উধাও হতে দেখে এবার লিওনার্ডের দিকে তাকাল সিওভান। এই লোকটাই তাহলে ড্র্যাগো। আর এর অর্থ হলো তার কাছেই খামটা রয়েছে। কিন্তু কোন্ পকেটে? খামটা তুলতে মাত্র একবারই সুযোগ পাবে সে, তাই যেন কোনো ভুল না হয়। যুক্তির দিক দিয়ে সেটা তার সার্টের পকেটেই থাকার কথা নিজের মনে বলল সে। তারপর তাদের কাছে এগিয়ে গেলো সে ধীরে ধীরে।

'এসো অ্যালে, আজ রাতে এখনো পর্যন্ত তুমি নাচ করনি, আমার সঙ্গে নাচবে, এসো—' বলল সিওভান। 'নাচতে আমি জানি না।' বলল ড্র্যাগো।

'তাতে কি হয়েছে, নাচতে নাচতে নাচ শিখে নেবে।' হাত বাড়িয়ে ড্র্যাগোর হাত ধরতে গিয়ে তার শরীরের ওপর পড়ে যাওয়ার ভান করল সিওভান। ড্র্যাগোর হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। নিখুঁত অভিনয়। তার পতন রোধ করার জন্য ড্র্যাগো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিজ্ঞ পকেটমারের মতো সেই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে তার জামার পকেট থেকে খামটা কখন যে তুলে নিয়ে সে তার জীন্সের পকেটে চালান করে দিয়েছিল বিন্দু মাত্র টের পেলো না ড্র্যাগো।

উল্টে উদ্বিগ্ন স্বরে ড্র্যাগো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চোট লাগেনি তো? তুমি ঠিক আছ তো?'

'নিশ্চয়ই! তবে আমার কেমন লজ্জা করছে। ড্রিঙ্ক পড়ে আমার পোশাকটা নোংরা হয়ে গেছে। বদলে ফেলা দরকার। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, আমি চললাম' সিওভান চলে যেতেই লিওনার্ড টিপ্পনী কাটল, 'এখানে, এই পাশ্চাত্যে তোমরা কি ওকে আকর্ষণীয়া রমণী বলে মনে করো?'

'আমার সন্দেহ হয়, আজ রাতে এখানে এমন কোনো পুরুষ নেই যে কিনা তার বিবাহিত জীবন জলাঞ্জলি দিয়ে তার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে চাইবে না।'

'তা তুমিও কি তাদের দলে?' রসিকতা করল লিওনার্ড।

'কমরেড লিওনার্ড, আমি বিবাহিত নই, আবার পাশ্চাত্য-বাসীও নই।' উত্তরে বলল ড্র্যাগো।

'কিন্তু তুমি তো পাশ্চাত্যেই রয়েছ?'

'এর বিকল্প কি আমার আছে বলো? হয় আমি এখানে আমার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি, তা না হলে ঘরে ফিরে গিয়ে কারারিং জেরাভের মুখোমুখি হতে হয়।' চারদিক একবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ড্র্যাগো কাজের প্রসঙ্গে এলো, 'এবার তাহলে আমাদের বিজনেসের ব্যাপারে আলোচনা করা যাক—?'

'স্বভাবতই। খামটা এনেছ?'

ড্র্যাগো তার শার্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে চমকে উঠল। পকেট খালি। লিওনভের দিকে তাকাল, চোখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। 'খামটা উধাও, অথচ সেটা আমার পকেটেই ছিলো,—' খিস্তি করে উঠল, ড্র্যাগো 'কুত্তি!'

তার হাতটা চেপে ধরল লিওনভ। 'কি হয়েছে?'

'ওই কুত্তিটা যখন আমার গায়ে ঢলে পড়েছিল, তখনি কায়দা করে খামটা আমার পকেট থেকে তুলে নিয়ে থাকবে।' কথা বলেই সে তার রেডিও সেটটা ক্লিপমুক্ত করে বোতাম টিপল। 'সেন্ট জ্যাকুইস, মেয়েটা চলে গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার। প্রায় মিনিট খানেক আগে—'

'রিসেপসনের সামনে ল্যারিওস আমার গাড়িটা কি এনেছে? আর হ্যাঁ, দু'জন সশস্ত্র প্রহরী আমার চাই, এখনি!'

'ঠিক আছে স্যার—'

রেডিওর স্যুইচ অফ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ড্র্যাগো। 'খাম নিয়ে ঘন্টা খানেকের মধ্যে এখানে ফিরে আসছি, কেমন?'

'সমস্যা সমাধান না করা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। পরিকল্পনা মাফিক আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আগামীকাল রাতে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। তখন যদি তোমার দেখা না পাই তাহলে ধরে নেবো, লেনদেন বন্ধ, আর তখন আমি প্রথম ফ্লাইটে ফিরে যাবো মস্কোয়। আশাকরি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না খালি হাতে ফিরে গেলে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে!'

কালো মার্সিডিজ নিয়ে অপেক্ষা করছিল ল্যারিওস। ড্র্যাগো গাড়িতে উঠে বসতেই দ্রুত অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই গাড়ি ছুটে চলল গেটের দিকে। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে CZ-75 পিস্তলটা বার করে ব্যারেলের শেষ প্রান্তে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিলো ড্র্যাগো। তারপর পিছনের সীটে হেলান দিয়ে ভাবতে থাকে সে, পিওভান তার আগে গাড়িতে স্টার্ট দিলেও ল্যারিওস তাকে ঠিক ধরে ফেলবে। কারণ এখানকার শর্টকাট রাস্তাগুলো তার ভালই জানা আছে। তাছাড়া কারনিভাল উৎসবের জন্য বীচফ্রন্টে ট্রাফিক জ্যাম হবে। সেই সুযোগটা নিতে হবে তাকে। তারপর সে তাকে খতম করে ছাড়বে। ড্র্যাগোর ঠোঁটে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। তার পাশে বসেছিল দুই প্রহরী, সানটিন আর ক্যালোটি।

সানটিন প্রাক্তন পুলিশম্যান, ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে, এ ভাবেই সে তার চাকরী হারায়। আর ক্যালোটি উরুগুয়ান এজেরসিটো রেভোলিউসিওনারি ও ডেল পুয়েবলো বামপন্থী গেরিলা আন্দোলনের সদস্য, পুলিশি ইনফরমারের কাজ করার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় তাকে। এরা ড্র্যাগোর অতি বিশ্বস্ত প্রহরী।

কার্নিভাল উৎসবে ট্রাফিক জ্যামের কথা ভাবতে হচ্ছিল সিওভানকেও। বীচফ্রন্টে এসে তার সেই চিন্তাটা যেন আরো বেশি প্রকট হয়ে গেলো। তাই সে তার ক্যাবরিও গাড়িটা থামাতে বাধ্য হলো, জানালা গলিয়ে মাথাটা বাইরে বুকিয়ে দেখল কার্নিভাল উৎসব বেশ জমে উঠেছে। কম করেও দু'শোজন মানুষ সেই উৎসবে মেতে উঠেছে। এর অর্থ এখানে থমকে দাঁড়াতে হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। ওদিকে পার্টি ছেড়ে তার পালিয়ে আসার মিনিট খানেকের মধ্যে ড্রাগো নিশ্চয়ই টের পেয়ে যাবে। মূল্যবান খামটা তার পকেটমার হয়ে গেছে। তাই সেই খামটাই শুধু উদ্ধার করার জন্য নয়, লিওনভের সামনে তাকে বেইজ্জত করার অপরাধে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। আচ্ছা, বীচফ্রন্ট থেকে উৎসবে জমায়েত লোকগুলো সরে যাওয়ার আগেই কি ড্রাগো তার গাড়িটা ধরে ফেলবে? নিয়েমেয়ার এ্যাভিনিউতে ঠিক সাড়ে-দশটার সময় সে হ্যাভলার ক্যাসি মরগানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। তার স্বামীর শেষ উপহার দেওয়া নাইন-ক্যারাট টিসট ঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো সময়টা,—দশটা-চব্বিশ। যদি লোকগুলো মিনিট কয়েকের মধ্যে রাস্তা থেকে সরে যায়, তাহলে সে তার নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক পৌঁছে যাবে। আর তা যদি না হয়। তাহলে তার প্রিয় ক্যাবরিওকে পরিত্যাগ করে হাঁটা পথে এখান থেকে পালাতে হবে। ওদিকে ভীড় সরার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

আর তখনি সে তার গাড়ির সাইড মিররে কালো মার্সিডিজ গাড়িটা দেখতে পেলো। তার থেকে চারটি গাড়ির পিছনে এসে সেটা থেমে পড়ল। চালকের আসনে বসেছিল ল্যারিওস। তার মানে তার সঙ্গে ড্রাগোও আছে। অন্য কারোর হয়ে ল্যারিওস কখনো গাড়ি চালায় না। এখন তাকে চিহ্নিত করা একটা মুহূর্ত মাত্র। তাই তাকে এখন দ্রুত সরে পড়তে হবে এখান থেকে। মার্সিডিজ গাড়ির পিছনের দরজা খোলার শব্দ হতেই ক্যানোটিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখল সিওভান। শেষ বারের মতো ড্রাগোর নির্দেশ নেওয়ার জন্য জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। ক্যানোটি সরাসরি বন্দুক চালিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে অভ্যস্ত। তাই সে ভাবল, এই মুহূর্তে পালাতে গেলে বিপদ আছে, মরিয়া হয়ে ক্যানোটি তখন ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না। তাই তার সব থেকে ভাল উপায় হলো, সে আসুক তার কাছে। তবে তার এখন বড় ভাবনা হলো, ড্রাগোকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। সে কিনা তার অজান্তে সহজেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে খুন করতে পারত। এই সুযোগটা তাকে নিতে হবে। ওদিকে ক্যাবরিওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ক্যানোটি। তার গাড়ির কাছে পৌঁছে ক্যানোটি তাকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলল। মাথা নাড়ল সিওভান, সেটা তার ভান কিনা ঠিক বোঝা গেলো না। ধীরে ধীরে দরজায় হাত দিলো সে। ক্যানোটির চোখ দু'টো দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন, তারপরই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দরজা আর তার মধ্যে ব্যবধান তখন মাত্র ফুট দু'য়েক। আর ঠিক তখনি হঠাৎ সিওভান তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা এত জোরে খুলল যে, সেটা তার পেটে গিয়ে আঘাত করল প্রচণ্ড জোরে। তার দেহটা পিছন দিকে টলে পড়ল, যন্ত্রণায় তার মুখটা কুঁচকে উঠল। এই সুযোগে গাড়ি নেমে দূরে জনতার উৎসবের ভীড়ে মিশে গেলো। সাময়িক ভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবে সেখানে।

ড্র্যাগো আর সানটিন মার্সিডিজ থেকে নেমে তার পিছনে ধাওয়া করতে শুরু করে দিলো। সিওভান তখন উৎসবের ভীড়ের মাঝে সামিল হয়ে গিয়েছিল। পোশাক বদল করে সে তখন টকটকে রঙিন কস্টিউম পড়েছে। সানটিন বাধা পেলো মহিলা নর্তকীদের কাছ থেকে। তবে সিওভানকে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়ে গেলো ড্র্যাগো। তবে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল তখন।

তার নাগাল এড়িয়ে রাস্তার পাশে মরগানের কাছে পৌঁছে গেলো সিওভান। মরগান তার অডি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হাত বাড়াতে যায় তার হাত থেকে খামটা নেওয়ার জন্য। কিন্তু তার আগেই ভীড় ঠেলে কখন যে সানটিন তাদের খুব কাছে এসে গিয়েছিল টের পায়নি কেউ। সিওভানের হাত ধরতে যায় সানটিন, সিওভান তখন মরীয়া হয়ে তার পেটে লাথি মারতেই সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে এবং রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। সিওভান তখন অডি গাড়ির দিকে ফিরে তাকায়। সেই মুহূর্তে একটা মাত্র বুলেটই মরগানকে নিস্তব্ধ করে দিতে সমর্থ হলো। ভয়ে আতঙ্কে আবার ছুটে পালাতে গিয়ে ড্রাগোর মুখোমুখি হয়ে গেলো, তার হাতে সাইলেন্সার লাগানো CZ-75, ঠোটে ক্রুর হাসি। তার সেই হাসিটা সিওভানের রক্ত হিম করে দিলো। তার দিকে ড্র্যাগো এগিয়ে যেতেই কয়েকজন হাস্যরত মহিলা তার হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে উৎসবের আসরে। সেই সুযোগে সে তখন আবার ছুটতে শুরু করল, একটা পাবলিক টেলিফোন বুথের সামনে এসে থামল। তার তখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, সময়ের একটু গড়মিল হয়ে গেলেই তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে ড্র্যাগো। তাই কোনো রকমে ডাইরেক্টরির পাতা উল্টিয়ে মেরিডিয়েনের ফোন নম্বরটা ডায়াল করল কাঁপা কাঁপা হাতে।

'মাইক গ্রাহাম প্লিজ!' সুইচবোর্ড অপারেটার তার লাইনটা মাইকের ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেয়। 'হ্যালো মাইক, আমি সিওভান কথা বলছি।' তার কথায় উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

'সিওভান!' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল গ্রাহাম। 'একটু শান্ত হয়ে খুলে বলো কি হয়েছে?'

'আমার হ্যান্ডলার ক্যাসিকে খতম করে দিয়েছে ড্র্যাগো। ড্র্যাগো এখন আমার পিছু নিয়েছে। এদিকে সেই খামটা আমি পেয়ে গেছি।'

'খাম? সেটার কথা ভুলে যাও। তুমি এখন কোথায়?'

'নিয়েমেয়ার এ্যাভিনিউতে। এখানে আমি থাকতে পারব না, যে কোনো মুহূর্তে ড্র্যাগো–'

'ঠিক আছে, তাহলে কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে?'

চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে। 'কাছেই ভ্যালেনসিয়া হোটেল। সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করছি। আর শোনো মাইক, খুব তাড়াতাড়ি করো। ভীষণ ভয় করছে আমার।'

'ঠিক আছে, আমরা চলতি পথে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হোটেল ভ্যালেনসিয়ার দিকে এগিয়ে চলল সে।

ওদিকে পাশের বুথ থেকে তার সব কথাবার্তা শুনল ল্যারিওস। নিজের মনে হেসে ছুটে গিয়ে সে যা শুনেছিল খুলে বলল ড্র্যাগোকে।

সানটিন আর ক্যানোটির দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ড্র্যাগো বলে উঠল, 'জেনে খুশি হলাম ল্যারিওস, বিশ্বাস করার মতো অন্তত একজন লোকও আমার পাশে আছে।'

'কি করব স্যার, সে যে হাতে-নাতে ধরে ফেলল আমাদের,' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল ক্যালেত্তি।

'এই তোমাদের কৈফিয়ত?' খিঁচিয়ে উঠল ম্ল্যাগো, 'ভবিষ্যতে ফের যদি এই রকম ভুল হয়, তোমাদের দু'জনকেই ছ'মাসের ঝোল-ভাত খাইয়ে ছাড়ব। কি কথাটা আমার পরিষ্কার হয়েছে তো?'

তারা দু'জনেই মাথা নাড়ল। ম্ল্যাগোর লাল চোখের দৃষ্টি তারা সহ্য করতে পারছিল না।

দ্যারিওসের দিকে ফিরে ম্ল্যাগো উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'এখনি চলো সেই হোটেলে। শেষবারের মতো ওই কুত্তির অধ্যায়টা শেষ করে আসি, চলো!'

হোটেল ভ্যালেনসিয়ার ডেস্কে বসেছিল একটি যুবক, শব্দ করে চুইংগাম চিবচ্ছিল, আর তার ক্রুর দৃষ্টি পড়েছিল সাবরিনার ওপর। দৃশ্যটা মোটেই মনঃপূত হলো না গ্রাহামের। সে তখন তার নাক থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে আঙুল উঁচিয়ে রুক্ষস্বরে তার তন্ময়তা ভঙ্গ করল: 'মিস সেন্ট জ্যাকুইসের ঘরটা কোথায়?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাবরিনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গ্রাহামের হাতে একটা খাম তুলে দিয়ে বলল, 'আপনিই কি গ্রে হাম?'

খামটা হাতে নিয়ে চঞ্চল আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল গ্রাহাম। খামের ভেতরে একটা কাগজের টুকরোয় লেখা ছিলো:

"মাইক, সাবরিনা,— ৮ নম্বর ঘরে আছি, ফার্স্ট ফ্লোরের একেবারে শেষ প্রান্তে। দু'বার নক্ করে একটু থামবে, তারপর আবার নক্ করবে পরপর তিনবার। তাহলেই আমি বুঝতে পারব, তোমরা এসেছ। সিওভান।"

সাবরিনার হাতে চিরকুটটা দিতেই নিমেষে তার ওপর চোখ বুলিয়ে সে বলে উঠল,' হাতের লেখা অন্য লোকের।'

'হ্যাঁ, কেনইবা চিরকুট লিখতে গেলো সে? খামটা সে সরাসরি রেখে যেতে পারত যুবকটির কাছে!'

'যদি না সেটা আমাদের আসার আগেই অন্য কেউ খুলে দেখে থাকে,' মন্তব্য করল সাবরিনা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' উত্তরে গ্রাহাম বলল, 'তুমি ফায়ার এসকেপ দিয়ে ওঠো, আর আমি সরাসরি সামনের দরজা দিয়ে তার ঘরে গিয়ে ঢুকব।'

আট নম্বর ঘরের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করা ছিলো, সেই ফাঁক দিয়ে সানতিনের সাইলেন্সার লাগানো UZI'র নলটা বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রাহাম। সে তার হাতের বেরেটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সানতিনকে UZI'র ট্রিগার টেপার সুযোগ দেওয়ার আগেই দেহের সমস্ত ভার দিয়ে আছড়ে পড়ল ভেজানো দরজার ওপর। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সানতিন, দরজাটা সজোরে গিয়ে আঘাত করেছিল তার মুখে, তার হাত থেকে UZI টা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সাবধানে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল গ্রাহাম। শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পায়নি সানতিন। যাই হোক, কোনো রকমে আচমকা আঘাতটা সামলে উঠে ব্যালকনির দিকে ছুটে গেলো সানতিন এবং মুহূর্তের অবসরে রেলিং টপকে পাশের রাস্তায় ঝাঁপ দিলো।

ব্যালকনির রেলিং-এ ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে গ্রাহাম দেখল, রাস্তার জনতার ভীরে মিশে গেছে সানচিন।

আর তখনি সাবরিনা দরজা-পথ থেকে বলে উঠল, 'তুমি ঠিক আছ তো মাইক?'

'হ্যাঁ,' কাঁধে হাত বুলিয়ে গ্রাহাম বলে উঠল, 'লোকটা পালিয়ে গেলো।'

একটা UZI হাতে নিয়ে তার পিছনের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে সাবরিনা বলে উঠল, 'অন্যজন ওখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তুমি যখন দরজায় ধাক্কা দিলে আমি তখন তাকে কাবু করে ফেলি কোনো রকমে, এই UZI-টা তুলে নিয়ে ক্যানোটির দেহটা টানতে টানতে শয়নকক্ষের ভেতরে নিয়ে এলো গ্রাহাম।

'মাইক?' ওদিকে বাথরুম থেকে চিৎকার করে উঠল সাবরিনা।

বাথরুমে ছুটে গিয়ে গ্রাহাম দেখল, বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সিওভান, তার মৃতদেহটা খালি বাথটবে ফেলে রাখা হয়েছে। রাগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল সাবরিনা। গ্রাহাম তাকে সান্ত্বনা দিতে যাবে, হঠাৎ সাবরিনা বেরেটা হাতে দরজার দিকে ছুটে যায়।

তার পথ আগলে দাঁড়ায় গ্রাহাম। 'ওকে খুন করলে আসল উত্তরটা পাওয়া যাবে না সাবরিনা। সে কথা তুমিও জানো। যাই হোক, নিজের ইচ্ছেয় এ খুন সে করে নি, করেছে তার প্রভু দ্র্যাগোর ইচ্ছেয়। মনে আছে তোমার, দ্র্যাগোর খতম করার পদ্ধতির ব্যাপারে সিওভান কি বলেছিল? বুকে একটা বুলেট বিদ্ধ করলেই যথেষ্ট!' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তুমি বরং একটু জল নিয়ে এসো। জলের ছিটে দিয়ে লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তার পেট থেকে আসল খবর টেনে বার করব, সিওভানকে কে খুন করেছে জেনে নেবো।'

জলের ঝাপটায় ক্যানোটির জ্ঞান ফিরে আসতেই বেরেটার ট্রিগারে আঙুল রেখে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম, 'কার হয়ে তুমি কাজ করছ?'

কিছুই বলল না ক্যানোটি।

'বুঝতে পারছি তুমি মুখ খুলবে না। কিন্তু যার স্বার্থে তুমি মুখ বন্ধ করে রেখেছ, আমার মনে হয় না, তোমার চিন্তা সে কখনো করবে। আসলে সে তোমাকে বলির পাঁঠা করতে চেয়েছে।'

'না, মিঃ দ্র্যাগো আমাকে সাহায্য করবেন।'

'তার মানে স্বীকার করছ, দ্র্যাগোর হয়ে তুমি কাজ করছ?' এবার সাবরিনা জিজ্ঞেস করল।

ঘৃণায় ক্যানোটির মুখ কুঁচকে গেলো।

'প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে একটা একটা করে তোমার সব আঙুল ভেঙে দেবো,' ধমকে উঠল গ্রাহাম।

'হ্যাঁ, আমি দ্র্যাগোর হয়েই কাজ করি,' শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল ক্যানোটি।

'সেই খামটার কথা বলো আমাদের।' খিঁচিয়ে উঠল গ্রাহাম।

'খাম? সেটা মিঃ দ্র্যাগোর কাছে। খামের ভেতরে কি ছিলো আমি জানি না।'

'মিস সেন্ট জ্যাকুইস যে এখানে ছিলো, কি করে জানলে তুমি?'

'মিঃ দ্র্যাগোর ড্রাইভার ল্যারিওস আড়ি পেতে ফোনে বলা সব কথা শুনেছিল। আর এখানকার রিসেপসনরুমের যুবকটি ল্যারিওসের পরিচিত। মিঃ দ্র্যাগো তখন তাকে খুন করার হুমকি দেয়। তখন প্রাণের ভয়ে খামটা তাঁর হাতে তুলে দেয় সে।'

'তারপর কি হলো?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'তারপর তাকে গুলি করা হয়।'

'কে তাকে গুলি করেছিল?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'মিঃ ড্র্যাগো। তার মৃতদেহ বাথটবে রেখে আসার জন্য আমাকে আর সানটিনকে বলেছিলেন তিনি।'

উঠে দাঁড়াল গ্রাহাম। 'এই লোকটার মূল্য এখন আমাদের কাছে এক কাণাকড়িও নয়। এখন আমাদের দরকার ড্র্যাগোকে। একে পুলিশে দিলে তাকে খতম করতে বেশি সময় লাগবে না ড্র্যাগোর। তাই আমার মতে '

তার কথা শেষ করার আগেই এক ধাক্কায় সাবরিনাকে ফেলে দিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে UZI-টা হাতে তুলে নিতে যায়, কিন্তু তার আগেই গ্রাহামের হাতের বেরেটা গর্জে উঠল, অব্যর্থ লক্ষ্য, বুলেটটা গিয়ে বিদ্ধ হলো ক্যানোটির গলায়। গ্রাহাম তার নাড়ী পরীক্ষা করে বলল, 'ওর তরফ থেকে আর কোনো ভয় নেই, সব শেষ। চলো, এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।'

রিসেপসন-কক্ষে এসে সেই যুবকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল গ্রাহাম, 'আট নম্বর ঘরের মহিলার কাছ থেকে তোমার জন্য একটা উপহার আমি সংগ্রহ করে এনেছি।'

যুবকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তখনো চুইংগাম চিবিয়ে যাচ্ছিল সে। গ্রাহাম তার হোলস্টার থেকে বেরেটা বার করে চকিতে যুবকটির নাকের ওপর নলটা চেপে ধরে তেমনি ত্বরিৎ গতিতে ট্রিগার টিপে বসল. মাত্র একবার অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠেছিল যুবকটি, তারপরেই তার নিশ্চল দেহটা আছড়ে পড়ল পাশের দেওয়ালে। বেরেটা হোলস্টারে রেখে সাবরিনাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল গ্রাহাম।

'খামের মধ্যে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিলো যা ড্র্যাগোর কাছে খুবই লোভনীয় বলে মনে হয়েছে?'

'যাই কিছু থাকুক না কেন, ড্র্যাগোর মতো CIA'র কাছেও সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আর KGB'র কাছেও,' বলল গ্রাহাম।

'নিশ্চিত ভাবে আমরা সেটা এখনো জানি না।'

'কিন্তু লিওনড এখানে এলো কেন? স্রেফ কার্নিভাল উৎসবে যোগদানের জন্য বলে তো মনে হয় না আমার।'

একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে হোটেলে ফিরে চলল তারা।

❑ এগারো ❑

'কোপাকাবানা কুইন'এর ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কোলসিনস্কি তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল, এগারোটা সাত। অথচ এখনো 'পালমিরার' কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। রেলিং'র ওপর ঝুঁকে পড়ে হাইটেলক রাজ্যের চিন্তায় হারিয়ে গিয়েছিল তখন। কোনো একটা সমস্যায় তার মনটা বিক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের সমস্যা নিয়ে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করার কথা মনেই করে না কোলসিনস্কি।

'আজ আপনি এত চুপচাপ কেন বলুন তো?' হুইটলকই প্রথম মুখ খুলল।

'সে কথা তো সমান প্রযোজ্য তোমার ক্ষেত্রেও,' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি।

'জানেন সেরগেই আমি ভাবছিলাম,' সমুদ্রের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে হুইটলক বলল, 'ভ্যাসিলিসা মেয়েটি আপনার কাজে কতই না সহায়ক ছিলো?'

রেলিং'র ওপর ভর দিয়ে কোলসিনস্কি নতুন করে যেন একটা প্রশ্ন রাখল তার সামনে। 'পাশ্চাত্যকে ঘৃণার চোখে দেখে সে। ঘরকুনো মেয়ে। তাহলেই অনুমান করতে পারো, পাশ্চাত্যে ষোলটা বছর নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে তার জন্যে। একটা সামরিক পরিবার থেকে এসেছিল সে। তার বিশ্বাস ছিলো স্ত্রীর কর্তব্য হলো তার স্বামীর পাশে দাঁড়ানো। এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই অন্য কথায় চলে যেত সে, কিংবা বলত, KGB তাকে পাশ্চাত্যে তাদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করায় গর্বিত সে। তার কেবল একটা মনোভাবই আমি জানতে পারি, মা না হতে চাওয়া। আমরা সব সময়েই পরিবার পরিকল্পনার কথা ভাবতাম। কিন্তু আমাদের প্রত্যাবর্তনেব মাস খানেকের মধ্যেই ডাক্তার জানিয়ে দিলো, তার পেটে ক্যান্সার হয়েছে। বছর খানেক পবে মারা যায় সে।'

'এক এক সময় জীবন সত্যিই বেজন্মা বলে মনে হয়।'

'এক একজনেব কাছে জীবন এক এক বকম। জীবনকে তোমাব উপলব্ধির ওপর সব কিছু নির্ভর কবে' ভ্যাসিলিসা ছিলো আমাব যোগ্য আব সুন্দরী স্ত্রী। এক বাক্যে স্বীকাব করব, তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'আমার স্ত্রী কারমেনের সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তার বড গুণের মতো বড় দোষ হলো, সে চায়, আমি UNACO ছেড়ে অন্য কোথাও সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ কবি। কিন্তু আমি তা চাই না, বুঝলেন? আর আমার ধারণা একমাত্র আপনিই আমার সমস্যাব কথা উপলব্ধি করতে পারেন। এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সেরগেই।'

ডেকে ফিরে এসে নাইট-ভিশন বাইনাকুলারটা হাতে তুলে নিলো কোলসিনস্কি। 'গোলকোন্ডার' দিকে বাইনাকুলারটা ঘোরাতেই সেখানে দু'জন নাবিককে রেলিং'র ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল। রেলিং ঘেঁষে দড়ির একটা মই জলে ফেলার চেষ্টা করছে তারা। 'গোলকোন্ডা' ছাড়িয়ে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে 'পালমিরাকে' নোঙর করে থাকতে দেখল সে। আর একটা লাইফবোটও জলে নামানো হচ্ছিল। হুইটলককে ডেকে তার হাতে বাইনাকুলারটা তুলে দিয়ে পোর্টবেল ক্রেনের ইঞ্জিন চালু করে দিলো নিঃশব্দে। হুইটলকও যোগ দিলো তার সঙ্গে, তারা দু'জনে মিলে ইয়টের পাশে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকল জলে ভাসিয়ে দিলো। ডেলিভারি ভেহিকিলে অক্সিজেন, ক্লোজড-সারকিট ক্যামেরা এবং জলের নিচে ব্যবহৃত সব সরঞ্জামের ব্যবস্থা ছিলো। ধীরে ধীরে ইয়টের গা বেয়ে নিচে জলে নামল তারা। তাদের মুখে মুখোস, পিঠে দু'লিটারের হাই-প্রেসার অক্সিজেনের বোতল বাঁধা। সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে পৌঁছনর জন্য কয়েক গজ সাঁতরে যেতে হলো তাদের। সামনের কমপার্টমেন্টে প্রথম আরোহী হলো কোলসিনস্কি, আর তার পিছনে অনুসরণ করল হুইটলক। কোলসিনস্কির পায়ের নিচে ৩১৫পাউন্ডের লিমপেট মাইন রাখা ছিল, সাবধানে পা রাখল সে এবং তারপরেই তার সামনে প্যানেলের একটা বোতাম টিপতেই ক্রেন থেকে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলটা মুক্ত হয়ে গেলো। ইঞ্জিন চালু করতেই সেটা বিরাট বিরাট ঢেউ'র নিচে চলে গেলে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলো কোলসিনস্কি।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে ডেকে নেমে এলো ল্যাভেল। 'পালমিরা' থেকে লাইফবোট পাঠানো হবে 'গোলকোন্ডার' কাছে যাওয়ার জন্য, অপেক্ষা করছে তারা। লাইফবোটের তিনজন আরোহী দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ডেকের ওপরে উঠে এলো। যে লোকটার হাতে একটা ধূসর রঙের হোল্ডল ছিলো, চেহারাটা তার হোট-খাটো লোকটার কথায় অস্ট্রেলিয় ভাষার সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেলো। 'প্যালমিরার' ক্যাপ্টেন লী ও' ব্রিয়েন। তুমিই কি ড্র্যাগো?'

তার কথার ধরণ দেখে ল্যাভেল বুঝল, ড্র্যাগোকে এর আগে দেখেনি কখনো, সেই সুযোগটা নিয়ে তার প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। করমর্দনের জন্য ও'ব্রিয়েনের প্রসারিত হাতটা ফিরিয়ে দিয়ে উল্টে একটা হোল্ডলের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'জিনিষগুলো কি ওটার মধ্যে আছে?'

'হ্যাঁ, দেখে নাও। আঠারো কিলো—' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ক্যাপ্টেন তার একজন নাবিককে পরীক্ষা করে দেখতে বলল। তারপর ল্যাভেলের দিকে ফিরে তার কথার জের টেনে আবার বলল, 'ইদানিং আমি কখনো ড্রাগ বয়ে আনিনি। তবে অনেক বছর আগে হাভানা-মিয়ামি যাতায়াতের পথে বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ কিছু জিনিষ স্মাগল করতাম।'

তারপর হঠাৎ ল্যাভেল তার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বার করে ও' ব্রিয়েনের দিকে তাক করে ফুঁসে উঠল, ' তুমি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ?'

'জানি না তুমি কি বলতে চাইছ?' ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ও' ব্রিয়েন বলে উঠল, 'আমি তোমাকে বলছি, ওই ড্রাগের মধ্যে কোনোরকম ভেজাল দিইনি।'

'ও ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না। আমি জানতে চাইছি 'গোলকোন্ডার' কাছে ও কিসের আলো দেখা যাচ্ছে? এ কিসের খেলা শুনি?'

'বিশ্বাস করো, ওই আলোর ব্যাপারে আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না মিঃ ড্র্যাগো।'

'ঠিক আছে, পরে এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করব।' তারপর 'পালমিরা' থেকে আগত ও' ব্রিয়েনের সাথী দু'জন নাবিকের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওগুলো সেলুনের ভেতরে রেখে দাও। আর নজর রাখবে।'

হ্যালোলাইটে 'গোলকুন্ডার' কাঠামোর শেষ তিনটে মাইন রাখার কাজে ব্যস্ত ছিলো হুইটলক। সেই সময় হঠাৎ জলের নিচে দুটো শক্তিশালী স্পাইলাইট চোখে পড়ল তার। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার আগেই দু'জন ডুবুরিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তার মানে আগুয়ান ডুবুরিদের লক্ষ্য সে। কিন্তু কোলসিনস্কি কোথায়? প্রপেলার শ্যাফ্টের ভেতরে একটা মাইন পড়ে থাকতে দেখে সেটার কাছে এগিয়ে গেলো একজন ডুবুরি। আর দ্বিতীয় ডুবুরি এগিয়ে যেতে থাকল হুইটলকের দিকে, তার হাতের মুঠোয় স্পিয়ারগান।

ওদিকে স্পিয়ারগান হাতে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে উভয় সঙ্কটে পড়ল কোলসিনস্কি, দু'জনের মধ্যে কোন্ ডুবুরিকে গুলি করবে সে? অচিরেই সে তার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলো। যে ডুবুরি বিস্ফোরক মাইনের সাকশন প্যাডটা ছুরি দিয়ে কাটতে যাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কোলসিনস্কি, কিন্তু অনেক দূর দিয়ে বুলেটটা ছুটে বেরিয়ে গেলো। দ্বিতীয়

ডুবুরি কোলসিনস্কির মুখোমুখি হয়ে তার স্পিয়ারগানে বুলেট ভর্তি করতে থাকে, কোলসিনস্কি জানে, সময় মতো সে তার কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে না।

হঠাৎ ইয়টের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। প্রপেলার ব্লেডের আঘাতে প্রথম ডুবুরির দেহটা ক্ষতবিক্ষত হতেই চকিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। সমুদ্রের নীল জল মুহূর্তে রক্ত-লাল হয়ে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল দ্বিতীয় ডুবুরি। সেই আতঙ্ক সে কাটিয়ে ওঠার আগেই কোলসিনস্কি তার স্পিয়ারগানে বুলেট ভর্তি করে নেওয়ার যথেষ্ট সময় পেয়েগেলো। তারপর মুহূর্ত দেরী না করে ট্রিগার টিপল। এবার লক্ষ্য তার অব্যর্থ, বুকে গিয়ে বিঁধল বুলেটটা, তার হাতের স্পিয়ারগানটা ছিটকে পড়ল জলে, তার প্রাণহীন দেহটা ধীরে ধীরে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

মাইনগুলোয় সময় নির্দিষ্ট করে দেয় হুইটলক, বিস্ফোরণ হতে সাত মিনিট বাকী। তিনটি মাইনই এক সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে, এমন ভাবেই সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আচমকা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতেই জলে ডুব দিলো ল্যাভেল, তার ডান হাতে রবারের হাতল লাগানো ছুরি। কোলসিনস্কি তার শেষ বুলেটটা ব্যবহার করল, কিন্তু ঠিক সময়ে ল্যাভেল গা ঢাকা দিয়ে হুইটলকের আরো কাছে সরে যায়। ল্যাভেল তখন মরীয়া, হুইটলককে লক্ষ্য করে সে তার হাতের ছুরিটা নিক্ষেপ করল। হুইটলক তার সেই লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিলেও ভয়ে উত্তেজনায় সে তার ছুরিটা হাতছাড়া করে ফেলল। সে তখন নিরস্ত্র। হুইটলকের সাহায্যের জন্য কোলসিনস্কি এগিয়ে যেতে যাবে, ঠিক তখনি সে দেখল, বার ফুট লম্বা একটা বিরাট সাদা হাঙ্গর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। তার দেহের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল তখন। আর সেটা তখন তার দিকেই ছুটে আসছিল। কোলসিনস্কি নিজেকে আড়াল করে ফেলল ইয়টের পিছনে সরে গিয়ে তখন। নিরুপায় হয়ে হাঙ্গরটা তখন অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। কিন্তু সে জানে, সেটা আবার ঠিক ফিরে আসবে। আচ্ছা, হুইটলক কি সেই দৃশ্যটা দেখেছে? ভাবল কোলসিনস্কি।

কোলসিনস্কির অনুমান মতো সত্যিই হাঙ্গরটা ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ল্যাভেলের ওপর, আর তখনি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা চোখে পড়ল হুইটলকের। হাঙ্গরের বিরাট হাঁ দেখে তার মনে হলো ল্যাভেলের অর্ধেক শরীর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে সেখানে। হাঙ্গরের উপস্থিতি আগে থেকে জানতে না পারলেও তবু ল্যাভেল তার সর্বশক্তি দিয়ে লড়তে থাকে। এদিকে কালবিলম্ব না করে সুইমার ডেলিভারি ভেহিকিলে ফিরে গেলো হুইটলক। সেখান থেকেই সে দেখল : দ্বিতীয় বিরাট একটা হাঙ্গর ল্যাভেলের অবশিষ্ট দলাপাকানো দেহটা তার বিরাট হাঁ'র মধ্যে পুরে নিলো অবলীলাক্রমে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কোলসিনস্কি হুইটলককে ফিরে আসতে দেখে। তাদের অগ্রগতি বেদনাদায়কভাবে মন্থর গতিতে হলেও সাত মিনিট পরে মাইনগুলো যথা সময়ে বিস্ফোরণ ঘটালে 'গোলকোন্ডার' দিক থেকে বিপদমুক্ত হয়ে গেলো ওরা। বিস্ফোরণের ফলে 'গোলকোন্ডা' তখন পুরোপুরি আগুনের কবলে। 'পালমিরার' নাবিকরা সেই আগুন নেভানর কোনো চেষ্টাই করল না। সাহায্য করা নিরর্থক, কারণ 'গোলকোন্ডা' তখন সাহায্যের বাইরে।

'জানি না ড্র্যাগো আর তার বস স্ক্যাডার যখন শুনবে, তাদের মহামূল্যবান ইয়টের পরিণতির কথা, তখন তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে!' হুইটলকের মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, তাদের এমন ভরাডুবির স্মৃতি কোনোদিনও ভুলতে পারবে না,' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি।

'আপনি ঠিক আছেন তো সেরগেই?' এই প্রথম খোঁজ নিলো হুইটলক।

'চমৎকার আছি।' দ্রুত উত্তর দিয়ে কোলসিনস্কি বলে উঠল, 'চলো, আমাদের ইয়টে ফিরে যাওয়া যাক। যে কাজে আমরা এখানে এসেছিলাম, সুষ্ঠুভাবেই আমরা সেটা সম্পন্ন করতে পেরেছি।'

'কি হয়েছে?' ড্র্যাগোর অফিসে ঢুকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল স্ক্র্যাডার। 'ফোনে তোমাকে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুনলাম।'

'এইমাত্র, কোস্টগার্ডের কাছ থেকে খবর পেলাম, আজ সন্ধ্যায় 'গোলকোন্ডাকে' সমুদ্রে ভাসানো হয়েছিল।'

'কার হুকুমে? আমার নির্দেশ ছিলো, যতক্ষণ না আমরা ফ্লোরিডায় পাড়ি দিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা বোটাফোগো উপকূলে নোঙর করা থাকবে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি স্যার। কিন্তু সেখানে বিস্ফোরণের ফলে একটা বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড ঘটে গেছে। সেটা ডুবে গেছে।' নরম গলায় উত্তর দিলো ড্র্যাগো। 'তবে বিস্তারিত খবর এখনো পাইনি—'

ড্র্যাগোর কাঁধ চেপে ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুঁসে উঠল স্ক্র্যাডার, 'তাহলে এখনি পুরো খবর নাও। জলদি!' তারপর সে অভিযোগ করল, 'এখানে তুমি কি ধরণের সিকিউরিটি অপারেশনের ব্যবস্থা করেছ অ্যাড্রে? শয়তানগুলো যখন আমার ইয়টটাকে জলে ভাসাল, তারা তখন কোথায় ছিলো? কাজে তাদের গাফিলতি না থাকলে আমার ইয়ট এতক্ষণে বোটাফোগো উপকূলে ঠিক নোঙর করা থাকত। তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'হ্যাঁ স্যার, বলে দায়িত্ব এড়ালে চলবে না,' ডেস্ক চাপড়ে চিৎকার করে উঠল স্ক্র্যাডার। 'সঠিক উত্তর আমি চাই, আর খুব তাড়াতাড়ি।' তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলো স্ক্র্যাডার, 'যদি তুমি এই গাফিলতির শিকড় উপড়ে ফেলতে না পারো, তোমাকে বার করে দেওয়া হবে, বুঝলে?'

স্ক্র্যাডার চলে যাওয়ার পর ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ড্র্যাগো হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধরাল। নতুন করে ঘটনার কথা ভাবতে বসল। এর জন্যে গ্রাহাম কিংবা তার সেই মহিলাটি দায়ী হতে পারে। এর জন্যে তাকে হারাতে হলো ড্র্যাগোর শিপমেন্টটা, এর জন্যে অর্থের যোগান দিয়েছিল স্ক্র্যাডার। তবু এর পরেও সেই খামটা এখনো তার কাছেই রয়েছে, সেটা তার মুক্তির পাসপোর্ট। আগামীকাল রাতে লিওনডের সঙ্গে তার লেনদেনের চুক্তি সম্পন্ন হলেই রিও ডি জেনেরিও থেকে সরে পড়বে। তখন সে আর ভয় করবে না স্ক্র্যাডারকে, কিংবা ক্যাবেলা ভিজিলেন্টদেরও। না, সে আর কাউকে ভয় করবে না তখন।

'এ অসম্ভব!' স্ক্র্যাডারের পার্টির ঘটনার কথা গ্রাহাম ও সাবরিনা সবিস্তারে বর্ণনা দিতেই বলে উঠল কোলসিনস্কি। 'মাইকেল, নিশ্চয়ই তুমি ভুল করছ। যুরি লিওনভ তার জীবনে

কখনো রাশিয়ার বাইরে কোথাও যায়নি। আর যদি বা সে বেরিয়েই থাকে, রিও হবে তার শেষ যাত্রা।'

'ঠিক আছে, আপনাকে খুশি করানর জন্য আমি কয়েকটা ফোন-কল করতে চাই। আমি যে ঠিক, অন্তত সেটা তো প্রমাণ করতে পারব।'

রিসিভারটা তুলে এগিয়ে দিলো কোলসিনস্কি। ডায়াল করল গ্রাহাম। রিসিভারটা কানে রেখে কোলসিনস্কির উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে, ' থমাসের কি খবর?' অন্য প্রান্তে সাড়া পাওয়া গেলো দূরভাবে। গ্রাহামের ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দেওয়ার সুযোগই পেলো না কোলসিনস্কি।

বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে সাবরিনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল হুইটলক। 'এখান থেকে একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাও তোমরা তাই না?'

'মনে রেখ, এটা একটা হনিমুন সুইট।' উত্তর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল সাবরিনা। ইপানেমা বীচের আকাশে বাজির রঙিন আগুনের রঙ ছড়িয়ে পড়েছিল তখন।

'তা তোমার হনিমুনের পার্টনার এমন দৃশ্য দেখে কি বলে?'

'সে তার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই বলেছে,' বলে হাসল সাবরিনা।

প্রসঙ্গ পাল্টাল হুইটলক। 'ফোনে মাইকের কথা বলার পর মনে হয়, সেরগেই-এর বিশ্বাস একেবারে শেষ পর্যন্ত তদন্ত চালিয়ে যাবেন কর্ণেল। ল্যাংলের ছেলেদের কাছ থেকে যদি কেউ সত্য উদঘাটন করতে পারেন, তিনি হলেন কর্ণেল, আর তার মুখোমুখি হওয়া যাক কি বলো? তবে ড্র্যাগোর খামটা সত্যিই খুবই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।'

'তা ঠিক।'

তাদের পিছনে এসে ডিয়েট পেপসির গ্লাস সাবরিনার হাতে দিয়ে গ্রাহাম বলে উঠল, 'আমি এখানে থাকার দরুন তোমরা যেন তোমাদের কথা আর শেষ করতে পারো না?'

কাঁধ ঝাঁকাল সাবরিনা। 'ড্র্যাগোর সেই খামটার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, ব্যস এই পর্যন্ত।'

গ্রাহাম তার স্যান্ডুইচে কামড় দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রেলিং'র ওপর। 'ড্র্যাগো? কে সে? সিওভান ঠিকই বলেছিল, একজন মামুলি ক্লার্ক ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই খামটা CIA কিংবা KGB'র হাতে গেলে তাতে কিই বা এসে যায়?'

'অবশ্য KGB সেটার পিছনে পড়ে থাকে,' সংশোধন করে দিলো হুইটলক।

'তাহলে লিওনভ কি করছে রিওয়?' মুখের মতো জবাব দিলো গ্রাহাম।

'তবে যদি সে লিওনভ হয়?' সাবধানে উত্তর দিলো হুইটলক।

'হ্যাঁ, সে লিওনভই,' দরজাপথে দাঁড়িয়ে বলে উঠল কোলসিনস্কি। 'আমি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মাইকেল।'

'ওসব কথা ভুলে যান। তা আপনি কি দেখবেন?'

'দেখলাম, সরকারী কাজে এখানে এসেছে লিওনভ। আজ রাতে আরো কয়েক জায়গায় ফোন করে ভালো-ভাবে খবরটা যাচাই করে নেবো। তবে এখনি আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে, সত্যি সত্যি যুরি এখানে রিওতে এসেছে।'

ঘরের ভেতরে এসে বিড় বিড় করে বলল হুইটলক, 'তার মানে পেইন্টিংটা ফিরে পাওয়ার আশা আর নেই।'

'আমরা আমাদের সাধ্য-মতো চেষ্টা করেছি।' কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল গ্রাহাম। 'কি করে বুঝব, আলমারি বদল হয়ে গেছে?'

'কিন্তু মাইক, তোমার পরবর্তী পরিকল্পনার কথা কিন্তু তুমি এখনো বলনি,' গ্রাহামের টেনশন কাটানর জন্য বলল সাবরিনা।

'মেটোভেটো প্ল্যানের' কথা শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই, সেটা একটা মোটর চালিত হ্যাং-গ্লাইডার, বেশ কয়েক বছর আগে এই ডিভাইস আবিষ্কৃত হয়।'

কোলসিনস্কি যেন অস্বস্তিবোধ করছিল তার আসনে বসে। 'দিন পনেরো আগে এই ডিভাইসের ডেলিভারি পাই। কিন্তু এখনো সেটা বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু আজ বিকেলে মাইকেল যখন তার পরিকল্পনার কথা আমাকে বলল, আমার পরামর্শ হলো সে যেন সেই ডিভাইসটা ব্যবহার করে।'

'তার মানে এই পরিকল্পনা হলো, হ্যাং-গ্লাইডার ব্যবহার করে কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থাকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো যাবে, তারপর ট্রান্সমিটারের সাহায্যে পেইন্টিংটা উদ্ধার করা, এই তো?' ভুরু কুঁচকাল সাবরিনা। 'কিন্তু সেই বাড়িতে আমরা যাব কি করে? আমাদের দরকার '

তাকে থামিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা পাস বার করে টেবিলের ওপর রাখল। 'সেখানকার একটা প্রহরীর নাম আমি সংগ্রহ করে এনেছি।'

পাসটা উল্টেপাল্টে দেখল হুইটলক। একটা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কার্ড। কার্ডের সামনের দিকে প্রহরীর নাম আর তার একটা ফটোগ্রাফ আটকান ছিলো। 'এটা বিশেষ কিছু নয়। আরো বেশি বিস্তারিত সিকিউরিটি ব্যবস্থা আমি আশা করেছিলাম।'

'বেশ তো, নতুন কোনো প্ল্যানের প্রস্তাব আর কেউ দিতে পারে?'

হুইটলক কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে। তাকে থামিয়ে দিয়ে কোলসিনস্কি বলে উঠল, 'তুমি যখন প্রথম তোমার প্ল্যানের ব্যাখ্যা করেছিলে, সেটাই কার্যকর করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে ঝুঁকি আছে, তাই আমি তখন নিজে একটা মতলব আটলাম। খুবই সহজ মতলবটা। টয়সগেনের পরিচয় না জানিয়েই স্ক্যাডারের বাড়িতে যাচ্ছি। টয়সগেন যে মৃত, জানে না সে। আমি যে টয়সগেন, সেটা তাকে একবার বোঝাতে পারলে, আমি তখন তাকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করব। কি ভাবে ভ্যান ডেন আর কেপলার আমাকে ডাবল-ক্রস করেছে। আর এও বলব, তাকে নকল পেইন্টিংটা দিয়ে আসলটা তারা পরে বিক্রী করার জন্য নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে। তারপর আমি নকল কেমিক্যাল টেস্ট চালাব তার সেই আসল পেইন্টিং'র ওপর। এবং প্রমাণ করব, সেটা নকলই। আমি তখন তাকে পরামর্শ দেবো, আমি তার পেইন্টিংটা সঙ্গে নিয়ে আমস্টারডামে ফিরে যাবো। আসল পেইন্টিংটার সঙ্গে বদল করার জন্য। পরে আমি তাকে আসল পেইন্টিংটা ফিরিয়ে দিয়ে নকলটা বিক্রী করে দেবো ভ্যান ডেন আর কেপলারকে, আমার পাওনা টাকা এ ভাবে উদ্ধার করব তাদের কাছ থেকে। যদি সে আসল পেইন্টিংটা নিয়ে যেতে দেয়, তাহলে কোনো ঝামেলাই থাকবে না। পরন্ত সেটা আমেরিকার মেট্রোপলিটানের গ্যালারিতে শোভাবর্ধন করবে।'

'কিন্তু ড্র্যাগো জানে, টয়সগেন মৃত। তার মুখ আপনি বন্ধ করবেন কি করে?'

'ড্র্যাগো সেখানে থাকবে না, এ তুমি জেনে রাখ মাইকেল। একটা অজুহাত দেখিয়ে আমি তাকে স্ক্যাডারের বাড়ি থেকে বার করে আনব। তাছাড়া এখানে ষুরি লিওনভ এসে পড়ায় কাজটা আমার আরো বেশি সুবিধের হয়ে গেছে। ষুরির পরিচয়ে ড্র্যাগোকে ফোন করে বলব, ঘন্টাখানেকের মধ্যে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। তারপর ড্র্যাগোর অনুপস্থিতিতে আমি আর হুইটলক স্ক্যাডারের বাড়িতে যাব তার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'স্ক্যাডার যদি নিউইয়র্কে মেট মিউজিয়ামে ফোন করে ভ্যান ডেনের কাছ থেকে আসল খবর জেনে নেয়?' সাবরিনা বলল।

'পিটার ডি জংকে আমস্টারডাম থেকে বিমানে রওনা করে দিয়েছি। আগামীকাল তাকে মেট মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে। যদি সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে, মোকাবিলা করে নিতে পারবে সে।'

কোলসিনস্কি আর হুইটলক চলে যাওয়ার পর একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল গ্রাহাম, 'আজ দিনটা বেশ শান্ত ভাবেই কাটল, এখন আমি বিছানায় যেতে প্রস্তুত।'

হাই তুলল সাবরিনাও। 'আমারও ঘুম পাচ্ছে। চিন্তা করে দেখ, আগামীকাল এই সময় আমরা বাড়িতে। আমাদের এক দিনের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।'

'মন খারাপ লাগছে?' সাবরিনার চোখে চোখ রেখে রহস্যময় হাসি হাসল গ্রাহাম।

'কি যে বলো?' লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল সাবরিনা। 'আমাদের জীবনটা তো শুধু অভিনয়ের জন্য—'

'হ্যাঁ, সংসারটা তো একটা রঙ্গমঞ্চ, যতদিন বাঁচি, ততদিন অভিনয় করে যেতে চাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রাহাম। তারপর প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, কি যেন তুমি বললে একটু আগে, আগামীকাল এই সময় আমাদের ঘরে ফেরার কথা। হ্যাঁ, তা বটে, তবে সব কিছুই নির্ভর করছে সেবগেই-এর ওপর, তাই না?'

'আমিও তাই মনে করি।'

'কাল সকালে দেখা করব।' কাছাকাছি কৌচের দিকে এগিয়ে গেলো গ্রাহাম বিছানা পাতার জন্য।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই', বিড়বিড় করে বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সাবরিনা।

❑ বারো ❑

হুইটলকের চোস্ত পোশাকের দিকে এক নজরে দেখে নিয়ে বলে উঠল কোলসিনস্কি, 'এ পোশাকে মানাবে না। কারণ তুমি এখানকার একজন গরীব ফ্যাভেল্যাডো, যাকে আমি ভাড়া করেছি হার্জ ভ্যান চালিয়ে আমাকে স্ক্যাডারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গতকাল রাতে একশো ডলার দিয়ে তোমার জন্য অতি সাধারণ পোশাক কিনে এনেছি। আর এটাই আমরা চাই। আর এই ভাবেই স্ক্যাডারের কাছে আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারি, আর তাকে বোকা বানাতে পারি।'

'ঠিক আছে, আমি এই সব সেকেন্ড-হ্যান্ড পোশাক পরেই যাবো।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও হার্জ ভ্যানের যাত্রী আসনে গিয়ে পুরনো পোশাক পরতে শুরু করল হুইটলক, ঘামের গন্ধে তার বমি উঠে আসার উপক্রম হলো। কিন্তু কোলসিনস্কির নির্দেশে এ সব মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হলো তাকে। তারপর হার্জ ভ্যানের চালকের আসনে বসলে স্টার্ট দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল হুইটলক, 'আশাকরি আপনি পথ চেনেন।'

'আগের দিন সকালে আমি সেখানে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলাম।' ড্যাশবোর্ড থেকে একটা ম্যাপ বার করে সেটা হাঁটুর ওপর মেলে ধরে চেপে রাখল। 'নিয়েমেয়ার এ্যাভিনিউ যে একটা মোড় আছে। তুমি গাড়ি চালাও, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।'

মিনিট কুড়ি পরে তারা সেই মোড়ে এসে পৌঁছতেই কোলসিনস্কি বলল, 'এখান থেকে মাইলখানেক দূরে একটা নির্জন ক্যাফেটেরিয়া আছে, সেখানকার পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ড্রাগোকে ফোন করা।' ক্যাফেটেরিয়ায় পৌঁছে ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়াল কোলসিনস্কি। তারপর টেলিফোন বুথে ঢুকে ডায়াল করল।

'সুপ্রভাত, ড্যানে থেকে বলছি', একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে।

'অ্যান্দ্রে ড্রাগোর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

এক মিনিটের নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেলা : 'ড্রাগো কথা বলছি।'

'লিওনভ কথা বলছি। এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি ব্যাপার? আপনি তো বলেছিলেন, আজ রাতে বীচ হাউসে দেখা করার জন্য?'

'সারা বিশ্বকে জায়গাটার নাম জানিয়ে দিচ্ছেন কেন?' লিওনভের ঢঙেই কথা বলল কোলসিনস্কি।

হোঁচট খেলো ড্রাগো, 'আমি দুঃখিত। আমার মাথায় এখন অনেক চিন্তা গিজগিজ করছে।'

'ঠিক আছে। আধঘন্টার মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করছি কারমেন মিরান্দা মিউজিয়ামে।'

'আপনি কি চান, খামটা সঙ্গে নিয়ে যাবো?' ইতস্তত করে বলল ড্রাগো।

'অবশ্যই।' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভ্যানে ফিরে গেলো কোলসিনস্কি।

সব শুনে হুইটলক জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এস্টেট ছেড়ে ড্রাগো তখন বেরবে বুঝব কি করে?'

গ্লোভ কমপার্টমেন্ট থেকে এক জোড়া বায়নাকুলার বার করে উত্তরে বলল কোলসিনস্কি, 'এগুলো নিয়ে এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো।'

পার্কিং। এলাকার রেলিং'র ধারে কোলসিনস্কিকে অনুসরণ করল সে। অপূর্ব দৃশ্য, তাদের নিচে ইপানেমা এবং লেবলনের প্রকৃতির শোভা ছড়িয়ে আছে, ট্রাভেল ম্যাগাজিনে ছাপা সুদৃশ্য ছবির মতো দেখতে।

হুইটলকের হাতে বায়নাকুলার তুলে দিয়ে সাও কনরাডো বীচ ছাড়িয়ে পাহাড়টার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল কোলসিনস্কি, 'তৃতীয় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

'দু'পাশে গাছ, শুধু গাছের সারি—আর একটা গেট দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তারই মাঝে একটা সরু উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ। ভ্যানে যাতায়াত করার ওই একটাই পথ। ওই পথটাকেই ব্যবহার করতে হবে ড্রাগোকে।'

হুইটলকের হাত থেকে বায়নাকুলারটা নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল, আর ঠিক তখনি পাহাড়ের ওপর থেকে আকাশে একটা সাদা গ্যাজেল হেলিকপ্টার উড়তে দেখল কোলসিনস্কি। সেটার গতিপথ সাও কনরাডো বীচের দিকে। ককপিটের দিকে ফোকাস করতে দেখল সে, হেলমেট পরিহিত পাইলটের পাশে সাদা চুলের ড্র্যাগো।

'আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ড্র্যাগোর পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের অপেক্ষা', হুইটলক জিজ্ঞেস করল। 'এর পরেও কি আপনি স্ক্যাডারের কাছে যেতে চান?'

'অবশ্যই। হাতে আমাদের তিরিশ মিনিট সময় আছে। যথেষ্ট সময়। তাড়াতাড়ি ভ্যানে স্টার্ট দাও।'

ভ্যানে এস্টেটের প্রবেশ পথের সামনে এসে ভ্যানটা থামাল হুইটলক। ভ্যান থেকে নেমে গেটের সামনে যেতেই ক্লোজড-সারকিট ক্যামেরা চোখে পড়ল কোলসিনস্কির। তারপর গেটের পাশে ইন্টারকম বক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপে বলল, 'মিঃ মার্টিন স্ক্যাডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আগে থেকে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে কারোর সঙ্গে দেখা করেন না মিঃ স্ক্যাডার।'

'না, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। কারণ আজ সকালেই আমস্টারডাম থেকে উড়ে আসছি। আর আজই বেলা একটার সময় আমাকে ফিরে যেতে হবে। যদি তার সঙ্গে দেখা করতে না পারি সেক্ষেত্রে মিঃ স্ক্যাডারকে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হারাতে হবে, তার জন্যে আপনিই দায়ী হবেন, বুঝলেন?'

'ঠিক আছে। মিঃ স্ক্যাডারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, দেখি তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কিনা আপনার নামটা—?'

'টয়েসগেন।' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি। 'আর ওঁকে বলবেন, পেইন্টিং'র ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই। তাহলেই উনি বুঝতে পারবেন, আমি কি বোঝাতে চাইছি।'

মিনিট খানেক পরেই একটা ধাতব শব্দ হতেই গেটটা খুলে গেলো। কোলসিনস্কি ভ্যানে উঠতেই হুইটলক স্টার্ট দিলো। তবে দ্বিতীয় গেটের সামনে আসতেই তাকে থামতে হলো, গেট বন্ধ। একজন সশস্ত্র প্রহরী হাতের ইশারায় হুইটলককে ভ্যান থামাতে বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কোলসিনস্কিকে দেখার পর হুইটলকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ। বোধহয় তার স্থানীয় চালকের জীর্ণ পোশাক দেখে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। তাই গেট খুলে দিয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল। রিসেপসন-কক্ষের সামনে এসে গাড়ি থামাল হুইটলক।

পিছনের আসন থেকে কখনো অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলো কোলসিনস্কি। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানাল রিসেপসনিস্ট, 'সুপ্রভাত মিঃ টয়সগেন, আপনাকে সোজা চলে যেতে বলেছেন মিঃ স্ক্যাডার। এখানে লিফট আছে।'

লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় কোলসিনস্কি জানতেও পারল না, এক্সরে ক্যামেরায় তার হাতের অ্যাটাচি কেসের ভেতরের জিনিসের ছবি তোলা হয়ে গেলো। সবুজ আলো জ্বলে উঠতেই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে লিফটের দরজা খুলে দিলো রিসেপসনিস্ট। সেকেন্ড

আলোচনা থেকে সে জানতে পারে, আপনার অফারের দ্বিগুণ দাম দিতে চায় অ্যান্ডারহার্ট নামে একজন লোক।'

স্ক্যাডারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'এন্ডারহার্ট রালফ এন্ডারহার্ট। হ্যাঁ, এ ধরনের কাজ করার মতো লোকই সে। তা এখন আমি কি করব বলুন?'

'আমরা প্রথমে কেমিক্যাল টেস্ট করে দেখব, আপনার পেইন্টিংটা নকল কিনা।' কোলসিনস্কি তার অ্যাটাচি কেস খুলে দু'টো কেমিক্যালসের টিউব বার করল। 'এখন আমার দু'টো স্যাম্পেল দরকার। এক ইঞ্চি ডায়ামেটারের, একটা "নাইট ওয়াচ" পেইন্টিং'য় এবং আর একটা ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো পেইন্টিং'য় ব্যবস্থা করা যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

স্ক্যাডার ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর জানালার দিকে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল কোলসিনস্কি, এরই মধ্যে আঠার মিনিট অতিক্রান্ত। অর্থাৎ বাকী বারো মিনিটের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

একটু পরেই পেইন্টিং'য় দু'টো স্যাম্পেল দু'টো খামের ভেতরে করে নিয়ে এলো, খাম দু'টোয় A ও B চিহ্নিত করা ছিলো। সলিউসনের শিশি দু'টো টেবিলের ওপর রাখল কোলসিনস্কি। বর্ণহীন তরল পদার্থ। পরীক্ষার কাজটা খুবই ভাল করে করতে হবে। আর এই তরল পদার্থটা হলো ডায়লুটেড হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড। নতুন পেইন্টিং হলে এই সলিউসনে ফেললে তাড়াতাড়ি গলে যাবে, আর যত বেশি পুরনো হবে তত বেশি দেরীতে গলবে। এই টেস্টের এটাই থিওরি।' এখানে একটু থেমে কোলসিনস্কি জিজ্ঞেস করল, 'আর পেইন্টিংটা কি আপনি মনে করেন ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর?'

'আমার কাছে প্রমাণ আছে, সেটা ১৬৪১ সালের', স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল স্ক্যাডার।

এক জোড়া সন্নার সাহায্যে প্রথম খাম থেকে "নাইট ওয়াচ'য়" স্যাম্পেলটা তরল এ্যাসিড সলিউসনে ফেলল কোলসিনস্কি , আর অপর পেইন্টিং'য় স্যাম্পেলটা স্রেফ জলের মধ্যে। টেস্ট-টিউবের সামনে ঝুঁকে পড়ল স্ক্যাডার, একটা থেকে আর একটা টেস্ট-টিউবের ওপর তার চোখ দু'টো ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ্যাসিড সলিউসনে পেইন্টিংটা গলতে শুরু করল। সে তার প্রথম ক্রোধ প্রকাশ করল টেবিল চাপড়ে তারপর জানালার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'এখন বলুন, আসল পেইন্টিংটা আমি কি ভাবে ফিরে পেতে পারি?'

'নকল পেইন্টিংটা আমি আমস্টারডামে নিয়ে যাব। ডি ভেরে আর উস্টারহুইস আসল পেইন্টিংটা চুরি করে আনবে কেপলারের ওয়্যারহাউস থেকে। তারপর নকল পেইন্টিংটা আসল বলে তার কাছে বিক্রী করার প্রস্তাব দেবে। তখন এন্ডারহার্টের সঙ্গে চুক্তির টাকা দিয়ে সেটা কেনা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না তার সামনে।

'আর আসলটা?'

'তারপর সেটা আমি রিওতে এনে সেটা আসল কিনা প্রমাণ করাতে পরীক্ষা করে দেখব আপনার জন্য।'

'আপনাকে বিশ্বাস করব কি করে?'

'বেশ তো বিশ্বাস না করলে কি হবে, আপনাকে না জানিয়েই কেপলারের ওয়্যারহাউস

থেকে চুরি করে এনে ভ্যান ডেন আর কেপলারের দরে কালো টাকায় বিক্রী করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। বরং আপনার কাছেই এসেছি এই প্রস্তাব নিয়ে।'

চিন্তিত ভাবে স্ক্যাডার তার কপালে হাত রগড়াল। তারপর রিসিভারটা হাতে তুলে নিলো। শোনো কারলা, র‍্যামনকে বলো পেইন্টিংটা রিসেপসন-কক্ষে পৌছে দেওয়ার জন্যে। আর এখনি।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখবার পর কোলসিনস্কিকে লিফ্‌ট পর্যন্ত পৌছে দিতে এসে বলল সে, 'আমাকে ডাবল-ক্রস করার চেষ্টা করবেন না টয়সগেন, করলে আপনাকে খতম করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করব না আমি।'

প্রথম পর্বের জয়ে মনে মনে উল্লসিত হলো কোলসিনস্কি। ড্র্যাগোকে ফোন করার পর থেকে আঠাশ মিনিট অতিক্রান্ত। এই সময়ে যদি সে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তাকে দেখতে না পায়, তখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝে গেলে তখন তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে চিন্তিত হলো। সে তখন নিশ্চয়ই স্ক্যাডারকে রেডিও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে খবর দেবে তাকে আর হুইটলককে এখানে আটক করে রাখবে। কারণ সে চাইবে তার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে।

রিসেপসনিস্টের কাছ থেকে প্যাক করা "নাইট ওয়াচটা" সংগ্রহ করে নিয়ে বাইরে চলে এলো কোলসিনস্কি, তার জন্যে অপেক্ষা করছিল হুইটলক। এগিয়ে গিয়ে ভ্যানের পিছনের দরজা খুলতেই পেইন্টিংটা পিছনের আসনে রেখে দিলো সে। দরজা বন্ধ করে হুইটলকের পাশে এসে বসল সে।

গাড়ি চালিয়ে প্রথম গেটের দিকে এগিয়ে যায় তারা, একশ গজ দূর থেকে প্রহরীকে গেট খুলতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ গেটটা আবার বন্ধ হতে দেখে কোলসিনস্কি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেও হুইটলক অবিচল থেকে বলে উঠল, 'কোনো ভয় নেই, গেট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাব সেরগেই—'

ওদিকে আকাশে একটা সাদা গ্যাজেল হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক আওয়াজ হওয়ার পরেই সেটা একটা সারি মেহগিনি গাছের আড়ালে চলে গেলো।

'মেন রোডে পড়লেই আমরা নিরাপদ—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কোলসিনস্কি, 'মেন রোডে যেতে পারলে তবেই তো! কে জানে, কি ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে আমাদের আক্রমন করতে আসছে ড্র্যাগো?'

'কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করে ভ্যানের ওপর গুলি ছুঁড়লে পেন্টিং'র সমূহ ক্ষতি হতে পারে। তাতে কি তার লাভ? তাছাড়া, তার এই ভুলের জন্যে স্ক্যাডার নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবে না।'

পরক্ষণেই ভ্যানের ওপর পজিসন নিয়ে নেয় হেলিকপ্টার। মেগাফোনের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করে দিতে গিয়ে ড্র্যাগো বলে উঠল, 'রাস্তার ধারে ভ্যানটা দাঁড় করালে তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। আমি আবার বলছি, রাস্তার ধারে ভ্যানটা থামাও!'

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে সারিবদ্ধ মেহগিনি গাছের আড়ালে চলে গেলো হুইটলক। সেখান থেকে হেলিকপ্টারটা দেখতে পেলো না কোলসিনস্কি। এই সুযোগ। গ্লোব কমপার্টমেন্ট থেকে বেরেটা বার করে হুইটলকের পকেটে চালান করে দিয়ে কোলসিনস্কি বলে উঠল, 'যদি ড্র্যাগো ভ্যানটা থামাতে সমর্থ হয়, তখন তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে। মাইকেলাকে ঘটনার কথা সব খুলে বলো।'

'আর আপনি?'

'আমার জন্যে চিন্তা করো না, নিজেকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই এখন।'

মেহগিনি গাছের আড়াল থেকে ভ্যানটা বেরোতেই পরপর চারবার গুলি ছুঁড়ল টায়ার লক্ষ্য করে। মাত্র একটা বুলেটেই লক্ষ্যভেদ করল। ভ্যানটা রাস্তায় যাতে না উল্টে যায়, হুইটলক তার গাড়ি চালনায় সব রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত ভ্যানটা সে তার নিয়ন্ত্রনে রেখে একটা জায়গায় এসে থেমে পড়ল।

'পালাও!' তাড়া দিলো কোলসিনস্কি।

দরজা খুলে নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছান পর্যন্ত ছুটতে শুরু করল। ওদিকে হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়ে হুইটলক যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেখান পর্যন্ত ছুটে গেলো ড্র্যাগো। হেলিকপ্টারের পাশে একটা কালো মার্সিডিজ গাড়ি এসে থামল, আর সেই গাড়ি থেকে চারজন লোক নেমে ড্র্যাগোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারা সবাই সশস্ত্র হাতে MP5 মেসিন-পিস্তল। তাদের তিনজনকে হুইটলকের পিছনে ধাওয়া করতে বলে অপরজনকে সঙ্গে নিয়ে ভ্যানের পিছনে ছুটল ড্র্যাগো। নির্জন জায়গা। ভ্যানের পিছনের আসনের দিকে তাকাতে গিয়ে কোলসিনস্কির প্রতি নজর পড়তেই সে তার CZ75 পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরল। ড্র্যাগো হুকুম করল তাকে ভ্যান থেকে নেমে আসার জন্য। সে নেমে আসতেই ড্র্যাগোর নির্দেশে চতুর্থ প্রহরী কোলসিনস্কির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

'টায়ারটা বদলাবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি', প্রহরীর উদ্দেশে বলল ড্র্যাগো। 'কিন্তু পেইন্টিংটা পৌঁছানর আগে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়, ঈশ্বর যেন সাহায্য করেন তোমাকে।'

'আর চালক যদি ফিরে আসে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল চতুর্থ প্রহরী।'

'খতম করে দিও তাকে!' তীক্ষ্ণ গলায় বলে কোলসিনস্কির হাত ধরে টানতে টানতে দূরে অপেক্ষারত হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে গেলো ড্র্যাগো।

ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো। এবং অপেক্ষারত মার্সিডিজ গাড়ির দিকে ছুটে গেলো। তখনি ড্র্যাগোর প্রহরীর সঙ্গে তার চোখাচুখি হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে ফার গাছের আড়ালে চলে গেলো হুইটলক। প্রহরী তাকে ছাড়ল না, তার পিছু নিতেই সতর্কতার সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে MP5 মেসিন-পিস্তলটা চেপে ধরল। প্রহরীর পেটে ঘুঁষি মারতেই তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ল। সেই সুযোগে হুইটলক তার পিস্তলটা বার করে ট্রিগার টিপল, পরপর তিনবার। প্রহরীর রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে পড়ে যেতেই মার্সিডিজ গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। দ্রুত এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিয়ে সে তখন ভাবল, কাছাকাছি একটা পাবলিক টেলিফোন বুথে যেতে হবে তাকে।

হাতকড়া লাগানো অবস্থায় কোলসিনস্কিকে নিয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে আসতেই ড্র্যাগোর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল স্ক্র্যাডার, 'ওর হাতকড়া খুলে দাও অ্যাল্রে।'

ড্র্যাগো জানে স্ক্র্যাডারের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাই সে তার হুকুম তামিল করল।

কোলসিনস্কির উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে কোনো ভূমিকা না করে স্ক্র্যাডার বলতে শুরু করল : 'এমন একটা ভাল ক্যামের জন্যে প্রথমেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা আর প্রতারণার

কাজটা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অ্যান্দ্রে যখন বুঝতে পারল চালাকী করে আপনি তাকে টয়সগেনের পরিচয় দিয়ে আমার এস্টেট থেকে বার করে নিয়ে গেছেন, তখন বুদ্ধি করে রেডিও মারফত সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমি তখন তাকে আপনার চেহারার বর্ণনা দিতেই সে বুঝতে পারে, আপনি টয়সগেন নন। তা এই পেইন্টিং বদলের খবর আপনি কবে জানলেন?'

উত্তর না দিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল কোলসিনস্কি স্থির চোখে।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল স্ক্যাডার। 'অ্যান্দ্রের হাতে আপনাকে তুলে দিতে আমাকে বাধ্য করবেন না। শুনেছি আপনার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী সে। সংঘর্ষ আমি ঘৃণা করি। তাই আমি আবার বলছি। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!' এর পরেও চুপ করে রইল কোলসিনস্কি।

'আমি আমার সাধ্য-মতো চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম, আপনি চেতনা ফিরে পাবেন। কিন্তু তা হলো কৈ? যাইহোক। তুমি ওকে নিয়ে যাও অ্যান্দ্রে। ওঁকে নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো এখন।'

কোলসিনস্কি মনে মনে ভাবছিল তখন, ড্র্যাগোর অস্ত্র দিয়েই বধ করবে তাকে। হয়ত তাতে একটু ঝুঁকি আছে। তবু সুযোগ নিতে চাইল সে। ড্র্যাগো তার হাত ধরলে এক ঝটকায় তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আপনার "গোলকোন্ডা" আমিই ডুবিয়ে দিয়েছি।'

'আপনি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্ক্যাডার, 'কিন্তু কেন?'

'তা ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন।'

'কি জিজ্ঞেস করবেন উনি?' তীক্ষ্ণস্বরে বলে তাকে আঘাত করতে যায় ড্র্যাগো, কিন্তু বাধা পেলো স্ক্যাডারের কাছ থেকে।

'ওঁকে বলতে দাও অ্যান্দ্রে।' তারপর কোলসিনস্কির দিকে ফিরে বলল সে, 'কে আপনি?'

'আমার নাম জেনে আপনার কোনো লাভ হবে না।' ড্র্যাগোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কোলসিনস্কি। 'বলুন ওঁকে, কেন গতকাল রাত্রে "গোলকোন্ডা" হাইজ্যাক করেছিলেন আপনি?'

'সে তো আমার থেকে বেশি জানেন আপনি।' ক্রুদ্ধস্বরে বলল ড্র্যাগো।

'ঠিক আছে, আপনি বলে যান', কোলসিনস্কির উদ্দেশে বলল স্ক্যাডার।

একজন কলম্বিয়ান ড্রাগ ব্যারনের সঙ্গে চুক্তি-মতো আপনার ওই মূল্যবান ইয়টে চড়ে আঠার কিলোগ্রাম হেরোইন সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন উনি। সেদিন সকালে ফিলপটের কাছ থেকে টেলিফোন মেসেজের কথা স্মরণ করেই কোলসিনস্কি বলতে থাকে, 'না জানি, সেই হেরোইন এখানকার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী হলে ততগুলো তরতাজা জীবনই না নষ্ট হয়ে যেত। ড্র্যাগোর ব্যাপারে আরো অনেক ক্যামের কথা বলতে পারি। তবে মনে হয়, এই মুহূর্তে যা বললাম, এটাই যথেষ্ট। এরপর আরো তদন্ত করবেন কিনা সেটা আপনার ওপর সিদ্ধান্তের ওপর সব নির্ভর করছে।'

'আপনার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যে বলেছেন, আর নয়!' খিঁচিয়ে উঠে বলল ড্র্যাগো। 'এখন আপনার সঙ্গে একা আমাকে মোকাবিলা করতে হবে। চলুন—'

'উনি আমাকে খতম করে ফেলবেন, শান্ত গলায় স্ক্যাডারের উদ্দেশে বলে উঠল কোলসিনস্কি। আমার মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিলেও তখন আপনি অন্তত বুঝতে পারবেন, সত্যি কথাই আমি বলেছি। বুঝতে পারবেন, উনি ওঁর অপরাধ প্রমাণ করে দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, জ্যাক্রের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আমি তদন্ত করে দেখব। তবে ততদিন পর্যন্ত আপনি এখানে বন্দি হয়ে থাকবেন!'

❑ তেরো ❑

হুইটলকের ফোন পাওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো গ্রাহামের মধ্যে। একটা ফোর্ড ভ্যান ভাড়া করে ছুটল সে এয়ারপোর্টে UNACO'র প্রেরিত তিনটি ক্রেট সংগ্রহ করার জন্য, তার সঙ্গিনী সাবরিনা। পরবর্তী অপারেশন শুরু করার আগে সেই ক্যাফেটেরিয়ায় মিলিত হবে হুইটলকের সঙ্গে, ফোনে সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে তাদের।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে ক্যাফেটেরিয়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় ফোর্ড ভ্যানটা পার্ক করে রাখল গ্রাহাম। তাদের মধ্যে অপেক্ষা করছিল হুইটলক। গ্রাহাম তাকে তার নতুন পোশাকের একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট ছুঁড়ে দিতেই কালো মার্সিডিজ গাড়ির পিছনে চলে গেলো সে স্থানীয় চালকের নোংরা পোশাক বদল করার জন্য। সেই ফাঁকে গ্রাহাম ও সাবরিনা এয়ারপোর্ট থেকে আসা তিনটি ক্রেট খুলতে শুরু করে দিলো, যার মধ্যে ছিলো : তিনটি আঠার ফুটের সুপার অমপিরন হ্যাং-গ্লাইডার, প্রতিটি হ্যাং-গ্লাইডারে তিরিশ কিলোওয়াট ইঞ্জিন যুক্ত ছিলো যা আট ফুট দূরত্বের মধ্যে সব কিছু অদৃশ্য করে দিতে পারে। প্রতিটি ক্রেটের মধ্যে আয়রচার্নশিল্ড GPV/25 বুলেটপ্রুফ জামাও ছিলো , আর ছিলো একটা UZI আর চল্লিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন, L2 গ্রেনেড এবং হেলমেট।

তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি অভিজ্ঞ পাইলট হিসেবে হেলিকপ্টার চালানর জন্য গ্রাহামকেই নির্বাচন করা হয়। ইঞ্জিন চালু করার কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশে উড়তে দেখা গেলো তাকে। সাবরিনা ও হুইটলক একই ভাবে অনুকরণ করল তাকে। কয়েক মিনিট পরেই স্ক্র্যান্ডারের এস্টেট ভ্যানের অবতরণ করতে শুরু করল তারা।

গ্রাহামই সর্বপ্রথম হেলিপ্যাডে দু'জন প্রহরীদের লক্ষ্য করল এবং বাঁ-দিকে হ্যাং-গ্লাইডরটা ঝুলিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইল। একজন প্রহরীকে তাক করে গ্রাহাম তার UZI মেশিন-পিস্তলের ট্রিগার টিপতেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। দ্বিতীয় প্রহরী তখন তার হ্যাং-গ্লাইডার লক্ষ্য করে তার মেশিন-পিস্তলের ট্রিগার টিপল। বুলেটটা হেলিকপ্টারের ডানায় গিয়ে লাগতেই গ্রাহাম মরীয়া হয়ে উঠল তার হাতের হ্যাং-গ্লাইডরটা নিচু করে রাখল জরুরী প্রয়োজনে হেলিপ্যাডে অবতরণ করার জন্য। গুলি করার জন্য প্রহরী তার হাতের মেশিন-পিস্তলটা আবার তুলল। তাক করার আগেই হুইটলক তার হ্যাং-গ্লাইডারটা দ্রুত নিচে নামাল, তার কাঁধের কাছে পা পৌঁছতেই সজোরে লাথি মারল সে। একবার কঁকিয়ে উঠে ভূলুণ্ঠিত হলো সে, একটু পরেই তার দেহটা একেবারে স্থির হয়ে গেলো। তারপর তারা যখন লাল-সাদা তাঁবুর সামনে অবতরণ করল তখন সেই জায়গাটা মরুভূমির মতো জনশূন্য দেখাচ্ছিল।

'এটা তাদের কি খেলা?' সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে, আমরা এখানে এসে গেছি।'

সেই মুহূর্তে মাইক্রোফোনে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : 'শূন্যে হাত তুলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসো তোমরা, তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না—'

'ড্র্যাগো।' ফিসফিসিয়ে বলল হুইটলক। সেরগেইকে থামানর জন্য ঠিক এই রকম কাজ করেছিল।

'হাতের অস্ত্রগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য তোমাদের ঠিক এক মিনিট সময় দেওয়া হলো, তা না করলে তাঁবুর ওপর গুলি বর্ষণ করব আমরা। এক মিনিট—'

তাঁবুর প্রবেশ-পথ দিয়ে বেরুতে গিয়ে গ্রাহাম বলল, 'হুইটলক, তুমি আর সাবরিনা খুঁজে বার করো সেরগেইকে। আমি যাচ্ছি সেই খামটার খোঁজে।'

'খামটার কথা ভুলে যাও', জবাবে বলল হুইটলক, 'আমার এখানে এসেছি সেরগেইকে খুঁজে বার করার জন্যে। আর সেই সঙ্গে পেইন্টিংটা উদ্ধার করতে।'

'ক্ল্যাডারের ডোসিয়ার দেখেছ?' প্রশ্ন করল গ্রাহাম। 'সংঘর্ষকে ঘৃণা করে সে। বিশেষ করে গুলি বিনিময় সে একেবারেই চায় না। অতএব তুমি ধরে নিতে পারো, সে এখন তার গ্যালারিতে পেইন্টিংটা আগলাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি খামটা হস্তগত করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা তার সঙ্গে দরদস্তুর করতে পারব। কেবল এটাই আমাদের সুযোগ।'

'তা আমরা বাড়িতে ঢুকবই বা কি করে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। 'ড্র্যাগো নিশ্চয়ই বাগানটা ঘিরে রেখেছে।'

'আর মাত্র দশ সেকেন্ড বাকী। তোমরা যে যার হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো।'

গ্রাহাম তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রধান রিসেপসন-কক্ষে মিলিত হচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

ক্ল্যাডারের বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার পথে কয়েকটা স্মোক-বম্ব ছুঁড়ল গ্রাহাম। জায়গাটা ধূমায়িত হয়ে উঠল। তাতে তাদের সবার বাড়তি সুবিধে হলো ; একঃ ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তারা বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার সময় ড্র্যাগো তাদের দেখতে পেলো না, দুইঃ গুলি ছোঁড়ার জন্য ঠিক মতো তাক করতে পারল না সে।

কিন্তু লিফটের কাছে এসে প্রহরী-শূন্য জায়গা দেখে গ্রাহাম বুঝতে পারল, সেটা একটা ফাঁদ হতে পারে, বিনা বাধায় তাকে লিফট ব্যবহার করার জন্য প্ররোচিত করে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করে থাকা। করিডরের শেষ প্রান্তের ঘরে যেতে হবে তাকে। দরজা পথের দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকাল সে। এবার সে সত্যি সত্যি যেন একটা ফাঁদের গন্ধ পেলো।

দরজা ঠেলে ঢুকতে গিয়েই ড্র্যাগোর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে : 'ভেতরে এসো মিঃ গ্রাহাম। আমি তোমাকেই আশা করছিলাম।'

গ্রাহাম তার হাতের UZI'র ট্রিগার টিপতে গিয়েও পিছিয়ে এলো এই ভেবে যে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

'UZI মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দাও।' হুকুম করল ড্র্যাগো।

গ্রাহাম তার নির্দেশ মতো কাজ করল। গ্রাহামের বুকে C75'র নল ঠেকিয়ে ড্র্যাগো বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহকর্মীরা ইতিমধ্যে রাশিয়ান লোকটাকে মুক্ত করে প্রধান রিসেপসন কক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই তো তাদের সঙ্গে তোমার মিলিত হওয়ার কথা আছে।

তাই না? চিন্তা করো না, তোমার কথা মতো নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে তুমি ঠিক তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তবে আমার দলবল নিয়ে আমিও উপস্থিত থাকব সেখানে।'

গ্রাহাম সুযোগ খোঁজে। সুযোগটা আচমকাই এসে গেলো। ড্র্যাগো এক মুহূর্তের জন্য তার দিক থেকে দৃষ্টি সরাতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রাহাম। তার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিটকে পড়তেই দ্রুত হাতে সেটা মেঝের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ড্র্যাগোর কপালে নলটা ঠেকিয়ে বলে উঠল, 'আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনছি, তার মধ্যে খামটা আমার হাতে তুলে দাও। এক, দুই, তিন '

'আমাকে তুমি গুলি করলেও ওটা তুমি কখনোই পাবে না।'

'বাজে কথা। হয়ত আলমারিটা ভাঙতে একটু সময় লাগবে, এই যা।'

'আলমারি ফাঁকা।'

'তবু ওটা খুলে দাও।'

আলমারির কম্বিনেশন লক খুলল ড্র্যাগো। গ্রাহাম তার UZIটা উঁচিয়ে ধরে থাকে তার পিঠের পিছনে। খামটা বার করতেই ঝাঁঝাল গলায় হুকুম করল গ্রাহাম, 'ওটা আমার শার্টের পকেটে চালান করে দাও।'

ড্র্যাগো তার কথা মতো কাজ করল। 'এবার কি হবে?'

'আমরা এখন রিসেপশন কক্ষে যাচ্ছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে এখান থেকে বিনা বাধায় মুক্তি পাওয়ার পাসপোর্ট হবে তুমি। প্রহরীদের ডেকে বলে দাও, তারা যেন আমাদের কোনো রকম বাধা না দেয়। যা বলবে ইংরিজিতে। আর একটা কথা, তোমার ID কার্ডটা আমাকে দাও। প্রয়োজনে ওটা আমি তোমার বকলমে ব্যবহার করতে চাই।'

নিঃশব্দে ড্র্যাগো তার ID কার্ডটা গ্রাহামের ট্রাউজারের পকেটে রেখে দিলো।

প্রধান রিসেপশন কক্ষে অপেক্ষা করছিল ওরা কোলস্কিনস্কিকে দেখতে পেয়ে আবেগ কম্পিত গলায় বলে উঠল গ্রাহাম, 'আপনি ঠিক আছেন তো সেরগেই?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমার থেকে ভাল আছি উত্তরে বলল কোলস্কিনস্কি। একটু থেমে সে আবার বলল 'এমন সব অভাবনীয় কাজ তুমি কি করে সম্ভব করে তুললে মাইক?'

'এখন ব্যাখ্যা করার সময় নয়। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, তারপর একবার প্রধান গেটের বাইরে যেতে পারলে সব খুলে বলব। ড্র্যাগোর নির্দেশে গেটগুলো খোলা থাকবে। অবশ্য যদি না সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।'

রিসেপশন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে দ্বিতীয় লোহার দরজার সামনে এসে সাবরিনা জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে মাইক?'

'কন্ট্রোলরুমের ভার নেব আমরা।' ড্র্যাগোর ID কার্ডটার সাহায্যে লোহার দরজা খুলল গ্রাহাম। ওদিকে দরজা খুলতেই একজন প্রহরী ছুটে এলো করিডরে। তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো কন্ট্রোলরুমে। সেখানে সারি সারি টেলিভিশন স্ক্রীন চোখে পড়ল তাদের। গ্রাহাম তার হাতের ওয়ালথার P5 চেপে ধরল প্রহরীর বুকে। গ্রাহাম তার বুকে নামের প্লেট ঝুলতে দেখল। 'সালজার, তুমি কি এখানকার ইনচার্জ?'

'হ্যাঁ', তার দৃষ্টি পড়েছিল সাবরিনার হাতে ধরে রাখা গ্রেনেডের ওপর।

'ঠিক আছে, এখন বলো, কোন্ কোন্ স্যুইচ গেটগুলো অপারেট করে?'

'তুমি নিজেই চেষ্টা করে দেখ না কেন', তাকে পাত্তা দিতে চাইল না সালজার। গেট খুলে গেলেই টেলিভিশন স্ক্রীনে দেখতে পাবে।'

গ্রাহাম রেগে গিয়ে তার কপালে ওয়ালথার PS'র নল ঠেকিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'বলবে কিনা বলো?'

'অষ্টম আর ষোড়শ', যেন হঠাৎ বোকার মতোই বলে ফেলল সে।

চকিতে ওয়াল চার্টের দিকে তাকাল সাবরিনা। 'অষ্টম স্যুইচ ভেতরের গেটের, আর ষোড়শ স্যুইচ মেন গেটের।'

ওদিকে বাগানের দিকে তাকিয়ে সাবরিনা চিৎকার করে উঠল, 'ওরা মার্সিডিজ গাড়ি ছেড়ে ভ্যান .... নিয়ে গেলো কেন মাইক?'

'বাজী ধরে বলতে পারি সেরগেই যখন আছে, আর হুইটলক যখন ড্রাইভিং সীটে, তখন ও নিশ্চয়ই নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তারপরেই দ্বিতীয় মার্সিডিজ গাড়ি হুইটলকদের অনুসরণ করতে দেখে গ্রাহাম একটু দুশ্চিন্তায় পড়ল। প্যাসেঞ্জারের সীটে ড্র্যাগো বসে রয়েছে।' রাগে ডেস্কের ওপর ঘুঁষি মেরে বলে উঠল গ্রাহাম।

তারপরেই ড্র্যাগোর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। 'গেট বন্ধ করো সালজার!' মাইক্রোফোনে তার কণ্ঠস্বর গমগম করতে থাকল। 'সালজার?' পরমুহূর্তেই তাকে আবার বলতে শোনা গেলো : 'অনেক দেরী হয়ে গেছে সালজার! গেটগুলো খুলে দাও!'

কোলসিনস্কি এবং হুইটলক তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ক্যাফেটেরিয়ায়। 'তোমরা সব ভাল আছ তো?' দূর থেকে চিৎকার করে উঠল হুইটলক।

'হ্যাঁ, খুব ভাল আছি।' উত্তরে বলল গ্রাহাম। 'কিন্তু তোমরা মার্সিডিজ গাড়িটা ব্যবহার করলে না কেন? খরচ বেশি হবে বলে?'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' জবাব দিলো কোলসিনস্কি। 'কারণ একটা আশ্চর্য জিনিষ তোমাদের দেখাতে চাই।' এই বলে ভ্যানের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ভ্যানের একটা দিকে নকল প্যানেল স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছিলো। স্ক্রুগুলো খুলতেই প্যানেলটা একদিকে হেলে পড়ে, আর একটা প্যাকিং ক্রেট ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে, আমস্টারডামে যে রকম দেখেছিল ঠিক সেইরকম একটা ক্রেট। গ্রাহামের চোখে একটা অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'দেখছ কি?' ওটা আসল পেইন্টিং।'

'আপনি আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন সেরগেই,' চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল সাবরিনা।

'নকল পেইন্টিংটা লুকিয়ে রাখার জন্য গতকাল রাত্রে ওই নকল প্যানেলটা ভ্যানে লাগিয়ে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু নকল পেইন্টিংটা আপনি এখানে পেলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'আমেরিকার মেট মিউজিয়াম থেকে আনিয়েছি,' উত্তরে বলল কোলসিনস্কি। 'তারপরের ঘটনা আরো রোমাঞ্চকর। পরে বলব, কি ভাবে স্ক্যাডারের আসল পেন্টিংটা চুরি করে, তার গ্যালারিতে নকলটা রেখে আসার পিছনে অনেক ঝুঁকি ছিলো বটে, তবে সব বিপদ থেকে এখন আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। এতেই তোমাদের খুশি হতে হবে আপাতত।'

'আচ্ছা স্ক্যাভার আর ড্র্যাগোর কি হবে?' জানতে চাইল সাবরিনা।

'ব্রেজিলের মাদকদ্রব্য স্মাগল করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির করা হয়ে গেছে। বিচারে তার দশ বছর জেল অনিবার্য', বলল কোলসিনস্কি। 'আর স্ক্যাভারকে শাস্তি দেওয়া আরো সহজ ছিলো, আসল "নাইট ওয়াচ" চুরি করার অপরাধে। আমরা তাকে অনেক আগেই গ্রেপ্তার করতে পারতাম। কিন্তু তাতে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যেত। রিজস মিউজিয়াম তা চায় না। তাই আমরা পুলিশে যেতে পারি-না। তবে UNACO-র আমাদের পরবর্তী মিটিং -এ স্ক্যাভার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

'কিন্তু' বিড়বিড় করে গ্রাহাম বলল, 'হয় স্ক্যাভার কিংবা ড্র্যাগো, যে কেউ একজন অপরজনকে খুন করার অপরাধে গ্রেপ্তার হতে পারে।'

'সেরকম ঘটনা ঘটলে আমি একটুও বিস্মিত হবো না,' বলে উঠল সাবরিনা। তারপর হ্যাং-গ্লাইডারগুলোর কলকব্জা খুলে ফেলার জন্য তাদের সঙ্গে যোগ দিলো সে।

ওদিকে জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ড্র্যাগোকে জিজ্ঞেস করল স্ক্যাভার, 'গ্রাহামরা যে সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী ছিলো না, এ তুমি কবে জেনেছিলে?'

'যেদিন ভিক্টেরিয়া ক্লাবে তাদের দেখি। তবে ওই রাশিয়ান লোকটা, যুরি লিওনভ যে তাদের দলের লোক সেটা আমি জানতাম না।'

'আর তুমি বোধহয় এও জানো না, আসল "নাইট ওয়াচটা" ওরা এখান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে?'

'এ আপনি কি বলছেন? আপনার গ্যালারিতে আসল পেইন্টিংটাই তো প্যাক করা ছিলো।' চমকে উঠল ড্র্যাগো।

'না সেটা নকল। প্যাকেট খুলে দেখতে পাই সেটা আসল নয়। পেইন্টিং-র ঠিক মাঝখানে বাদ্যযন্ত্রে কাছে ডট চিহ্নটা লাল, কালো নয়। এই নকল পেইন্টিংটা তারা সেই মিউজিয়াম থেকে আনিয়েছিল। অথচ তুমি এসবের কিস্‌সু জানো না। তুমি শুধু অপদার্থই নয়, ব্রাজিলের সঙ্গে শত্রুতা করে মাদকদ্রব্য চালানদার রেনাল্ডো গারসিয়াকে তুমি এখানে ডেকে এনে তোমার অতিথি হিসেবে প্যালেস হোটেলে রেখেছিলে ছ' মাস আগে। এসবেরই আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া কি জানো? তোমাকে খুন করা। তাতে আমার জেল কিংবা ফাঁসি হয়, তার জন্যে আমি ভয় পাই না।'

. তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ড্র্যাগো তার হোলস্টার থেকে বারনাডেলি বার করল। স্ক্যাভারের পেটে গিয়ে বিদ্ধ হলো বুলেটটা। তার রক্তাক্ত দেহটা লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। গ্যারসিয়াকে ফোন করে ড্র্যাগো বলে দিলো তার জন্যে গাড়ি নিয়ে কোর্টইয়ার্ডে অপেক্ষা করার জন্য। দুটো হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

রিও ডি জেনেরিওর কাজ শেষ হয়ে গেছে ড্র্যাগো। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে একটা অসমাপ্ত কাজ তাকে শেষ করে যেতে হবে। আর তার অর্থ হলো, যে কোনো মূল্যে সেই খামটা উদ্ধার করা।

হলিফুল স্যুইটে প্রবেশ করা মাত্র সাবরিনা তার পিঠের ওপর একটা কঠিন বস্তুর স্পর্শ অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে তাকে অনুসরণরত কোলসিনস্কি এবং গ্রাহামকে সতর্ক করার জন্য সে তার হাত দু'টো শূন্যে তুলে ধরল।

'মেজর হিলিই ঠিক। সত্যি তুমি বড় আবেগপ্রবণ আর আত্মবিশ্বাসী।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সাবরিনা। 'কর্ণেল ফিলপট, আপনি?'

পেপসির ক্যানটা তুলে ধরে বললেন, ফিলপট, 'আমি যদি ড্র্যাগো হতাম, আর এটা যদি বন্দুক হতো, আমি তোমাকে খতম করে ফেলতে পারতাম।'

'কিন্তু ড্র্যাগো তো পুলিশ কাস্টোডিতে!'

'ড্যানেতে পুলিশ পৌঁছানর আগেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে সে। আমি বলছি না, তোমরা তিনজন এখন তার লক্ষ্য, তবু বলছি সাবধানে থেক।'

'হ্যাঁ, তাকে আসতেই হবে এটার জন্যে।' খামটা তুলে ধরে ফিলপটের হাতে তুলে দিল কোলসিনস্কি।

'তা বিওয় আপনি কখন এলেন?' ফিলপটের পাশে বসে জিজ্ঞেস করল কোলসিনস্কি।

'বেশ কয়েক ঘন্টা আগে। আগামীকাল সকালে সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য নিউইয়র্কে আজই আমাকে ফিরে যেতে হবে।' উত্তরে বললেন ফিলপট। 'এখানে এসে স্থানীয় পুলিশের কাছে টুকরো টুকরো কয়েকটা খবর শুনেছি। তোমার সঙ্গে শেষ ফোনে কথা বলার পর কি কি ঘটেছে বলো?'

সংক্ষেপে ঘটনাপঞ্জীর কথা বলে গেলো কোলসিনস্কি।

'তাহলে বলছ, আসল পেইন্টিংটা নিউ ইয়র্কে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছ?' এই সময় হুইটলক এসে হাজির হলেন সেখানে। তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফিলপট। তাই তাকে দেখে তিনি কাজের কথা বলতে শুরু করলেন। 'ফোনে সেরগেইকে কথাটা না বলে আমি নিজে চলে এসেছি। প্রথমেই স্ক্যাডারের কথা ধরা যাক। তোমরা বলছ, আজ সকালে তার সঙ্গে তোমাদের কারোরই যোগাযোগ হয়নি, এই তো? জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে, ড্র্যাগোর অফিসে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে। তবে সে এখনো মারা যায়নি। মিগুয়েল কওটো হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ড্র্যাগো কি জন্যে যে তাকে গুলি করেছিল, তার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জানা যাবে না। ডাক্তার বলেছে, সুস্থ হয়ে উঠবে সে।'

'স্ক্যাডারকে কি অভিযুক্ত করা যাবে?' জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম।

'সাতটা দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু পেইন্টিং'র প্রশ্ন জড়িত, তা বাইরে যাতে জানাজানি না হয়, কাউকে অভিযুক্ত করা যাবে না। তবে ব্রেজিলে তার অন্য সব অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। তারপর ড্র্যাগোর প্রসঙ্গে আসা যাক। সিওভান সেন্ট জ্যাকুইস আর ক্যাসি মরগানকে খুন করার অপরাধে ড্র্যাগোকে ফাঁসান যেতে পারে। তাছাড়া ব্রেজিলে মাদকদ্রব্যের স্মাগলিং'র কেসেও তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। তার শাস্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিজে ভার নিয়েছেন। আর আমস্টারডামের কেসে গতকাল ফ্রড স্কোয়াড হরস্ট কেপলারে সব বাজেয়াপ্ত করেছে, এ পর্যন্ত তাদের তদন্তে তাকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। তাছাড়া তার দু'জন সঙ্গী ভি ভেরে

আর উইটারবইসকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে কোনো কারণেই আর্ট ডীলার টেরেন্স হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।' ফিলপট তার ফাইল থেকে একটা রঙিন ফটোগ্রাফ বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। 'একে চিনতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই। চিনতে পারবো না,' বললেন ফিলপট। 'একটা ক্লু দিচ্ছি। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে চুলগুলো ছেঁটে ফেলো, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে চুলগুলো সাদা করে ফেলো। আর একটা ওয়্যার-রিমড চশমা লাগিয়ে দাও ওই ফটোতে।'

'স্ল্যাগোর মতো দেখাচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল গ্রাহাম। তার হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিলো হুইটলক।

'না, এছবি স্ল্যাগোর নয়,' উত্তরে বললেন ফিলপট। 'এ ছবি অ্যান্দ্রেজ উনজিকের, যে কিনা CIA'র একটু সাহায্যপুষ্ট হয়ে যায় অ্যান্ত্রে স্ল্যাগো।'

'স্যার, আপনি আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছেন,' সবার হয়ে কথাটা সংযোজন করল হুইটলক।

'CIA?' কোলশিনস্কির চোখে অবিশ্বাসের ছায়া কাঁপে। 'এ যে একেবারে বিশ্বাসই করা যায় না। আপনি আমাদের বোকা বানিয়ে দিলেন ম্যালকম।'

'পোল্যান্ডের এক সামরিক পরিবারে তার জন্ম। মাত্র ষোলো বছর বয়সে পোল্যান্ডের জুনিয়র লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে সে যোগ দেয় SBতে, সিকিউরিটি সার্ভিস। আশাকরি এ সব খবরে তুমি অবগত ছিলে।'

গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল কোলশিনস্কি।

'তার নিয়োগের অর্থ হলো CIA তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, আর এই ভাবেই ইস্টার্ণ ব্লক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেসে চারজন সিনিয়র সদস্য গ্রহণ করা হয়,—বুলগেরিয়া এবং পোল্যান্ড থেকে একজন করে, পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে দু'জন। তারা তখন "কোয়াটারনারি" হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু উনজিকের ভাবধারা ছিলো অন্য রকম, শুরু থেকেই, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অনাস্থা ছিলো তার। সে ছিলো অপরাধপ্রিয়। তখন CIA উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তার ব্যাপারে। তারা বেশ বুঝতে পারে, অস্বাভাবিক চালচলনের ব্যাপারে তদন্ত হতে পারে, বিশেষ করে ইস্টার্ণ ব্লক ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেসের ভেতর থেকেই তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে পারে, এমন কি KGB সক্রিয় উঠতে পারে, যেখানে দক্ষ ডাবল এজেন্ট রয়েছে। তাদের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষিত হয়। তখন CIA তাকে তার এক নতুন পরিচয় দেয়। সে তখন একজন চেক-নাগরিক হয়ে যায়, চেক ভাষাটা তার ভালাই জানা ছিলো। সে তখন তার চেহারা বদলে ফেলে এবং ছদ্মনাম গ্রহণ করে অ্যান্ত্রে স্ল্যাগো এবং রিওয় বসবাস করতে মনস্থ করে। স্ল্যাগো তখন পুরোপুরি ডাবল এজেন্ট বনে গেছে।'

'তবে তাই কি সেই খামে স্ল্যাগো সহ অপর চারজন ডাবল এজেন্টের নাম লেখা ছিলো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' মাথা নেড়ে বলতে থাকেন ফিলপট। 'তাতে চারজনের সাংকেতিক নাম লেখা ছিলো। জানা যায়, CIA'র একজন কমপিউটার অ্যানালিস্ট হোভেন্সকে ব্ল্যাকমেল করে ল্যাংলের টপ সিক্রেট আলফা প্রোগ্রাম আর কোয়াটারনারির বাকী তিনজনের সাংকেতিক নামগুলো বার করতে বলেছিল। হোভেন্স তখন সাংকেতিক নামগুলো আমস্টারডামে নিয়ে

গিয়ে সেখানকার সেন্ট্রাল স্টেশনের একটা লকারে রেখে আসে। তারপর তাকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয় এ্যাটাচি কেসে তার পারিশ্রমিকের টাকার বদলে টাইম-বোমা রেখে। অন্য তিনজন ডাবল এজেন্টরা CIA'র প্রতি অনুগত ছিলো এবং তাদের সহযোগিতায় CIA তাকে শাস্তি দিতে চায়। তাই সে CIA কিংবা অপর তিনজন ডাবল এজেন্টদের কখনো ক্ষমা করতে পারে নি। তাই কি সে তাদের সাংকেতিক নামগুলো জানতে চেয়েছিল?'

কোলসিনস্কির দিকে খামটা এগিয়ে দিয়ে ফিলপট বললেন, 'ওটা খুলে দেখ। দুটি সাংকেতিক নাম হলো, ফোয়েনিক্স এবং জ্যাকড। ড্র্যাগোর সাংকেতিক নাম ফোয়েনিক্স, আর লিওনড হলো জ্যাকড।

খামটা খুলে একটা কাগজের টুকরো বার করল কোলসিনস্কি। সেই কাগজে লেখা সাংকেতিক নামগুলো হলো : (১) জ্যাকড (২) স্যাফায়ার (৩) হাবিকেন এবং (৪) ফোয়েনিক্স।

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' টেবিলের ওপর কাগজটা রেখে দিয়ে বলে উঠল কোলসিনস্কি। 'তা কতদিন ধরে ডাবল এজেন্টের কাজ করছিল ড্র্যাগো?'

'ল্যাংলের ধারণা গত দু'বছর ধরে। তাকেই প্রথম নিয়োগ করেছিল তারা।'

কাগজের শীটটা পকেটে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ফিলপট। 'আমাকে ক্ষমা করতে হবে তোমাদের। আমাকে এখনি প্লেন ধরতে হবে।' তারপর গ্রাহাম আর সাবরিনার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'তোমাদের দু'জনকে অ্যামেরিকায় দেখতে চাই। তা তোমাদের ফ্লাইট কখন?'

'কাল সকাল দশটায় JI-K ফ্লাইট।'

তারপরেই কোলসিনস্কি এবং হুইটলককে সঙ্গে নিয়ে তাদের হানিমুন স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেলেন ফিলপট। আর তারপরেই দরজায় নক হওয়ার শব্দ ভেসে এলো।

দরজা খুলে দিতেই সাবরিনাকে জিজ্ঞেস করল একজন পোর্টার, গ্রাহাম আছে কিনা? গ্রাহামকে ডেকে দিতেই পোর্টার বলল, 'রিসেপসন কক্ষে আপনার বন্ধু মিঃ হুইটলক অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।' দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো গ্রাহাম।

কিন্তু রিসেপসন-কক্ষে ড্র্যাগোকে দেখে ব্যাপারটা বুঝে গেলো গ্রাহাম, কায়দা করে সে তাকে একা তার কাছে ডেকে এনেছে। 'আমার বিশ্বাস, আপনি নিশ্চয় আমারই খোঁজে এসেছেন?' দাঁত বার করে হাসল ড্র্যাগো।

'হুইটলক কোথায়?'

'তাকে আমি শেষবার দেখেছি কোপাকাবানা বীচে। আর তাই তার নামটা ব্যবহার করে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি।'

'আমার একটা মাত্র ফোন করলেই এ-শহরের অর্ধেক পুলিশ চলে আসতে পারে এখানে,' ব্যঙ্গ করে বলল গ্রাহাম।

'কিন্তু তখন আপনি আপনার অতি প্রিয় সাবরিনাকে আর দেখতে পাবেন না,' গ্রাহামের হাতে বিয়ের আংটিটা তুলে দিয়ে বলল ড্র্যাগো, তার মুখে ক্রুর হাসি।

ড্র্যাগোকে দেওয়ালের ওপর আছড়ে ফেলে খিঁচিয়ে উঠল গ্রাহাম, 'কোথায় সে?'

'গ্রাহাম, মিথ্যে আপনি ঝামেলা বাড়াচ্ছেন। এতে আমাদের কারোরই কোনো সুরাহা হবে না। আপনি যদি সাবরিনাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে চান তো ঠিক তিনটে-কুড়িতে রিভিয়েরা ক্লাবে চলে আসুন।'

'আমি এখনো বলছি, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত একটা সমঝোতার জন্যে।' গ্রাহামকে বোঝাল সেরগেই।

'ওই বেজন্মাটির ভুলের মাশুল দিতেই হবে।' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল গ্রাহাম। 'কোনো সমঝোতা নয় সেরগেই। সাবরিনার স্বার্থে ড্র্যাগোর পথেই আমাকে এগোতে হবে। আমি চললাম।'

ট্যাক্সি থেকে নেমেই রিভিয়েরা ক্লাবের ভেতরে ছুটে গেলো গ্রাহাম। ঘরের অন্য দিকে সিঁড়ির ওপর বসেছিল সাবরিনা। তার মুখে টেপ আটকানো। তার চোখে ভয়ের আর্তি। মাথা নেড়ে সে তাকে সতর্ক করে দিলো না আসার জন্যে। তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ক্যাসিনোয় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল সে।

ক্যাসিনোর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিল ড্র্যাগো, তার হাতে CZ 75 পিস্তল। 'দেখছি তুমি নিরস্ত্র। খুব ভাল কথা, আমি সন্তুষ্ট। সে যাইহোক, খামটা সঙ্গে এনেছ?'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয় ড্র্যাগো। আপনি নিশ্চয়ই মনে করেননি, বিনা অস্ত্রে সোজা এখানে চলে এসে কোনো রকম রক্ষা কবচের ব্যবস্থা না করেই খামটা আপনার হাতে তুলে দেবো? সেই তালিকার একটা ফটোকপি আমার পকেটে রয়েছে। হুইটলকের কাছে আসল তালিকাটা রয়েছে। এখন তিনটে-বাইশ। ঠিক আট মিনিট পরে পাবলিক ফোন বুথ থেকে এখানে ফোন করবে সে। আমি কিংবা সাবরিনা যদি সাড়া না দিই, সে তখন সেই তালিকাটা আর আপনার CIA'র ফাইলের একটা কপি পোলিশ কনসুলেটের হাতে তুলে দেবে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, এক ঘন্টার মধ্যে বিওর উদ্দেশ্যে বিমানে একদল বিশেষজ্ঞ রওনা হবে।'

গ্রাহামের কথায় মুলত কেঁপে উঠল এক অজানা ভয়ে। 'কে আপনি?'

'আমি কে, সেটা জানা খুব একটা জরুরী ব্যাপার নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, উঁচু মহলে আমাদের অনেক বন্ধু আছে।'

'ঠিক আছে তালিকাটা দেখি।'

টেবিলের সামনে খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো গ্রাহাম। খামের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে ড্র্যাগো যেই নিচু হয়ে খামটা নিতে যাবে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যত হলো গ্রাহাম। ফুটবল ট্যাকলের মতো পিছন থেকে ড্র্যাগোকে ধাক্কা দিতেই তার হাত থেকে অটোমেটিকটা পড়ে যায়। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ড্র্যাগো এবং এক রকম অতর্কিতে গ্রাহামের কিডনিতে লাথি মারতেই তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল গ্রাহাম। সেই ফাঁকে ড্র্যাগো তার অটোমেটিকটা কুড়িয়ে নিয়ে গ্রাহামের মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপতে যায়।

'উনজিক।' গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম সে তার আসল নামটা অন্যের মুখে শুনে চমকে উঠল। এ নাম SBতে তার প্রাক্তন-বন্ধুরা ছাড়া অন্য আর কারোর জানার কথা নয়, সে কথা ভাল ভাবেই জানে সে। ধীরে ধীরে সে তার একজন, দু'জন কিংবা তারও বেশি প্রাক্তন সহকর্মীদের দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই হুইটলককে দেখতে পেলো। হুইটলক সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিল তখন। কালবিলম্ব না করে তার বুক লক্ষ্য করে হুইটলক

তার হাতের UZI'র ট্রিগার টিপল। ড্র্যাগোর হাত থেকে অটোমেটিকটা ছিটকে গেল এবং কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে বেসমেন্টে কন্ট্রোল-রুম থেকে ড্র্যাগোর অমন অবস্থা দেখে ল্যারিওস ছুটে এলো ক্যাসিনোয়। তার আগেই ড্র্যাগোর অটোমেটিকটা হাতে তুলে নিয়েছিল গ্রাহাম। ল্যারিওসকে ওয়ালথার P5 ব্যবহার করতে দেওয়ার আগেই তার বুক লক্ষ করে ট্রিগার টিপল গ্রাহাম। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তার বস ড্র্যাগোকে অনুসরণ করল মৃত্যুর পথে। ড্র্যাগোর অধ্যায় এখানেই শেষ।

জয়ের হাসি ফুটে উঠল গ্রাহামের ঠোঁটে. তারপরেই সে ছুটে গেলো সাবরিনার কাছে। তার মুখ থেকে এ্যাডহেসিভ টেপটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'সেরগেই-এর মুখে তোমার এখানে আসার কথা শুনে আমি এখানে ছুটে আসি। আর এক সেকেন্ড দেরী হলে তোমাকে হারাতে হতো।' হুইটলক তার কাঁধে হাত রেখে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো বন্ধু?'

'তা তুমি আমাকে বেঠিক হতে দিলে কই?' তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগপূর্ণ গলায় বলে উঠল গ্রাহাম, 'নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ।'

গ্রাহাম এবং সাবরিনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো হুইটলককে অনুসরণ করে।

'আপনি কি মনে করেন, আসবে সে?' ভ্যানের জানালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রাহাম। 'ফোনে আপনি কি বলেছেন তাকে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল কোলস্কিনস্কি, 'আমি তাকে বলেছি, আমার কাছে সেই তালিকাটা আছে, পরিকল্পনা মাফিক ড্র্যাগোর বীচ হাউসে আটটার সময় তাকে দেখা করতে বলেছি।' ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল কোলস্কিনস্কি, 'ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটা। ওই দেখ, যুরি তার গাড়ি বদলায়নি।'

কালো BMW 7321 গাড়িটা ভ্যান থেকে কুড়ি গজ দূরে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে ভ্যানের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই লিওনড বলে উঠল, 'সেরগেই আপনি এখানে কি করছেন? আর ড্র্যাগোই বা কোথায়?'

'ড্র্যাগো মৃত। আর আমি এখানে এসেছি তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য। ভাল কথা, আমি আপনাকে কি নামে ডাকব? যুরি, নাকি জ্যাকড বলে?'

লিওনড তার সাময়িক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'UNACO আপনাকে কি কাজের জন্য পাঠিয়েছে এখানে?'

'ড্র্যাগোর সঙ্গে আপনার কি কাজ ছিলো?' লিওনডের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কোলস্কিনস্কি।

'একটা তালিকার দাম হিসেবে আধ মিলিয়ন ডলারের অর্থচিত হীরে দিতে চেয়েছিলাম তাকে। আর সেই তালিকাটি CIA কে দিতে চেয়েছিলাম। চারজন ডাবল এজেন্টের সাংকেতিক নাম, দু'জন রাশিয়ান, একজন বুলগেরিয়ান আর একজন পোলিশ। একেবারে ঠিক আসল "কোয়ার্টারনারি।" •

'কিন্তু কেন এই প্রতারণা বুঝি? এটা কি KGB কে ছলনা করা নয়?'

'সে তো আপনি বেশ ভাল করেই জানেন সেরগেই। যে ভাবে আগের সরকার একনায়কতন্ত্রের রাজত্ব চালিয়ে এসেছিল তা কি বরদাস্ত করা যায়? যুগ পাল্টাচ্ছে, এখন সব কিছুই বদলাচ্ছে।'

'আপনার সঙ্গে আমি ঠিক একমত হতে পারছি না। আমার মতে CIA'র কাছে আমার সহকর্মীদের বিক্রী করা উচিত নয়।'

'এখানে আমি আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি সেরগেই। আমি এসেছি তালিকাটি সংগ্রহ করতে। এই তালিকায় হোল্ডেন উপস্থিত তিনটি সাংকেতিক নাম কমপিউটার থেকে মুছে দিয়ে নতুন তিনটি নাম সংযোজন করে মোটা টাকার বিনিময়ে KGB কে বিক্রী করতে যাচ্ছিল ড্র্যাগোর পরামর্শে। আর আমি সেই নতুন তালিকাটা হাতে পেতে চাই। আমাকে সেটা দিন আর আমার গাড়ি থেকে অখচিত হীরের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যান।'

কোলসিনস্কি তার পকেট থেকে একটা কমপিউটারের কাগজ লিওনডের হাতে তুলে দিলো। কাগজের দুদিকে উল্টেপাল্টে দেখে লিওনড বলে উঠল, 'সাংকেতিক নামগুলো এখানে কোথাও নেই।'

'হয় হোল্ডেন নামগুলো ছাপায়নি ড্র্যাগোর কাছ থেকে আরো বেশি টাকা আদায় করার জন্য কিংবা CIA'র কাছ থেকে আরো টাকা পাওয়ার লোভে নামগুলো সরিয়ে ফেলেছিল ড্র্যাগো। আমরা তা কোনোদিনও জানতে পারব না, পারব কি আমরা?'

ক্লান্ত, বিষণ্ণ লিওনড তার গাড়িতে ফিরে চলল অতঃপর।

ওদিকে ভ্যানে স্টার্ট দিতে গিয়ে উইন্ডস্ক্রীনে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে দেখল। আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে সে ভাবল, আজকের রাতটা বর্ষণসিক্ত হবে। আবার সেটা তার একটা অনুমানও হতে পারে। এও তাকে ভাবতে হলো।

* * *